উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সেনসেক্স : ৮২,৩০৭.৩৭ (+৩৯৭.৭৪)

নিফটি : ২৫,২৮৯.৯০ (+১৩২.৪০)

খাদে গাড়ি, মৃত ১০ সেনা ১২

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
২৮° / ১৩°	২৮° / ১২°	২৮° / ১২°	২৬° / ১৩°
সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন

রাজ্য বিজেপিতে বিয়ে-অস্বস্তি ১২

তৈরি হচ্ছে ভারতীয় সিনেমার মন্তাজ দায়িত্বে বনশালি ৭

৯ মাঘ ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 23 January 2026 Friday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 245

উত্তরের খোঁজে

বন্দে ভারতের রোশনাই, তলায় তলায় বহু ছাই

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

রায়গঞ্জে যাওয়ার পথে সেদিন কুলিক এক্সপ্রেস দাঁড়িয়েছে সামসী স্টেশনে। আলিপুরদুয়ার যাওয়ার একটা ভিস্টাডোম কামরা এখন লাগানো হয় কুলিক এক্সপ্রেসের শেষে। আলিপুরদুয়ারে যাওয়ার যাত্রী হয় না বলে এই ব্যবস্থা। তবে কুলিকেও শনি-রবিবার বাদে অন্য দিন এই কামরা ফাঁকাই থাকে।

ওই ট্রেনে ভিস্টাডোমে সামসী যেতে চাইলে বড় বিপদ। শেষ কামরাই থাকে প্ল্যাটফর্মের অনেক বাইরে। ঝাঁপ দিয়ে নামতে হবে।

এরপর ছয়ের পাতায়

উধাও নন ভেজ ফুড অপশন

সব বন্দে-যাত্রায় আমিষ খাওয়া বারণ!

দীপ সাহা ও সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২২ জানুয়ারি : ‘বলি হচ্ছেটা কী মশাই?’

ফোনটা ধরতেই রেগেমেগে কথাটা বলে উঠলেন শুভময় জোয়ারদার। বুঝতে পারলাম না প্রসঙ্গটা কী? ধীরগলায় বললাম, ‘কেন? কী হল?’

-আরে, আজ আপনাদের কাগজেই পড়লাম, বন্দে ভারত স্লিপারে নাকি নন ভেজ খাবার দেওয়া হচ্ছে না। এখন এনজেপি-পাটনা বন্দে ভারতের টিকিট কাটতে গিয়ে দেখছি, সেখানেও আর নন ভেজ অপশন নেই। যা-তা করছে রেল। ওদের অনুশাসনে কি আমাদের নিরামিশাষী হতে হবে নাকি! কী আজব কাণ্ড।’

ভদ্রলোকের ফোনটা কেটে আইআরসিটিসি অ্যাপ খুলে এনজেপি-হাওড়া, এনজেপি-গুয়াহাটি, এনজেপি-পাটনা, দিল্লি-বেনারস বন্দে ভারতের টিকিট কাটার চেষ্টা করে দেখলাম, তিনি ভুল বলেননি। সবক’টি বন্দে ভারতেই ‘নো ফুড’ অপশন থাকলেও আমিষ খাবার উধাও। অর্থাৎ, একান্ত যদি খেতেই হয়, তাহলে পেট ভরাতে হবে নিরামিষ ভোজেই।

বাণিজ্যিক যাত্রার শুরুতে গোলাপে অভ্যর্থনা।

এদিকে, এতসব কাণ্ড হয়ে গেলেও রেল কিন্তু কোনও ঘোষণা করেনি। এমনকি বন্দে ভারত স্লিপারে ‘সাত্ত্বিক অনুশাসন’ নিয়ে রাজনৈতিক তর্জা শুরু হলেও রেলকর্তারা ‘স্পিকটি নট’। তাহলে কি চুপিসারেই দেশের সব বন্দে ভারতকে ‘শাকাহারি’ করে তোলার চেষ্টা চলছে, প্রশ্ন তুলছে বিরোধীরা। তাদের দাবি, খাদ্যাভ্যাস মানুষের ব্যক্তিগত অধিকার। সেখানে রাষ্ট্র বা রেল হস্তক্ষেপ করতে পারে না।

এরপর ছয়ের পাতায়

সরগরম তৃণমূলের অন্দরমহল

নয়া অফিস নিয়ে চর্চা

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ২২ জানুয়ারি : আলিপুরদুয়ার শহরে রয়েছে জেলা তৃণমূল পার্টি অফিস। এই অফিসটি আবার সংঘশ্রী ক্লাবের। যার সম্পাদক সৌরভ চক্রবর্তী। দিন কয়েক আগে এখানে বিধায়ক কার্যালয় খুলেছেন সৌরভ। অভিযোগ, ওই জেলা পার্টি অফিসে তেমন কোনও কার্যক্রম হয় না। বিষয়টি নিয়ে সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় সরব হয়েছেন সুমন কাঞ্জিলাল।

জেলা পার্টি অফিস নিয়ে এই দুজনের অবস্থানের মধ্যেই এবার আলিপুরদুয়ারে আরেকটি অফিস খুলল তৃণমূল। নামে নির্বাচনি মনিটরিং সেল বলা হচ্ছে নতুন অফিসকে। কিন্তু খোদ তৃণমূলের একাংশ জানিয়েছে, জেলা পার্টি অফিস নিয়ে দুই নেতার অবস্থানে এবার একেবারে আলাদা পার্টি অফিসই খুলে বসল খোদ জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক। বিধানসভা ভোটের আগে দুই পার্টি অফিস নিয়ে এখন বেশ সরগরম তৃণমূলের অন্দরমহল। যদিও প্রকাশের দাবি, ‘কলেজহল্টে আমাদের জেলা পার্টি অফিস আছে। সেটা স্বতন্ত্রভাবেই থাকবে। সঙ্গে ভোটের কাজ পরিচালনার জন্য একটি আলাদা মনিটরিং সেল খোলা হল। দুটি অফিসই সমানতালে চলবে।’

জেলা সভাপতি যতই দুটি অফিস আলাদা বলুক না কেন তা কিন্তু মানতে রাজি নন খোদ তৃণমূলের একাংশ। দলীয় সূত্রের খবর, কলেজহল্টে তৃণমূলের অফিসটি যখন সৌরভ চক্রবর্তী জেলা সভাপতি ছিলেন তখন চালু করা হয়। অফিসটি সংঘশ্রী ক্লাবের। এই ক্লাবের সম্পাদক আবার সৌরভ নিজে।

কলেজ হল্টে প্রকাশের নয়া পার্টি অফিস।

এরপর ছয়ের পাতায়

DESUN HOSPITAL SILIGURI

যে কোনও বিপদে ভরসা থাক ডিসানে

• হার্ট অ্যাটাক • স্ট্রোক • বার্ন • অ্যাক্সিডেন্ট

24x7 Emergency 90 5171 5171

Alipurduar: Chowpathi, 6292137151 | Birpara: Old Bus Stand, 9007750315 | Dhupguri: Millpara, 6292137152 | Dinhata: Main Chowpathi, 9831933597 | Dinhata: Rangpur Road, 9147713490 | Falakata: Madari Road, 7596022495 Haldibari: Dewanganje Road, 7596059694 | Islampur: Opp. Public Bus Terminus, 7596059692 | Kamakhyaguri: Haribari, 9147148836 | Malbazar: New Bus Stand, 6292137150 | Gazole: Bus Stand, 9147713494 Mathabhanga: Opp. Shani Mandir, 7596059693 | Maynaguri: Bus Stand, 9007750214 | Siliguri: Sevoke Road, Near Cosmos Mall, 9147389608 | Samsi: Hospital Road, 7596022494 | Kaliaganj: N.S. Road, Vivekananda More, 8981448371 Kaliachak: Hotel Grand, Chowrangi More, 9147389612 | Sujapur: Near Sujapur Market, 9147360714 | Buniadpur: Chaudhuri Market (Near SBI) 9147389610 | Gangarampur: Royalton Mall, 9073678145 | Naxalbari: babu Para, 8981118076 Tufanganj: Old Bus Stand, 9147409847

আজ টিভিতে

আদিশক্তি আদ্যাপীঠ সন্ধে ৭.০০ আকাশ আট

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ জিও পাগলা, দুপুর ১.৩০ মন মানে না, বিকেল ৪.৩০ সাত পাকে বাঁধা, সন্ধে ৭.৩০ বাঘাযতীন, রাত ১০.৩০ শুধু তোমার জন্য

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৪০ দুই পৃথিবী, দুপুর ১২.৫৫ পরাণ যায় জ্বলিয়া রে, বিকেল ৩.৫৫ প্রেম আমার, সন্ধে ৭.০০ ফাইটার, মারব নয় মরবো, রাত ১০.৩০ মন মানে না

জি বাংলা সোনার : সকাল ১০.৩০ স্বার্থপর, সন্ধে ৭.০০ আশা ও ভালোবাসা, রাত ১২.৩০ টনিক

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ সুভাষচন্দ্র

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ নীল আকাশের চাঁদনী

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ আমার বধুয়াঁ

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.২৪ শূরবীর, দুপুর ১.৪৩ ড্রিম গার্ল, বিকেল ৪.০৮ রাম লখন, সন্ধে ৭.৩০ সূরয়া দ্য সোলজার, রাত ১০.২০ দবং

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : বেলা ১১.৪০ দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে জায়েঙ্গে, বিকেল ৪.৪০ কেয়া কহেনা, সন্ধে ৬.৫০ গুলাম ই মোস্তাফা, রাত ১০.০০ ঢোল

সোনি ম্যাক্স টু : সকাল ৯.০৪ তেজস্বিনী, দুপুর ১২.২৪ ময়দান ই জঙ্গ, বিকেল ৩.২৬ মেরি বিবি কা জবাব নেহি, সন্ধে ৬.০৩ আগ, রাত ৮.৫০ ক্ষত্রিয়

সুভাষচন্দ্র দুপুর ২.৩০ ডিডি বাংলা

দ্য ওয়ে অফ চিতা সন্ধে ৬.০০ ন্যাট জিও ওয়াইল্ড

জি সিনেমা : দুপুর ১২.২২ রাবণাসূরা, বিকেল ৫.৪৫ কুলি নাম্বার ওয়ান, রাত ৮.০০ জয় হো, ১১.৩৩ ব্রুস লি দ্য ফাইটার

জি অ্যাকশন : বেলা ১১.৩০ শিবা দ্য সুপার হিরো থ্রি, দুপুর ১.৫০ সিং সাব দ্য গ্রেট, বিকেল ৪.৫৩ এনকাউন্টার শংকর, সন্ধে ৭.৩০ অ্যান্টনি, রাত ১০.২০ ম্যায় হুঁ খুদ্দার

সুপার থার্টি সন্ধে ৭.৫৭ স্টার গোল্ড সিলেক্ট

কাটিহার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএল/২৯/০৩_২০২৬/কে/১৩৯৩, তারিখ: ১৩-০১-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নং : ০৩_২০২৬। কাজের নাম: ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ "এডিইএন/ডিএইচআর -এর আওতাধীন সুকনা থেকে দার্জিলিং (ডিএইচআর-সেকশন) পর্যন্ত কেয়ার্টার মেরামত এবং রঙ করার মাধ্যমে সুকনা -দার্জিলিং (মোট- ১০০ ইউনিট)"। টেন্ডার মূল্য: ৫২,৪০,০৭২/- টাকা; বায়না মূল্য : ১,০৪,৮০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০৫-০২-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলার সময় ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই (জিঅ্যান্ডসিএইচজি.), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রথম চিত্রে মানুষের সেবায়

ইলেকট্রিক্যাল (টিআরডি) কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: এপি-ইএল-টিআরডি-৩০-২৫-২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : ক্র. নং. ১, টেন্ডার নং.: এপি-ইএল-টিআরডি-৩০-২৫-২৬, কাজের নাম: সিনি. এডিইএন/I/নিউ কোচবিহার-এর অধীনে বেতগারা-আলতাগ্রামের মধ্যে কিমি ৫০/৯-৫১/৬-এর মধ্যে স্থায়ী ডাইভারশন-এ পাইল ফাউন্ডেশনের ১×১২.২ এম পিএসসি স্ল্যাব-এর সাথে ব্রিজ নং. ৫৮ -এ পুনর্নির্মাণ কাজের জন্য সিনি. ডিইএন/I-এর অধীনে ব্রিজ নং. ৫৮-এ স্থায়ী পুনরুদ্ধারের সাথে সম্পর্কিত ইলেকট্রিক্যাল (টিআরডি) কাজ। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য: ৫৩,৩৫,৪৫৮.৬৬ টাকা, বায়নার ধন: ১,০৬,৭০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ১৩-০২-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং ১৩-০২-২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিআরএম/ ইলেক্ট. (টিআরডি)/ আলিপুরদুয়ার জং. কার্যালয়ে খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি, ওপি অ্যান্ড জিএস, আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. কন/২০২৫/ডিসেম্বর/১০, তারিখ: ২৩-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য অভিজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদার/ফার্মের কাছ থেকে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং. সিই/কন/ এসই উত্তর/এফএলএস/২০২৫/০২। কাজের নাম: নিম্নলিখিত-এর জন্য ফাইনাল লোকেশন সার্ভে (এফএলএস) পরিচালনা করার জন্য (i) নতুন বিজি রেলওয়ে লাইন প্রকল্প (আনুমানিক দৈর্ঘ্য-৯০০.০০ কিমি)। (ii) ভারত, নেপাল এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রকল্পের গেজ রূপান্তর/দ্বৈতকরণ/তৃতীয় লাইন/তৃতীয় এবং চতুর্থ লাইন (আনুমানিক দৈর্ঘ্য=৬০০.০০ কিমি) (iii) সিকিম রাজ্যে গ্যাংটক থেকে নাথুলা পর্যন্ত প্রিলিমিনারি ইঞ্জিনিয়ারিং কাম ট্রাফিক সার্ভে (আনুমানিক দৈর্ঘ্য =২৪০.০০ কিমি)-এর সাথে জিও-টেকনিক্যাল ইনভেস্টিগেশন। রেলওয়ে বোর্ডের সর্বশেষ নির্দেশিকা অনুসারে সমস্ত বিষয়ে এফআইআরআর/ইআইআরআর, ইপিসি নথি প্রস্তুতকরণ এবং ডিপিআর জমা দেওয়া ইত্যাদি। আনুমানিক মূল্য: ৩৫,৮৪,৬৮,৭৭৮.৭১ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১২-০২-২০২৬ তারিখের ১৪.৩০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ১২-০২-২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ এবং সংশোধনী নং. ১ এর জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।

চিফ ইঞ্জিনিয়ার/কন/সার্ভে, মালিগাঁও

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ সংস্থা)

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়"

মেকানিকাল / ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ইএল/২৯/০৫_২০২৬/কে/১৪৩৩, তারিখ: ১৯-০১-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং.: ০৫_২০২৬; কাজের নাম: (ক) "ডিজেল লোকো শেড, মালদা টাউন, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে ইলেক্ট্রিক্যাল লোকোমোটিভ-এর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সুবিধা বৃদ্ধির প্রস্তাব"-এর মেকানিকাল বিভাগ কাজের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ। (খ) "কাটিহার ডিভিশনের ভালুকা রোড স্টেশনে ৬ মিটার প্রশস্ত ফুট ওভার ব্রিজ-এর ব্যবস্থা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ"-এর ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ। টেন্ডার মূল্য: ৬৪,০০,৬৭৫.৫৭ টাকা; বায়নার ধন: ১,২৮,০০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১০-০২-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ১০-০২-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/জি অ্যান্ড সিএইচজি./কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

দুর্দান্ত সেল

নিউজ ব্যুরো

২২ জানুয়ারি : রিলায়েন্স ডিজিটাল নিয়ে এসেছে জনপ্রিয় ডিজিটাল ইন্ডিয়া সেল। এতে ইলেক্ট্রনিক্স ও হোম অ্যাপ্লায়েন্সেসের ওপর থাকছে আকর্ষণীয় অফার। ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত গ্রাহকরা এই সুবিধা পাবেন। অফারে থাকছে ২৬ হাজার টাকা পর্যন্ত ইনস্ট্যান্ট ব্যাংক ডিসকাউন্ট, কনজিউমার ড্যুরাবেল লোনের ওপরে ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত ক্যাশব্যাক ও ইউপিআই পেমেন্টের ওপর ৫% ক্যাশব্যাক। দেশের সব রিলায়েন্স ডিজিটাল, মাই জিও আউটলেট ও অনলাইনে উপলব্ধ।

ফাইবার ওএফসি-এর ব্যবস্থা

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এন_১_এইচকিউ-২০২৫-২৬-আরটি, তারিখ: ১৬-০১-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং. এন_১_এইচকিউ-২০২৫-২৬-আরটি। কাজের নাম: এইচইউএনও সেকশনের অধীনে বঙ্গাইগাঁও ডিভিশনের নিউ বঙ্গাইগাঁও (এনবিকিউ) - গোয়ালপাড়া (জিএলপিটি)- কামাখ্যা (কেওয়াইকিউ) (১৭৬ আরকেএম) এবং গোলকগঞ্জ (জিকেজে) থেকে অভয়াপুরী (এওয়াইইউ) (৮৪.৮৪ আরকেএম) সেকশনে কমিউনিকেশন ব্যাকবোনের জন্য ৪×৪৮ ফাইবার ওএফসি-এর ব্যবস্থা। বিজ্ঞাপিত মূল্য: ২৬,৩৫,৬৬,৫৬৭.৪২ টাকা। বায়নার ধন: ১৪,৬৭,৮০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ১৮-০২-২০২৬ তারিখের ১২.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in-এ উপলব্ধ থাকবে।

প্রিন্সিপাল চিফ সিগন্যাল ও টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

অ্যাফিডেভিট

আমি Monirul Islam, S/o Lt Latifur Rahaman, গ্রাম পালসাহার, পোঃ ডিকুল, থানা কুশমন্ডি, জেলা দ: দিনাজপুর। পুরাতন রেশন কার্ডে আমার নাম Monirul Islam @ Niutan Raheman, ২০০২ ভোটার লিস্টে (Part no 145, SL no 806) আমার নাম Niutan Raheman ও বাবার নাম Latifur Raheman ছাপার কারণে ২১/০১/২৬ এ J.M (1st class) গঙ্গারামপুর কোর্ট থেকে অ্যাফিডেভট বলে আমি Monirul Islam @ Niutan Raheman ও আমার বাবা Latifur Rahaman @ Latifur Raheman উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম। (C/120092)

•

ছেলে Ranajoy Barman এর জন্ম শংসাপত্রে পিতার নাম অপূর্ব বর্মন থাকায় 7.01.2026 দিনহাটা JM(1st.Cl.) কোর্টে 464 নং অ্যাফিডেভিট বলে Apu Barman হলাম। অপু বর্মন, সাং - মনসব শেওড়াগুড়ি। (S/M)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫১৭৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫২৫০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৪৯৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৩০৬৪০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৩০৬৫০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

বিক্রয়

জেলা - মালদা, থানা + ব্লক হবিবপুর, মৌজা হোগলা, জে এল 22, দাগ নং 2/283 খং নং 430,431,432,433,434, জমি মোট পরিমাণ 40 একর জমি বিক্রয় হইবে, যোগাযোগ করুন M - 8436031485.

(C/120089)

ব্যবসা

Need Business Partners/Sub Dealers for North Bengal areas by Greaves Genset Authorized dealer having H.O. at Kolkata & Siliguri. Contact 9830215112 or 8981809841. (K)

অ্যাফিডেভিট

I, Ayesah Begam, W/o Bappa Hossain, R/o Natunpara, PO: Jaldapara, PS & Dist: Alipurduar. My name is recorded as Asha Khatun in place of Ayesah Begam in my Aadhar card (No: 524332727072). By affidavit on 07/01/2026 at Alipurduar LD. 1st class J.M court my name has been rectified from Asha Khatun to Ayesah Begam. Asha Khatun & Ayesah Begam is one and same identical person. (C/1201105)

•

আমি Paramita Bhadra স্বামী রতন ভদ্র সাতকুড়া, দিনহাটা গত 03/01/2026 (ইং) তারিখে Judicial Magistrate দিনহাটা কোর্টে অ্যাফিডেভিট (No 149) দ্বারা Parmita Bhadra এবং Paramita Bhadra একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হলাম। (C/120082)

অ্যাফিডেভিট

আমি Neelam Kumari পিতা Ram Sharan Das, ফাস্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জলপাইগুড়ি কোর্টে, গত ২২/৫/২০২৫ তারিখে অ্যাফিডেভিট বলে Neelam Kumari, sister Neelam Robert ও sister Neeam Robert এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। (C/120086)

CINEMA সিনেমা

Now Showing at
BISWADEEP
"BORDER 2"
*ing : Sunny Deol, Varun Dhawan, Ahan Shetty
Time : 12:30, 4:00 7:30 P.M.

Now Showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
BORDER 2
Show time : 12:00, 3:30, 7:00 P.M.
A/C with Dolby Sound

NEW CINEMA (A.C)	SILIGURI 9832336881
জন্মপ্রিয়া হোটেল	SHOW TIME 10.45 AM BENGALI (U/A)
BORDER2	SHOW TIME 1.00 PM, 7.00 PM HINDI (U/A)
হোক কলরব	SHOW TIME 4.30 PM BENGALI (A)

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য

৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সঠিক বিনিয়োগ করতে পারলে আজ লাভবান হবেন। সাহসিক কোনও সিদ্ধান্তে সমাজে প্রশংসিত হবেন। **বৃষ :** জেদ ও পরিশ্রমের ফল পাবেন। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে একটু চিন্তা থাকবে। রাস্তাঘাটে একটু সতর্কভাবে চলাফেরা করুন। **মিথুন :** কর্মক্ষেত্রে শত্রুরা পরাস্ত হবে। দাম্পত্যে সুখশান্তি বজায় থাকবে। উচ্চ রক্তচাপের রোগীরা একটু সাবধানে থাকবেন। **কর্কট :** কর্মপ্রার্থীরা আজ ভালো খবর পেতে পারেন। খেলাধুলোর সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের আজ দিন ভালো যাবে। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথির আগমন। **সিংহ :** নিজের রাগ সংবরণ করতে না পারলে সংসারে অশান্তি বাড়বে। পৈতৃক ব্যবসার কাগজপত্র নিয়ে ভাইবোনদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক। **কন্যা :** অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়াতে না পারলে সাংসারিক চাপ বাড়বে। বাত এবং নার্ভের রোগে ভোগান্তি। **তুলা :** বহুদিন ধরে আটকে থাকা গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো আজ সেরে ফেলুন। ছোটখাটো সমস্যায় অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। **বৃশ্চিক :** বেহিসেবী খরচের কারণে মানসিক চাপ বাড়বে। রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা নিজ দলে বড় পদ পেতে পারেন। ভ্রমণে আনন্দ। **ধনু :** পরিবার নিয়ে ভ্রমণের পরিকল্পনা সার্থক হবে। স্ত্রীর ভাগ্যে প্রচুর সম্পত্তি পেতে পারেন। জ্বর-সর্দিকাশিতে ভোগান্তি। **মকর :** ঈশ্বরচিন্তায় মানসিক চাপ কমবে। স্ত্রীর সঙ্গে সারাদিন ভালো সময় কাটবে। ভ্রমণের পরিকল্পনা বাতিল করতে হতে পারে। **কুম্ভ :** আর্থিক বিষয়ে একটু সতর্ক থাকুন। কোনও আত্মীয়ের কূট চালে পারিবারিক অশান্তি হতে পারে। উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ যাওয়ার যোগ। **মীন :** কর্মক্ষেত্রে নতুন সুযোগ পেতে পারেন। ব্যবসায় আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে আনন্দ পাবেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৯ মাঘ, ১৪৩২, ভাঃ ৩ মাঘ, ২৩ জানুয়ারি ২০২৬, ৯ মাঘ, সংবৎ ৫ মাঘ সুদি, ৩ শাবান। সূঃ উঃ ৬।২৬, অঃ ৫।১৩। শুক্রবার, পঞ্চমী রাত্রি ১২।২৯। পূর্বভাদ্রপদনক্ষত্র দিবা ২।২। পরিঘযোগ দিবা ৩।৫১। ববকরণ দিবা ১।৪ গতে বালবকরণ রাত্রি ১২।২৯ গতে কৌলবকরণ। জিন্মে-কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, দিবা ৮।৭ গতে মীনরাশি বিপ্রবর্ণ দিবা ২।২ গতে অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে-দ্বিপাদদোষ, দিবা ২।২ গতে দোষ নাই। যোগিনী-দক্ষিণে, রাত্রি ১২।২৯ গতে পশ্চিমে। বারবেলাদি ৯।৮ গতে ১১।৪৯ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।৩১ গতে ১০।১০ মধ্যে। যাত্রা-নাই শুভকর্ম্ম-বিক্রয়বাণিজ্য, দিবা ২।২ মধ্যে ভুমিক্রয়বিক্রয় দিবা ২।২ গতে নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন বিপণ্যারম্ভ বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যনিষ্ক্রমণ ধান্যবৃদ্ধিদান কারখানারম্ভ। বিবাহ- রাত্রি ১০।১০ গতে ১।২৩ মধ্যে কন্যা ও তুলালগ্নে পুনঃ শেষরাত্রি ৫।৪৪ গতে ৬।২৬ মধ্যে মকরলগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। ষটপঞ্চমীব্রত, শ্রীপঞ্চমী, শ্রীশ্রীলক্ষ্মী সরস্বতী পূজা, মস্যাধার (দোয়াত), লেখনী (কলম), পুস্তক (বই) ও বাদ্যয়ন্ত্রাদির পূজা। মদনপঞ্চমী এবং রতিকামদের পূজা। গোস্বামিমতে বসন্তপঞ্চমীকৃত্য। শ্রীশ্রীকৃষ্ণার্চ্চন। শ্রীপঞ্চমী পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্রঃ ওঁ জয় জয় দেবী চরাচরসারে, কুচযুগশোভিত মুক্তাহারে। বীণারঞ্জিত পুস্তক হস্তে, ভগবতী ভারতী দেবী নমোহস্তুতে। নেতাজি সুভাসচন্দ্র বসুর জন্মদিন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪৬ মধ্যে ও ৮।৩১ গতে ১০।৪৪ মধ্যে ও ১২।৫৮ গতে ২।১৭ মধ্যে ও ৩।৫৭ গতে ৫।১৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৮ গতে ৮।৫১ মধ্যে ও ৩।৪৩ গতে ৪।৩৩ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ১০।৩৪ গতে ১১।২৫ মধ্যে ও ৪।৩৩ গতে ৬।২৬ মধ্যে।

FLAT
50%
OFF*
MORE STYLES ADDED
*On selected merchandise.
*T & C Apply.
STYLE BAAZAR
BIG FASHION SALE
5% EXTRA CASHBACK
SBI card
#Min. Trxn.: ₹2,000; Max. Cashback: ₹750 per card account; Validity: 03 Jan - 31 Jan 2026. T&C Apply.
Brands Available
FOR MEN
square up
WALSEY
KIRTLE
FOR LADIES
Miss 19
MISS DESI
FOR KIDS
Miss12
dozo
FOR HOME
HOME FOCUS
মেন্সওয়্যার। লেডিসওয়্যার। কিডসওয়্যার। হোমনিডস। বিউটি কেয়ার
Helpline: 18004102244
উত্তরবঙ্গ: আলিপুরদুয়ার। ইসলামপুর। কালিয়াচক। কোচবিহার। গাজোল। চাঁচল। জলপাইগুড়ি। তুফানগঞ্জ। দিনহাটা। ধূপগুড়ী। পাকুয়াহাট। বালুরঘাট। মালবাজার। মালদা (রবীন্দ্র অ্যাভিনিউ • সুকান্ত মোড়ে)। রায়গঞ্জ (দেহশ্রী মোড় · বিধাননগর মোড়)। রতুয়া। শিলিগুড়ী
কলকাতা: অ্যাক্রিস মল (3rd ফ্লোর) • গড়িয়াহাট (একডালিয়া মোড়) • বাগুইআটি (VIP রোড) • বেহালা (জেমস লং সরনী) • মেটিয়াবুরুজ (বিচালিঘাট রোড) • মেট্রো সিনেমা হল (জওহরলাল নেহেরু রোড) • লিন্ডসে স্ট্রিট (সিমপার্ক মলের পাশে) • ঠাকুরপুকুর (পুলিশ স্টেশনের বিপরীতে) • হাতিবাগান (নর্থল্যান্ড হসপিটালের বিপরীতে)
দক্ষিণবঙ্গ: আমতলা। আরামবাগ। ইলামবাজার। উলুবেড়িয়া। এগরা। করিমপুর। কৃষ্ণনগর। কাটোয়া। কাঁথি। কাঁচরাপাড়া। কাকদ্বীপ। খড়গপুর। গুসকরা। চাকদহ। চুঁচুড়া। ডানকুনি। ডোমকল। দুর্গাপুর। ধুলিয়ান। নলহাটী। নৈহাটী। পান্ডুয়া। বোলপুর। বহরমপুর। বাঁকুড়া। ব্যারাকপুর। বারুইপুর (কুলপি রোড, অজেয় সঙ্ঘ ক্লাবের নিকটে · কুলপি রোড, শিবানী পীঠ)। বসিরহাট। বনগাঁও। বাগনান। বর্ধমান (পুলিশ লাইন বাজার · পারকাস রোড মোড়)। বেলুড় (রসোলি মল)। বাখরাহাট। বরানগর। মেমারী। মালঞ্চ। রঘুনাথগঞ্জ। রামপুরহাট। রানাঘাট। রামরাজাতলা। শ্রীরামপুর। সোদপুর। সালকিয়া। সিঙ্গুর। সাঁতরাগাছি। সিউড়ী
হাবড়া। হাওড়া ময়দান

প্রাথমিকের ইংরেজিমাধ্যমে ক্ষোভ বাড়ছে

বইয়ের ঘাটতিতে সমস্যা

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২২ জানুয়ারি : ২ জানুয়ারি বই দিবস পালিত হয়। তার আগেই প্রাথমিক স্কুলগুলিতে নতুন পাঠ্যপুস্তক দেওয়ার কথা। বাংলামাধ্যম প্রাথমিক স্কুলের পড়ুয়ারা ডিসেম্বরে নতুন বই হাতে পেয়েছে। কিন্তু ইংরেজিমাধ্যম স্কুলগুলিতে তা হয়নি। জানুয়ারি শেষ হতে চলেছে, অথচ সংশ্লিষ্ট পড়ুয়াদের এক-তৃতীয়াংশেই কয়েকটি পাঠ্যপুস্তক পেয়েছে। অনেক পড়ুয়াই বাধ্য হয়ে অন্যের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে পড়াশোনা চালাচ্ছে। স্কুলগুলিও পুরোনো বই দিয়ে ঠেকা কাজ চালাচ্ছে।

বেশিরভাগ পড়ুয়াই নতুন পাঠ্যপুস্তক না পাওয়ায় সমস্যায় পড়েছে সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলি। এই কারণেই তারা বই দিবস পালন করেনি বলে অভিযোগ। বইয়ের অভাবে পঠনপাঠনে প্রভাব পড়ছে। অভিভাবকরাও ক্ষুব্ধ। এক অভিভাবকের কথায়, 'সরস্বতীর চরণে নতুন বই ছোঁয়ানোর রীতি রয়েছে। তবে এখনও নতুন বই মেলেনি। পুরোনো পাঠ্যপুস্তকই ভরসা।'

আলিপুরদুয়ার জেলায় চারটি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের মধ্যে তিনটি আলিপুরদুয়ার শহরে। শান্তিনগর আরআর প্রাথমিক বিদ্যালয়, ম্যাক উইলিয়াম আরআর এবং কলেজিয়েট হাইস্কুল। সব স্কুলে একই অভিযোগ। এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) লক্ষ্মণ গোলের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ সম্ভব হয়নি। তবে ডিপিএসসি'র চেয়ারম্যান পরিতোষ বর্মন বলেন, 'ইংরেজিমাধ্যমের বই কিছু দেওয়া হয়েছে। ধাপে ধাপে বাকি বই দেওয়া হবে।'

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এতদিনেও কেন বই দিতে পারল না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে বিভিন্ন মহল থেকে। এই উদাসীনতার জবাবদিহিও দাবি করছেন অনেকে। এ বিষয়ে শান্তিনগর আরআর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শুভ্রা ঘোষ বলেন, 'নতুন পাঠ্যপুস্তক অল্প সংখ্যক এসেছিল। তা কয়েকজন পড়ুয়াকে দিয়েছি। বাকি অভিভাবকদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়ায়। এমনকি এতে অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে পড়তে হয়েছে আমাদের।' আলিপুরদুয়ার কলেজিয়েট হাইস্কুলের টিআইসি প্রিয়াংকা ভৌমিকের মন্তব্য, 'এসআই অফিসে খোঁজ নিয়েছি। শীঘ্রই পাঠ্যপুস্তক দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে।'

পাঠ্যপুস্তকের ঘাটতি মেটাতে স্কুল কর্তৃপক্ষ অবশ্য পুরোনো বই সংগ্রহ করে পঠনপাঠন চালিয়ে যাচ্ছে। যদিও এই পরিস্থিতি লজ্জাজনক বলে মন্তব্য করছেন অনেক অভিভাবকই। কলেজিয়েট হাইস্কুলে ১৬০ জনের মতো পড়ুয়া রয়েছে। নতুন পাঠ্যপুস্তক না আসায় পুরোনো বই ভরসা সেখানে। ম্যাক উইলিয়াম আরআর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইংরেজি ও বাংলামাধ্যম একসঙ্গে রয়েছে। প্রায় ৩৭৬ জন পড়ুয়া। তাদের মধ্যেও অনেকেই বই পায়নি বলে স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

ছবি : এআই

- গত ডিসেম্বরের মধ্যেই বই চলে আসার কথা ছিল, তা হয়নি
- বইয়ের অভাবে পঠনপাঠনে সমস্যা হচ্ছে
- পুরোনো বই দিয়ে কাজ চালাচ্ছে স্কুল কর্তৃপক্ষ, পড়ুয়াদেরও অন্যের কাছ থেকে জোগাড় করতে হচ্ছে

শাখা সংগঠনকে জনসংযোগের দায়িত্ব

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২২ জানুয়ারি : দলের নির্দিষ্ট কর্মসূচি চলছে। তবে সেখানে কর্মীদের অনেকে অংশ নিচ্ছেন, অনেকেই আবার ঝিমিয়ে। তবে বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই পরিস্থিতি সামলাতে উদ্যোগ নিল বিজেপি। তাই এবার বিভিন্ন শাখা সংগঠনকে কাজে লাগাতে ময়দানে নামছে পদ্ম শিবির। আলিপুরদুয়ারে বিভিন্ন মোর্চার আলাদা আলাদা কর্মসূচি ঠিক করা হয়েছে। কিছু কর্মসূচি ইতিমধ্যেই চলছে, আবার কিছু কর্মসূচির দিনক্ষণ ঠিক করা হয়েছে। নির্বাচনের আগে কর্মীদের তাজা করতে এবং সংগঠনের মাধ্যমে জনসংযোগ করতে এটাই সবচেয়ে কার্যকর রাস্তা বলে মনে করছেন বিজেপির নেতারা।

বর্তমানে বিজেপির জেলা এসসি মোর্চার তপশিলি জাতি সম্পর্ক অভিযান নামে একটি মণ্ডলভিত্তিক কর্মসূচি চলছে। ওই কর্মসূচির মাধ্যমে তপশিলি জাতির সঙ্গে জনসংযোগের কাজ চলছে। অন্যদিকে, আলিপুরদুয়ারে রাজবংশী ভোটের কথা মাথায় রেখে ফালাকাটা, আলিপুরদুয়ার-১ ও ২ ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় ওই কর্মসূচি চলছে। এ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে সংগঠনের জেলা সভাপতি উত্তম দাস বলেন, 'বিভিন্ন জায়গায় দলের কাজ হচ্ছে, কর্মসূচিও চলছে। আমরা তপশিলি জাতির অধিকার নিয়ে মানুষকে জাগ্রত করছি। কোন কোন অধিকার থেকে তাঁরা বঞ্চিত হচ্ছেন সেটাও বলা হচ্ছে।'

এই কর্মসূচিতে প্রতি বুথ থেকে তপশিলি জাতির নেতা-কর্মীদের আসতে বলা হচ্ছে। অন্যদিকে, বিজেপির মহিলা মোর্চার থেকে বিভিন্ন জায়গায় সম্মেলন করা হবে বলেও জানানো হয়েছে। যদিও জেলা পর্যায়ের সম্মেলনের দিনক্ষণ একবার ঠিক হয়ে বাতিল হয়েছিল। তবে এবারের সম্মেলনে রাজ্য নেতারাও উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গিয়েছে। আলিপুরদুয়ার শহরে সম্মেলন হওয়ার পর জেলার বিভিন্ন জায়গাতেও সম্মেলনের আয়োজন করা হবে। একইভাবে কিষান মোর্চাও সম্মেলন আয়োজন করবে ঠিক হয়েছে। সংগঠনের জেলা সভাপতি সুজিত সাহা বলেন, 'কৃষকদের নিয়ে আমাদের সম্মেলন করতে বলা হয়েছে। তবে দিনক্ষণ এখনও ঠিক হয়নি। তবে খুব শীঘ্রই ঠিক হয় যাবে।'

বিধানসভা ভোটের আগে পদ্মের কৌশল

এদিকে, কয়েকদিন আগে যুব মোর্চার নমো ওয়ারিয়র তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন সংগঠনের কর্মসূচিতে নির্দিষ্ট বিষয় নিয়েই আলোচনা করতে নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য বিজেপি। অর্থাৎ যদি মহিলাদের নিয়ে কর্মসূচি হয়, তাহলে রাজ্যের মহিলাদের অবস্থা, কেন মহিলারা বিজেপিকে ভোট দেবেন ইত্যাদি নিয়ে কথা বলতে হবে। আর সমস্ত জনসংযোগ কর্মসূচি বুথ স্তর পর্যন্ত কীভাবে পৌঁছোনো যায়, তার দিকেও নজর দিতে বলা হয়েছে।

পররপারে বিজেপির এসসি মোর্চার তপশিলি জাতি সম্পর্ক অভিযান।

চিলাপাতা উৎসব

সোনাপুর, ২২ জানুয়ারি : শনিবার থেকে শুরু হবে চিলাপাতা উৎসব। প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। চিলাপাতা ইকো ট্যুরিজম ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে শনিবার ও রবিবার বিভিন্ন অনুষ্ঠান হবে। চিলাপাতায় শালবাগানে এই উৎসবের জন্য প্যান্ডেল তৈরির কাজ চলছে। শনিবার উৎসবের উদ্বোধনে বিভিন্ন জনজাতির শিল্পীরা অনুষ্ঠান করবেন। রবিবার আমন্ত্রিত শিল্পীদের অনুষ্ঠান রয়েছে। উৎসবে বিভিন্ন খাবারের স্টলও থাকছে।

গীতা পাঠ

ফালাকাটা, ২২ জানুয়ারি : আরএসএস-এর শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে ফালাকাটার ভৈরবহাটে অনুষ্ঠিত হল সহস্র কণ্ঠে গীতা পাঠ। বৃহস্পতিবার সনাতনী ঐক্য মঞ্চের উদ্যোগে সেখানে গীতা পাঠের পাশাপাশি ভারতমাতার পুজোও হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সঞ্জয় শাস্ত্রী মহারাজ, আরএসএস-এর আলিপুরদুয়ার জেলার জাগরণ প্রমুখ আনন্দ সরকার, হিন্দু জাগরণ মঞ্চের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের সহ সভাপতি সুজয় বালা প্রমুখ। সব শেষে প্রসাদ বিলি হয়।

বৈদ্যুতিক সম্পদের ক্ষুদ্র মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/০৬_২০২৬/কে/১৪৩৪ তারিখ: ১৯-০১-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. ০৬_২০২৬। কাজের নাম: কাটিহার মণ্ডলে দুই বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে বৈদ্যুতিক সম্পদের ক্ষুদ্র মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণ। টেন্ডার রাশি: ৩,৭৮,০৫,৫৭৪/- টাকা। বায়না রাশি: ৩,৩৯,০০০/- টাকা। টেন্ডার হওয়ার তারিখ এবং সময়: ১০-০২-২০২৬ তারিখে ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই (জিএনসিএইচজি), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

রাস্তার কাজে আপত্তি

শামুকতলা, ২২ জানুয়ারি : উত্তর মহাকালগুড়ি এলাকায় একটি সিমেন্টের রাস্তা কম চওড়া করে তৈরি করায় উত্তেজনা ছড়ায় বৃহস্পতিবার। বাসিন্দাদের বিরোধে বন্ধ হয়ে যায় রাস্তার কাজ। এদিন তরুণ সংঘ মন্দিরের মোড় থেকে ভারত দেবনাথের বাড়ি পর্যন্ত ৯০০ মিটার রাস্তার কাজ শুরু হয়। রাস্তা ১০ ফুট চওড়া হওয়ার কথা। জায়গা কম থাকায় আলোচনার ভিত্তিতে ৯ ফুট চওড়া রাস্তা তৈরি শুরু করেছিলেন ঠিকাদার। এনিয়েই বাসিন্দারা বিক্ষোভ দেখান। সমাধানের আশ্বাস দিয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্তৃপক্ষ।

শ্রমিকদের আর্জি

কালচিনি, ২২ জানুয়ারি : গত বছরের ১২ ডিসেম্বর থেকে অচলাবস্থায় রয়েছে কালচিনি ও রায়মাটাং চা বাগান। বাগান দ্রুত খোলা ও ফাওলই চালুর দাবি নিয়ে বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ারের ডেপুটি শ্রম কমিশনারের কাছে আর্জি জানালেন বাগান শ্রমিকরা। ডেপুটি শ্রম কমিশনার গোপাল বিশ্বাস জানান, দুই বাগানের জন্য শ্রমিক ইউনিয়নের পাশাপাশি শ্রম দপ্তরের তরফেও নতুন মালিক খোঁজা হচ্ছে। এছাড়াও বাগান দুটিতে ফাওলই চালুর জন্য প্রয়োজনীয় নথি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আগামী সপ্তাহে পাঠানো হবে।

লোকালয়ে হাতি

জটেশ্বর, ২২ জানুয়ারি : এতদিন ফালাকাটা ব্লকের গুয়াবরনগরে হাতির হানার কোনও ঘটনা ঘটেনি। বুধবার রাতে সেই গ্রামেও হাতির আগমন ঘটল। গুয়াবরনগর গ্রামের পলাশপুল এলাকা দিয়ে একটি দাঁতাল ও একটি মাকনা হাতি বিভিন্ন এলাকায় ঘোরাঘুরি করে ভোর পাঁচটা নাগাদ জঙ্গলে ফিরে যায়। তবে কয়েকজন কৃষকের আলু, ভুট্টা, ও সর্ষে খেত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

শিশু উদ্ধার

শামুকতলা, ২২ জানুয়ারি : এক শিশু উদ্ধার হয়েছে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে। শিশুটি বলছে শামুকতলায় তার বাড়ি। কিন্তু পরিবারের খোঁজ মিলছে না। তার ছবি দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার পরেও পরিবারের খোঁজ পাওয়া যায়নি। শামুকতলা থানার পুলিশকর্তারা জানান, তাঁরা ছেলেটির পরিবারের খোঁজ পেতে সবরকম চেষ্টা চালাচ্ছেন।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com
প্রস্তুতি।। হলদিবাড়ি হাইস্কুলে ছবিটি তুলেছেন পূর্ণেন্দু রায়।

হাটজুড়ে আবর্জনায় অতিষ্ঠ কুমারগ্রাম

নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

কুমারগ্রাম, ২২ জানুয়ারি : কুমারগ্রামের সাপ্তাহিক হাটের একাংশজুড়ে রোজ দু'বেলা বাজার বসে। চারদিকে রাস্তা এবং অজস্র দোকানপাট। বাজারের গা-ঘেঁষে পূর্বে পূর্তর পাকা রাস্তা, বাসস্টপ, ব্যাংক। পশ্চিমে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস। উত্তরে ডাকঘর ও আরআই অফিস। দক্ষিণে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। আর কয়েক পা এগোলেই খেলার মাঠ, থানা, রেঞ্জ অফিস, বন দপ্তরের গেস্টহাউস, দুটি প্রাথমিক স্কুল এবং গার্লস হাইস্কুল। ১০০ মিটার ব্যাসার্ধের মধ্যেই সবকিছু। সকাল-সন্ধ্যা প্রচুর মানুষের আনাগোনা। এমন একটি জায়গায় যত্রতত্র মাসের পর মাস ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকছে আবর্জনা। এতে পরিবেশ ও দৃশ্য দূষণ দুই-ই ঘটছে। নিকাশিনালাগুলি জঞ্জালে ভরে মজে গিয়েছে। অভিযোগ, কোনও হেলদোল নেই প্রশাসনের। ক্ষোভ বাড়ছে এলাকায়।

এব্যাপারে কুমারগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সৌভিক দাস জানালেন, জঞ্জাল সাফাই নিয়ে সম্প্রতি তাঁদের বৈঠক হয়েছে। পঞ্চায়েত অফিসের সামনে থেকে শুরু করে বাজার, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পাশ দিয়ে পূর্ত দপ্তরের পাকা রাস্তা পর্যন্ত বড় ও গভীর নিকাশিনালা কিছুদিনের মধ্যেই সাফ করা হবে। সাফাইয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের তহবিল থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হবে। পাশাপাশি, পঞ্চায়েত সমিতি পরিচালিত সাপ্তাহিক হাট চত্বর এবং বাজারের চারপাশ পরিচ্ছন্ন রাখতে ক্রেতা-বিক্রেতাদের সচেতন করা হবে বলে জানান প্রধান।

এদিকে, যত্রতত্র আবর্জনা পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়দের অনেকেই ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন। সুকুমার দাস বলেন, 'দূষণমুক্ত পরিবেশ গড়ার লক্ষ্যে এলাকায় সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট হয়েছে। আবর্জনা পরিবহণে ব্যাটারিচালিত বিশেষ যানের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। সে সব মাসের পর মাস খোলা আকাশের নীচে পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছে। বাজারের চারপাশে প্লাস্টিক বর্জ্য সংগ্রহে একাধিক ডাস্টবিন বসানো হয়েছে। সেগুলি ভর্তি হয়ে উপচে পড়লেও দেখার কেউ নেই।'

প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, মাছ বাজারের আশপাশ আবর্জনাময়। দীর্ঘদিন ধরে সাফাই না হওয়ায় নিকাশিনালা অকেজো হয়ে পড়ায় বর্ষায় দুর্ভোগ চরমে পৌঁছায় বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দা অভিজিৎ সরকারের। দুর্গন্ধে টেকা দায় হয়ে পড়ে। দ্রুত সমস্যা সমাধানের দাবি জানিয়েছেন তিনি। অনেকেরই অভিযোগ, এক শ্রেণির ব্যবসায়ী এবং সাধারণ মানুষ যেখানে-সেখানে আবর্জনা ফেলছেন। এছাড়া সাপ্তাহিক হাট ও দু'বেলা বাজারের যাবতীয় বর্জ্য অবাধে নিকাশিনালায় ফেলা হচ্ছে। যাঁরা এমনটা করছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে জরিমানার দাবি তুলেছেন স্থানীয় অনেকেই।

কুমারগ্রাম বাজারের পাশে আবর্জনার স্তূপ।

স্কুল ও মন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস

ফালাকাটা ও সোনাপুর, ২২ জানুয়ারি : ফালাকাটার রাইচেঙ্গা বিদ্যানিকেতন হাইস্কুলের ৫৮তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হল বৃহস্পতিবার। ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক সুব্রত পাল জানান, এদিন কেক কাটা হয়। হয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও। অনুষ্ঠানের সূচনা ও পৌরোহিত্য করেন বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির সভাপতি দীপক সরকার।

অন্যদিকে, এদিন অযোধ্যার রাম মন্দির প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পূর্ব পাঁচকোলগুড়ি বাঁধের পাড়ে পুজোর আয়োজন করা হয়। ভোলানাথ সম্প্রদায় নামে সংগঠনের তরফে রামচন্দ্রের পুজো করা হয় এবং প্রদীপ প্রজ্বলন করা হয়।

IN THE COURT OF LD. CIVIL JUDGE SENIOR DIVISION 1ST COURT, MALDA
PROBATE CASE NO. 08/2025
Petitioners: -
1) Babul Jha @ Babul Chandra Jha
2) Sukumar Jha,
Both S/o-Late Manipada Jha
Residing at-Subhashpally
Under English Bazar Municipality
P.S-English Bazar,
Dist-Malda (W.B.)

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে, মৃত মানুবালা ঝা গত ইংরেজি ৩১/১২/২০০৯ তারিখে মারা গিয়েছেন। তার নিজস্ব সন্তান না থাকায় তিনি মারা যাওয়ার সময় কেবলমাত্র তার দুই ভ্রাতৃপুত্র 'বাবুল ঝা ওরফে বাবুল চন্দ্র ঝা' এবং 'সুকুমার ঝা'কে ওয়ারিশ হিসেবে রেখে যান। মৃত মানুবালা ঝা তার জীবদ্দশায় উক্ত দুই ভ্রাতৃপুত্রদের 'জেলা মালদহের রতুয়া থানার অন্তর্গত সুলতানপুর মৌজার জে.এল. নং-১৩৭, আর.এস. খতিয়ান নং-৭৯ এবং ১৫১, বর্তমান এল.আর. খতিয়ান নং-১৩১০ এর এল.আর. ৪৩৮ নং দাগের ৬৬ শতক ও এল.আর. ৪৫৮ নং দাগের ৪১ শতক ভূসম্পত্তি' তার মৃত্যুর পর ভোগদখলের অধিকারী হয়ে যেন তাহারা স্বত্ব লাভ করে এই মর্মে একটি উইলপত্র সম্পাদন করেছিলেন। মানুবালা ঝা'র মৃত্যুর পর দরখাস্তকারীগণ উক্ত উইল প্রবেটের প্রার্থনায় মাননীয় আদালতে মোকদ্দমা আনয়ন করেছেন। অত্র বিজ্ঞপ্তি জারির দিন হতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে উইল প্রবেট মোকদ্দমার বিরুদ্ধে কারও যদি কোনও আপত্তি থাকে, তাহলে স্বয়ং অথবা নিযুক্তিয় উকিলবাবুর মাধ্যমে মাননীয় আদালতে উপস্থিত হয়ে দরখাস্তকারীগণের প্রার্থনা কেন মঞ্জুর হইবে না তার উত্তর দিবেন অন্যথায় মোকদ্দমার ধার্য্য দিবসে মাননীয় আদালত উক্ত মোকদ্দমার শুনানী করে নেবেন। আগামী ১৩-০২-২০২৬ তারিখের মধ্যে সিভিল জজ সিনিয়ার ডিভিশন প্রথম আদালতে হাজির হইয়া লিখিত আকারে আপত্তি জানাইতে পারেন।

অনুমত্যনুসারে,
Tirtha Chakraborty
Sheristader
Civil Judge Sr. Div.
1st Court, Malda

স্টোর ই-প্রকিউরমেন্ট

ই-প্রকিউরমেন্ট টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: এস/৩৭/২০২৫-২৬, তারিখ: ২০-০১-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে।

ক্রম নং: ১; টেন্ডার নং: ৪০/২৫/০৬৩৪/ওটি/২০৯/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ০৯-০২-২০২৬
সংক্ষিপ্ত বিবরণ: পিটিএফই টাইপ নিউট্রাল সেকশন অ্যাসেম্বলি (ফেজ ব্রেক), আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং টিআই/এসপিসি/ওএইচই/এসএনএস/০০০০ রেভ-১ অনুযায়ী, এ অ্যান্ড সি স্লিপ নং-১ সহ। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখ থেকে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, স্টেজ ইনস্পেকশন: না, স্টেজ: ০] [ইউভিএএম লিংকিং: আইটেম: ৩১০০৪৪৪, শর্ট নিউট্রাল সেকশন অ্যাসেম্বলি (ফেজ ব্রেক)] আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ) সেফটি ফ্ল্যাগ পরিবর্তন: নন-সেফটি থেকে সেফটি। (i) পরিমাণ—৩ সেট, নিউ জলপাইগুড়ি/জিএসডি, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, পশ্চিমবঙ্গের জন্য (ii) পরিমাণ—৪ সেট, কাটিহার জিএসডি, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, বিহারের জন্য পি.এল. নং—৪৬১২০১৭৮।

ক্রম.নং.: ২; টেন্ডার নং. : ৩০/২৫/১৮৪৫ই/ওটি/২১০/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ০৬-০২-২০২৬
সংক্ষিপ্ত বিবরণ: ডিইএমইউ হুইলের জন্য বেয়ারিং ব্যতীত সাসপেনশন টিউব ও ফিটিংস—মোট ১০টি আইটেম, সিজিএল ডিআরজি নং সিজিএম/১০৬০০১ রেভ-২ অথবা সর্বশেষ / বিএইচইএল ড্রইং নং ০৪৪৬১৫৯৯০১৫, রেভ-০০ অথবা সর্বশেষ অনুযায়ী। (১) সাসপেনশন টিউব: সিজিএম/১০৬৮০১ রেভ-৮ / বিএইচইএল ডিআরজি নং ০৪৪৬১৫৯৯০১১ অনুযায়ী — ০১টি, (২) বেয়ারিং হাউজিং: সিজিএম/২০৬৮০৩ রেভ-০ / বিএইচইএল ডিআরজি নং ১৪৪৬১৫৯৯০৩২ অনুযায়ী — ০১টি, (৩) অ্যাডজাস্টমেন্ট ওয়াশার: সিজিএম/২০৬৮০৫ রেভ-১ / বিএইচইএল ডিআরজি নং ১৪৪৬১৫৯৯০৩৩ অনুযায়ী — ০১টি, (৪) এন্ড কভার (আরডব্লিউই): সিজিএম/২০৬৮০৬ রেভ-১ / বিএইচইএল ডিআরজি নং ১৪৪৬১৫৯৯০৩০ অনুযায়ী — ০১টি, (৫) এন্ড কভার (জিডব্লিউই): সিজিএম/২০৬৮০২ রেভ-২ / বিএইচইএল ডিআরজি নং ১৪৪৬১৫৯৯০৩১ অনুযায়ী — ০১টি, (৬) অ্যাবাটমেন্ট পিস: সিজিএম/২০৬৮০৪ রেভ-০ / বিএইচইএল ডিআরজি নং ১৪৪৬১৫৯৯০২৮ অনুযায়ী — ০১টি, (৭) এনক্লোজার: সিজিএম/২০৬৮০১ রেভ-০ / বিএইচইএল ডিআরজি নং ১৪৪৬১৫৯৯০২৯ অনুযায়ী — ০১টি, (৮) সকেট হেড ক্যাপ স্ক্রু এম১০ × ৩০: সিজিএম/৪২২০১ রেভ-০ / বিএইচইএল ডিআরজি নং ৪৪৩৯১৫৬০০০১ অনুযায়ী — ০৬টি, (৯) সকেট হেড ক্যাপ স্ক্রু এম১২ × ৭০: সিজিএম/৪২২০২ (আইটেম নং-২) রেভ-২ / বিএইচইএল ডিআরজি নং ৪৪৩৯১৫৬০০০৩ (আইটেম-০০১) অনুযায়ী — ১৬টি, (১০) গ্রিজ নিপল: সিজিএম/৪২২০৩ রেভ-১ / বিএইচইএল ডিআরজি নং ৩৪৩৯৪০২৮০০৩ অনুযায়ী — ০২টি। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখ থেকে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, স্টেজ ইনস্পেকশন: না, স্টেজ: ০] [ইউভিএএম লিংকিং:] আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ—৮০ সেট, নিউ বঙাইগাঁও ওয়ার্কশপ ডিপো, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) -এর জন্য। পি.এল. নং—৩১৯৩৩৯১৯।

ক্রম.নং.:৩; টেন্ডার নং. : ৬১/২৫/৫২৫৬এ/ওটি/২১১/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ০৯-০২-২০২৬
সংক্ষিপ্ত বিবরণ: ৬০ কেজি ইউআইসি /৫২ কেজি রেল সেকশনের জন্য ফ্ল্যাট টো-সহ ইলাস্টিক রেল ক্লিপ এমকে-ভি, আরডিএসও ড্রইং নং টি-৫৯১৯ অনুযায়ী; আইআরএস-টি-৩১-২০২১ (আইআরএস-টি-৩১-২০২১) স্পেসিফিকেশনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, প্রযোজ্য হলে সর্বশেষ সংশোধনীসহ; অল্টারনেটিভ নং-২ অনুযায়ী, প্রযোজ্য হলে সর্বশেষ পরিবর্তনসহ। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখ থেকে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: আরআইটিইএস নন-টিপিআই, স্টেজ ইনস্পেকশন: প্রযোজ্য নয়, স্টেজ: ০] [ইউভিএএম লিংকিং: আইটেম: ৩১০০৫৫৮, ইলাস্টিক রেল ক্লিপস] আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ - ৩০,০০,০০০টি, ডিওয়াই সিএমএম/নিউ জলপাইগুড়ি, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য। (ii) পরিমাণ - ২০,০০,০০০টি, ডেপুটি সিএমএম/পাণ্ডু, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম)-এর জন্য। পি.এল.নং-৬০১১০০২৮।

ক্রম. নং.: ৪; টেন্ডার নং. : ৬০/২৫/৫৩০০/ওটি/২১২/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ৩০-০১-২০২৬
সংক্ষিপ্ত বিবরণ: (১) নিউ গুয়াহাটি ওয়াগন ডিপোর জন্য অটোমেটেড ট্রেন এক্সামিনেশন সিস্টেম (এটিইএস)-এর সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা ও কমিশনিং, প্রয়োজনীয় জনবলসহ, টার্নকি ভিত্তিতে। স্পেসিফিকেশন ও কাজের পরিধি: সংযুক্ত অ্যানেক্সার-এ অনুযায়ী। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখ থেকে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, স্টেজ ইনস্পেকশন: না, স্টেজ: ০] [ইউভিএএম লিংকিং] আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ—৪টি, এসএসই/সিএন্ডডব্লিউ/নিউ গুয়াহাটি, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, আসামের জন্য। পি.এল. নং—৬৬১০৪১৭৬০১২২। (২) ৫ বছরের জন্য সিএএমসি [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখের পর মাস অনুযায়ী, এএমসি সময়কাল: ৫ বছর, ডিসকাউন্টিং হার: ১০%, শুরু হবে: ২য় বছরের পর] [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, স্টেজ ইনস্পেকশন: প্রযোজ্য নয়, স্টেজ: ০] [আইটেমের ধরন: এএমসি] পরিমাণ—৪টি, এসএসই/সিএন্ডডব্লিউ/নিউ গুয়াহাটি, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) এর জন্য। পি.এল. নং—৬৬১০৪১৭৬। (৩) বঙাইগাঁও, ডাংতাল ও মালিগাঁও থেকে চলাচলকারী ট্রেনসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে সি অ্যান্ড ডব্লিউ ডিপো, নিউ বঙাইগাঁও-এ অটোমেটেড ট্রেন এক্সামিনেশন সিস্টেমের সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা ও কমিশনিং, প্রয়োজনীয় কর্মী সহ, টার্নকি ভিত্তিতে। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখ থেকে ২৪ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, স্টেজ ইনস্পেকশন: না, স্টেজ: ০] [ইউভিএএম লিংকিং] আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ—৩টি, এসএসই/সিএন্ডডব্লিউ/নিউ বঙাইগাঁও, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) এর জন্য। পি.এল. নং—৭৮৭৯০২৪০০০৫৮। (৪) ৫ বছরের জন্য সিএএমসি [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখের পর মাস অনুযায়ী, এএমসি সময়কাল: ৫ বছর, ডিসকাউন্টিং হার: ১০%, শুরু হবে: ২য় বছরের পর] [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি), স্টেজ ইনস্পেকশন: প্রযোজ্য নয়, স্টেজ: ০] [আইটেমের ধরন: এএমসি] পরিমাণ—৩টি, এসএসই/সিএন্ডডব্লিউ/নিউ বঙাইগাঁও, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) এর জন্য। পি.এল. নং—৭৮৭৯০২৪০।

ক্রম. নং.: ৫; টেন্ডার নং. : ৬০/২৪/৫১০৪/ওটি/২১৩/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ১২-০২-২০২৬
সংক্ষিপ্ত বিবরণ: (১) ৫ টন ক্ষমতাসম্পন্ন ইওটি ক্রেন -এর সরবরাহ, স্থাপন ও কমিশনিং, ডিএসএল সহ; শিডিউল-IV অনুযায়ী স্পেয়ারস, শিডিউল-I অনুযায়ী নির্দিষ্ট অতিরিক্ত স্পেয়ার ও আইটেমসমূহ যেমন স্লিং/লিফটিং ট্যাকলস; শিডিউল-V অনুযায়ী রক্ষণাবেক্ষণ সরঞ্জামাদি এবং সহগামী আনুষঙ্গিক হিসেবে পণ্য অন্যান্য যে কোনো অ্যাক্সেসরি সহ। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখ থেকে ২৪ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, স্টেজ ইনস্পেকশন: না, স্টেজ: ০] [ইউভিএএম লিংকিং] আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ—১টি, এসএসই/ডব্লিউটিএস/নিউ বঙাইগাঁও, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, আসামের জন্য। পি.এল. নং—৬০৩২২০২৩০৭২১। (২) সেকশন-V এর ধারা ১৭ অনুযায়ী ওয়ারেন্টি শেষ হওয়ার পর ৫ বছরের জন্য কমপ্রিহেনসিভ এএমসি-এর ব্যয়। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখের পর মাস অনুযায়ী, এএমসি সময়কাল: ৫ বছর, ডিসকাউন্টিং হার: ১০%, শুরু হবে: ২য় বছরের পর] [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি), স্টেজ ইনস্পেকশন: প্রযোজ্য নয়, স্টেজ: ০] [আইটেমের ধরন: এএমসি] পরিমাণ—১টি, এসএসই/ডব্লিউটিএস/নিউ বঙাইগাঁও, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, আসামের জন্য। পি.এল. নং—৬০৩২২০২৬, (৩) ওয়ারেন্টি সময়কালের ১ম ও ২য় বছরে প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণের মূল্য। [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, স্টেজ ইনস্পেকশন: প্রযোজ্য নয়, স্টেজ: ০] [আইটেমের ধরন: পরিষেবা (অত্যাবশ্যক পরিষেবা)] পরিমাণ—১টি, এসএসই/ডব্লিউটিএস/নিউ বঙাইগাঁও, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, আসামের জন্য। পি.এল. নং—৬০৩২২০২৭। (৪) শিডিউল-IV অনুযায়ী পৃথক পৃথক আইটেমের ব্রেক-আপ এবং শিডিউল-I-এ নির্দিষ্ট অতিরিক্ত স্পেয়ার ও আইটেমসমূহ (যেমন স্লিং/লিফটিং ট্যাকলস)। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখ থেকে ২৪ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, স্টেজ ইনস্পেকশন: না, স্টেজ: ০] [ইউভিএএম লিংকিং] আইটেমের ধরন: পণ্য (অত্যাবশ্যক স্পেয়ার)। পরিমাণ—১টি, এসএসই/ডব্লিউটিএস/নিউ বঙাইগাঁও, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) এর জন্য। পি.এল. নং—৬০৩২২০২৮।

দ্রষ্টব্য:- টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডার সংক্রান্ত নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, দরদাতারা ওয়েবসাইট (**www.ireps.gov.in**) দেখতে পারেন। যে সম্ভাব্য দরদাতারা উপরোক্ত টেন্ডারগুলিতে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক, তাদের অবশ্যই উপরের ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে হবে এবং যদি তারা ইতিমধ্যেই আইআরইপিএস-এর সাথে নিবন্ধিত থাকেন, তবে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের প্রস্তাব জমা দিতে হবে। যদি তারা আইআরইপিএস-এর সাথে নিবন্ধিত না থাকেন, তবে তাদের ভারত সরকারের আইটি আইন ২০০০-এর অধীনে প্রত্যয়নকারী সংস্থাগুলি থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে উপরোক্ত টেন্ডারগুলিতে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

পিসিএমএম, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

ভাঙা পথে ভোগান্তি

শান্ত বর্মন

জটেশ্বর, ২২ জানুয়ারি : জটেশ্বর বাজার ও ধনীরামপুর-১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় বেশ কয়েকটি ব্যস্ত রাস্তা বেহাল। রাস্তাগুলির পিচের চাদর উঠে গিয়েছে। সেসব রাস্তা সংস্কারের কোনও উদ্যোগ না থাকায় পথচারীদেরই ভুগতে হচ্ছে। টোটো, ভ্যানরিকশা বা মোটর সাইকেল যাতায়াত করলে ছোট-বড় দুর্ঘটনা ঘটছে। ভাঙা রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়ছে স্কুল পড়ুয়ারা।

জটেশ্বর বাজারের সাহাপাড়া মোড় থেকে মুজনাই নদীর পাড় পর্যন্ত প্রায় ২ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তা এবং জটেশ্বর খগেনহাট রাস্তা থেকে তপসীতলা রাস্তা পর্যন্ত প্রায় ২ কিলোমিটার রাস্তা বেহাল। এছাড়া কদমপুল থেকে অতীতপাড়া পর্যন্ত প্রায় ৩ কিলোমিটার রাস্তা একেবারে চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। ধনীরামপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের এথেলবাড়ি চেকপোস্ট থেকে ধনীরামপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের শীলবাড়ি ঘাট অবধি প্রায় ১১ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তা তো দীর্ঘদিন থেকেই বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। রাস্তাটি বেহাল থাকায় এলাকার মানুষজন, পথচারী, স্কুল পড়ুয়া সহ সকলের চলাচলের অসুবিধা হচ্ছে। শুখা মরশুমে ধুলোয় নাকাল হচ্ছেন পথচারীরা। স্থানীয় বাসিন্দা বিমল বর্মন অভিযোগ করেছেন, তাঁর এলাকার ওই রাস্তা তৈরির সময়ে নিম্নমানের কাজ করা হয়েছে। লীলাহাটি এলাকার বাসিন্দা স্বপন রায় বলেন, 'হায়নার মোড় থেকে খগেনহাট অবধি রাস্তাটি মোটামুটি ঠিক আছে কিন্তু খগেনহাট থেকে শীলবাড়ি ঘাটে চলাচল করা দায় হয়েছে।'

জটেশ্বর

রেলওয়ে স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির হেতু ই-নিলাম কার্যসূচী

ফেব্রুয়ারি' ২০২৬ মাসের জন্য ডিওয়াই সিএমএম/এনএফআর/নিউ জলপাইগুড়ি অধিক্ষেত্রের অধীনে ইউনিট অনুসারে রেলওয়ে স্ক্র্যাপ সা-সামগ্রী বিক্রির হেতু ই-নিলাম কার্যসূচি নিম্নঅনুসারে নির্ধারিত করা হয়েছে।

জিএসডি-নিউ জলপাইগুড়ির জন্যে

ক্রমিক সংখ্যা	মাস	নির্ধারিত তারিখ
১	ফেব্রুয়ারি/২০২৬	১৩-০২-২০২৬, ২০-০২-২০২৬ এবং ২৭-০২-২০২৬

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের জন্যে

ক্রমিক সংখ্যা	মাস	নির্ধারিত তারিখ
১	ফেব্রুয়ারি/২০২৬	১৩-০২-২০২৬, ২০-০২-২০২৬ এবং ২৭-০২-২০২৬

কাটিহার মণ্ডলের জন্যে

ক্রমিক সংখ্যা	মাস	নির্ধারিত তারিখ
১	ফেব্রুয়ারি/২০২৬	১৩-০২-২০২৬, ২০-০২-২০২৬ এবং ২৭-০২-২০২৬

ইচ্ছুক ডাককর্তাগণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এর যোগে ই-নিলাম কার্যসূচীতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

উপ মুখ্য সামগ্রী প্রবন্ধক/নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

Great Eastern™
We serve you best

Great Eastern
PRESENTS
Cost to Cost
OFFER

CASH BACK Upto 45000* On Debit & Credit Cards
Upto 36 MONTH EMI*
1 EMI OFF*
0 DOWN PAYMENT*
30 DAYS REPLACEMENT GUARANTEE*
BAJAJ FINSERV | HDB FINANCIAL SERVICES | IDFC FIRST Bank

ONIDA
1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 28990*
1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 32990*

Godrej
1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 28990*
1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 33490*

VOLTAS
1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 29990*
1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 34990*

Haier
1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 29990*
1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 36990*

LLOYD
1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 30990*
1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 37990*

Carrier
1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 33990*
1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 37990*

HITACHI
1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 33990*
1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 38990*

LG
1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 33990*
1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 40990*

IFB
1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 30990*
1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 36990*

Whirlpool
1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 29990*
1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 32990*

BLUE STAR
1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 33990*
1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 39990*

MITSUBISHI ELECTRIC
1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 32990*
1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 36990*

Panasonic
1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 32990*
1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 38990*

SAMSUNG
1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 31990*
1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 39990*

SAMSUNG SONY LG LLOYD AKAI ONIDA Panasonic Haier

75 QLED ₹ 55,990*

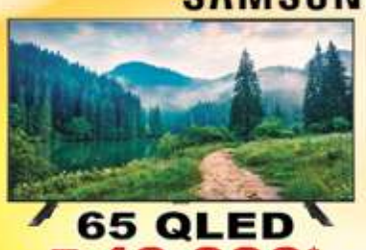
65 QLED ₹ 40,990*

55 4K Google TV ₹ 25,990*

43 SMART ₹ 14,990*

32 SMART ₹ 7,990*

24 ₹ 5,990*

IFB 187 L ₹ 14990*
Godrej 184 L ₹ 15490*
Haier 185 L ₹ 15490*
Godrej 238 L ₹ 21490*
LG 242 L ₹ 22990*
Haier 240 L ₹ 23990*
Godrej 330 L ₹ 33990*
LG 308 L ₹ 28990*
Haier 300 L ₹ 30490*
Godrej 600 L ₹ 70990*
LG 650 L ₹ 75190*
FREE PHILIPS MIXER GRINDER / FREE MICROWAVE — COST PRICE

Haier 7 KG ₹ 15290*
Godrej 7 KG ₹ 15990*
BOSCH 7 KG ₹ 17990*
LG 8 KG ₹ 18690*
IFB 6.5 KG ₹ 18490*
LG 7 KG ₹ 26990*
Godrej 7 KG ₹ 26990*
LG 9 KG ₹ 32990*
IFB 7 KG ₹ 31490*
BOSCH 7 KG ₹ 33490*
FREE IRON — COST PRICE

Apple 17 (128) Cost Price 82900* 4000/- Cashback On EMI
SAMSUNG S 25(12/256) Cost Price 70990*
vivo X 300 (12/256) Cost Price 75999* 10% Cashback
oppo Reno15 (8/256) Cost Price 41999* Including Cashback
FREE NECK BAND Worth Rs. 1149/- With Every Mobile
BAJAJ INDUCTION + IMMERSION ROD ₹ 1990*
BAJAJ MIXER GRINDER (3 JAR) +IMMERSION ROD ₹ 1990*
PHILIPS MIXER GRINDER (3 JAR) +IMMERSION ROD ₹ 2090*
KENSTAR MIXER GRINDER (3 JAR) + INDUCTION + CHOPPER ₹ 2790*
AIR FRYER ₹ 2990*

GREAT EASTERN TRADING CO.
TRUSTED NAME SINCE 1959 - 6 STATES - 31 CITIES - 99+ STORES
OUR LOCATIONS NEAR YOU

BRANCHES:
SILIGURI — Sevoke Road, Near North City, Opp. Planet Mall — 84200 55257
BAGDOGRA — Near Station More, Opp. Lower Bagdogra — 85840 38100
RAIGANJ — Near Sandha Tara, Bhawan — 85840 64028
MALDA — Pranta Pally, N H 34 — 85840 64029
BALURGHAT — B.T. Park, Tank More — 90739 31660
JALPAIGURI — Siliguri Main Road, Beguntari — 98301 22859
S.F. ROAD — Platinum Square, Opp. SBI S.F. Road — 85840 64025
COOCHBEHAR — N N Rd, Maa Bhawani Chowpathi — 84200 55240
DALHOUSIE - (ONLY AV) Opp. Great Eastern Hotel - 8240823718

OTHER BRANCHES : GARIA, KASBA, BECKBAGAN, RANIKUTHI, METIABRUZ, SINTHIMORE, NAGERBAZAR, KANKURGACHI, BAGUIHATI, CHINARPARK, SALKIA, KAZIPARA, ULUBERIA, CHINSURAH, SREERAMPORE, DANKUNI, ARAMBAGH, UTTARPARA, CHANDANNAGAR, SODEPUR, BARRACKPORE, HABRA, KANCHRAPARA, BONGAON, BASHIRHAT, BERACHAMPA, NAIHATI, BARASAT, BIRATI, MADHYAMGRAM, DUTTAPUKUR, HASNABAD, MALANCHA, JAYNAGAR, BATANAGAR, BARUIPUR, GHATAKPUKUR, BEHALA, DIAMOND HARBOUR, LAKSHMIKANTAPUR, USTHI, CHAMPAHATI, KAKDWIP, BOLPUR, BERHAMPORE, DURGAPUR, KHARAGPUR, KRISHNANAGAR, MEMARI, KALNA, KATWA, BURDWAN, TAMLUK, CHAKDAH, RAMPURHAT, CONTAI ds.

*Condition Apply. Pictures are indicative only. Offer not valid on Samsung, LG, Sony. Offer valid till stock lasts. *Price includes cash back and exchange offer. *Offer applicable on selected Models and Brands.

WEST BENGAL | RAJASTHAN | BIHAR | JHARKHAND | ASSAM | MADHYA PRADESH | email : customercare@greateastern.in | HELPLINE : 033 - 40874444

LG SAMSUNG SONY Panasonic BLUE STAR ONIDA AKAI LLOYD Haier Whirlpool HITACHI VOLTAS Godrej Carrier BOSCH IFB BAJAJ PHILIPS USHA oppo vivo HAVELLS

ভাঙন রুখতে বোল্ডার বাঁধের দাবি

নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

কুমারগ্রাম, ২২ জানুয়ারি : ইন্দো-ভুটান সীমান্তবর্তী কুমারগ্রামের কুলকুলি হাটখোলার বালুঝোরা নদীর ভাঙনে আতঙ্কে স্থানীয় বাসিন্দারা। প্রতি বছর বর্ষায় নদীভাঙনের জেরে ছটঘাটের আয়তন ছোট হচ্ছে। রাস্তাও বিপদের মুখে। নদীভাঙন রুখতে বোল্ডার বাঁধ বা কংক্রিটের পাড় বাঁধাই চাইছেন বাসিন্দারা।

স্থানীয় বাসিন্দা বিন্দেশ্বর ঠাকুর বলেন, 'ভাঙন রোধে পাকাপোক্ত কাজ হওয়াটা খুব জরুরি। সেটা কংক্রিটের কিংবা তারজালি এবং বোল্ডার দিয়েও হতে পারে। পাশাপাশি বহু পুরোনো হিউমপাইপের ডাউন কালভার্ট হটিয়ে সেতু নির্মাণ খুবই প্রয়োজন।' তাঁর অভিযোগ, বর্ষায় বালুঝোরা নদী ফুলেফেঁপে উঠলে প্রচুর আবর্জনা ভেসে আসে। হিউমপাইপে সেই আবর্জনা আটকে জল উপচে রাস্তা প্লাবিত হয়। তখন স্কুল পড়ুয়া থেকে শুরু করে বাসিন্দারা বিপাকে পড়েন। ওই পথ দিয়ে বন্ধ হয়ে যায় যাতায়াত। এই জনপদের পশ্চিম পাশ দিয়ে নিজের খেয়ালে এঁকেবেঁকে বয়ে চলেছে বালুঝোরা নদী। ভাটির দিকে অবশ্য বালুঝোরা নাম পালটে ঘোলানি নদী নামে পরিচিতি লাভ করেছে। কুলকুলি হাটখোলার পূর্ত দপ্তরের পাকা রাস্তার পশ্চিমে সোজা নেমে গিয়েছে গ্রাভেল রোড। কাঁচা রাস্তা ধরে ঐতিহাসিক এয়ারফিল্ড, অমরপুর, ৮ নম্বর বস্তি, জয়দেবপুর ও নিউল্যান্ডস চা বাগান যাতায়াত করেন গ্রামবাসী। এর উত্তরে ঐতিহ্যবাহী কুলকুলি ছটঘাট। আর দক্ষিণে শ্মশানঘাট।

কুমারগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সৌভিক দাসকে নাকি এই সমস্যার কথা কেউ জানাননি, এমনটাই দাবি তাঁর। তবে সমস্যার বিষয়ে খোঁজখবরর নেবেন বলে আশ্বাস দিলেন। তাঁর কথায়, 'সমস্যার সমাধানে কোন কাজগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, সেটা বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেই ঠিক করা হবে। যে অংশে নদীভাঙন রয়েছে, সেটা চা বাগানের মধ্যে পড়ে। এক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক কাজে চা বাগানের ছাড়পত্র প্রয়োজন পড়বে। সম্মতির জন্য চা বাগান কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও কথা বলতে হবে।' সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে কাজের অনুমোদনের জন্য যাবতীয় কাগজপত্র ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

কুলকুলি হাটখোলার আরেক বাসিন্দা তেজনারায়ণ শা জানালেন, ষাটের দশক থেকে বালুঝোরা নদীপাড়ে ছটপুজো হচ্ছে। প্রত্যেক বছর নদীর পাড়ভাঙনে ছটঘাটের অস্তিত্ব সংকটের মুখে পড়েছে। পাশেই রয়েছে যাতায়াতের রাস্তা। আশঙ্কার সুর তাঁর গলায় স্পষ্ট। বললেন, 'ভাঙন রোধে পাকাপোক্তভাবে পাড় বাঁধাই করা না হলে চলাচলের রাস্তার একাংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। ডাউন কালভার্টে আবর্জনা আটকে নদীর জল ফুলেফেঁপে উঠে রাস্তায় ধাক্কা মারে। প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাসে ভয়াবহ ভাঙন শুরু হয়।' সমস্যার সমাধানে নিজেদের মধ্যে বৈঠক হয়েছে। শীঘ্রই গণস্বাক্ষর সংবলিত স্মারকলিপি প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, বিডিও সহ প্রশাসনের কর্তাদের কাছে জমা দেওয়া হবে। দ্রুত ভাঙন রোধে পদক্ষেপ করা হোক, নাহলে কুলকুলি হাটখোলার অস্তিত্ব সংকটে।

কুলকুলি হাটখোলায় বালুঝোরা নদীর পাড়।

সরস্বতীপুজোর আগে মনমরা পড়ুয়ারা

গঙ্গায় বিলীন আনন্দ

আজাদ

মানিকচক, ২২ জানুয়ারি : ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অনুসারে, গঙ্গা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী বিষ্ণুর তিন সহধর্মিণী ছিলেন। সরস্বতী গঙ্গাকে ঈর্ষা করতেন। একসময় তাঁদের মধ্যে বিবাদ শুরু হলে সরস্বতী গঙ্গাকে মর্ত্যে নদী হয়ে যাওয়ার শাপ দেন। গঙ্গা বোধহয় সেই অভিশাপেরই বদলা নিয়েছেন মানিকচকে। সেখানে নদীর গ্রাসে একের পর এক স্কুল। কোনও কোনও স্কুলের অস্তিত্বই নেই, সেখানকার পড়ুয়ারা অঞ্জলি দেয় অন্য স্কুলে। আবার কোনও কোনও স্কুলে এবছরই শেষ পুজো, কারণ ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে নদী।

গঙ্গার গ্রাসে তলিয়ে যেতে পারে এই স্কুলটিও। আশঙ্কা তেমনই।

আসলে ভাঙনের ঠেলায় শুধুমাত্র ভিটেমাটি হারিয়ে সাধারণ মানুষের যাযাবর দশা হয়নি, যাযাবর দশা মা সরস্বতীরও। গত বন্যায় গোটা গ্রাম সহ কালুটোনটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবনটি তলিয়ে গিয়েছে গঙ্গাগর্ভে। বর্তমানে কালুটোনটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কচিকাঁচাদের ঠাঁই হয়েছে পার্শ্ববর্তী বড় কার্তিকটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনে। প্রশাসনিক উদ্যোগে এই বিদ্যালয়ের প্রাতঃবিভাগে ভবনহীন কালুটোনটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের ক্লাস হয়। তবে পড়ুয়া কচিকাঁচাদের ঠাঁই মিললেও আলাদা করে মা সরস্বতীর ঠাঁই মেলেনি আশ্রয়দাতা নতুন ভবনে। আগে তো নিজেদের স্কুলে নিজেদের মতো করে তারা পুজো করত। এবার 'আশ্রয়দাতা' স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মিলিতভাবে পুজো করছে। তাই মনমরা ভবনহীন কালুটোনটোলার ছাত্রছাত্রীরা।

তবে শুধু কালুটোনটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয় নয়, এই একই দশার স্বাদের অপেক্ষায় পার্শ্ববর্তী ভাট্টা কার্তিকটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। স্কুল ভবনের কিছু অংশ ইতিমধ্যেই গঙ্গাগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। বিদ্যালয় ভবন ঘেঁষে বইছে গঙ্গা। হয়তো আগামী মরশুমে আর এই বিদ্যালয় ভবনের দেখা মিলবে না। তাই শেষবারের পুজো বলে বেশ ধুমধাম করে সরস্বতীপুজো উদযাপনে ব্যস্ত ভাট্টা কার্তিকটোলার শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীরা।

গত বছরের অগাস্ট মাসে গঙ্গাভাঙনে গোটা গ্রাম সহ তলিয়ে যায় কালুটোনটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন। প্রশাসনিক উদ্যোগে সেই বিদ্যালয়ের ১৭২ জন শিক্ষার্থীর ঠাঁই হয় পার্শ্ববর্তী বড় কার্তিকটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। সকাল সাড়ে ছ'টা থেকে সাড়ে দশটা পর্যন্ত তাদের পঠনপাঠনের সময়সূচি বেঁধে দেওয়া হয়। স্কুল ভবন হারিয়ে বর্তমান শিক্ষাবর্ষে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৫২ জনে। শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা মোট ৬। প্রচণ্ড শীতে সাতসকালে পঠনপাঠনে প্রচণ্ড অসুবিধা হলেও সবকিছুই একরকম চলছিল। তবে সরস্বতীপুজো নিয়ে কেমন যেন সবার মন খারাপ সকলের। স্কুল কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, দুটি স্কুলের পড়ুয়ারা মিলিতভাবে এবার একটি পুজো করবে। এই পরিস্থিতিতে নিজেদের স্কুলের পুজো নিয়ে স্মৃতিরোমন্থন করতে দেখা গেল সোনা মাহাতো, ওম মাহাতোদের। গতবার পুজোয় কেমন আনন্দ হয়েছিল, তাদের দেওয়া আলপনা কীভাবে ছোট্ট ভাই নষ্ট করে দিয়েছিল, কে নিজের কাঁধে নিয়ে মা সরস্বতী বিসর্জন করতে গিয়েছিল- এসবই ছিল বৃহস্পতিবার তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু।

কালুটোনটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবনও নেই, নিজস্ব পুজোও আর নেই। পার্শ্ববর্তী ভাট্টা কার্তিকটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন ও পুজো এখনও আছে। সামনের বছর কি আর থাকবে? সেটাই আলোচনার বিষয় শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে। তাঁরা তো একপ্রকার ধরেই নিয়েছেন যে, এবারই স্কুল ভবনে শেষ পুজো। তাই শেষবারের মতো জাঁকজমক করে পুজোর আয়োজন করছেন তাঁরা। পুজোর দিনই ছাত্রছাত্রীদের জন্য ভূরিভোজের আয়োজন করা হয়েছে। সেই স্কুলের সহ শিক্ষক অনিমেষ মণ্ডল বললেন, 'ইতিমধ্যেই স্কুলের কিছু অংশ গঙ্গাগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। হয়তো আগামী ভাঙন মরশুমে আর এই ভবন থাকবে না। তাই হয়তো এই ভবনে এবারই আমাদের শেষ পুজো। আর শেষ পুজো বলেই শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী সকলের উদ্যোগে এই পুজোটাকে একটু আলাদা রকমভাবে পালনের চেষ্টা করছি। যাতে এই স্কুল ভবনে শেষ পুজো সকলের মনে থাকে।'

সভার অনুমতি সিপিএমকে

কলকাতা, ২২ জানুয়ারি : মালদা কলেজ গ্রাউন্ডে সিপিএমের সভার অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ২৪ জানুয়ারি দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত সভা করতে পারবে তারা। বৃহস্পতিবার এমনটাই নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও। সূত্রের খবর, এই সভায় থাকার কথা রয়েছে সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের। মালদা সদরের এসডিওর কাছে বৃন্দাবনি ময়দানে সভা করতে চেয়ে আবেদন করেছিলেন স্থানীয় সিপিএম নেতৃত্ব। ১৩ জানুয়ারি এসডিওর তরফে জানানো হয়, এই সভার অনুমতি দেওয়া যাবে না। তাই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন স্থানীয় সিপিএম নেতৃত্ব।

এদিন রাজ্যের তরফে হাইকোর্টে জানানো হয়, ওই মাঠে ওই দিনই মালদা ক্লাবের একটি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছে। তাই এসডিও এই আবেদন গ্রহণ করেননি। কিন্তু আবেদনকারীরা তার পরেই মালদা কলেজ গ্রাউন্ডে সভা করতে চেয়ে আবেদন জানান। এদিন আবেদনকারীদের তরফে জানানো হয়, শীর্ষ নেতৃত্বের তরফে চূড়ান্ত প্রস্তুতিপর্ব চলছে। তাই মালদা কলেজ গ্রাউন্ডে সভার অনুমতি দেওয়া হোক। তারপরই বিচারপতি অনুমতি দেন। তবে আবেদনকারীদের শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছে।

আমিষ খাওয়া 'বারণ'!

প্রথম পাতার পর

বিশেষত, বন্দে ভারতের মতো প্রিমিয়াম ট্রেনে, যেখানে যাত্রীরা চড়া দামে টিকিট কাটেন, সেখানে তাঁদের পছন্দমতো খাবার বেছে নেওয়ার অধিকার কেড়ে নেওয়া আসলে স্বৈরাচারী মনোভাবের পরিচয়। তৃণমূল কংগ্রেস ও কংগ্রেসের মতো বিরোধী দলগুলির মতে, কৌশলে হিন্দুত্ববাদী অ্যাজেন্ডা বা ধর্মীয় অনুশাসন চাপিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যেই রেল মেনু থেকে মাছ-মাংস-ডিম বাদ দেওয়ার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

তৃণমূলের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তীর কথা, 'মাছেভাতে বাঙালির ওপর রোলার চালাতে চাইছে বিজেপি। এটাই এখন বিজেপির অ্যাজেন্ডা।' প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের মতে, 'ভারতবর্ষ বহুত্ববাদের দেশ। এই দেশে কোনও কিছু চাপিয়ে দেওয়া যায় না। বিজেপির এই কৌশলের পেছনে রয়েছে হিন্দুবাদকে চাপিয়ে দেওয়া।'

প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক ঘটনা জানার পর প্রতিক্রিয়া দেওয়ার জন্য পরে ফোন করবেন বললেও আর সাড়া দেননি। আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গাও খুব সতর্ক। সব শোনার পর তাঁর বক্তব্য, 'সরকারিভাবে কোনও নির্দেশিকা আসেনি। তাই কোনও মন্তব্য করব না।'

এদিকে, ঘটনাচক্রে বৃহস্পতিবারই বাণিজ্যিকভাবে যাত্রা শুরু করেছে দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার। যাত্রীদের হাতে গোলাপ তুলে দিয়ে যাত্রা শুরু হলেও মাঝপথে বিঁধল 'খাবার-কাঁটা'। চলন্ত ট্রেনেই ক্ষোভ উগরে দিলেন প্রিমিয়াম ট্রেনটির যাত্রীদের একাংশ। বিজ্ঞাপনি ঢক্কানিনাদের মোড়কে আকৃষ্ট হয়ে যাঁরা কামাখ্যা থেকে সওয়ার হয়েছিলেন, এক কাপ চা না মেলায় হতাশ তাঁরা। শুধু তাই নয়, রাতে মিলেছে ঠান্ডা খাবার। এমনকি ঘোষিত মেনু ও বাস্তবের প্রাপ্তিতেও আকাশ-পাতাল ফারাক। যথারীতি সমাজমাধ্যমে ঝড় তুলেছেন অনেকেই। তাঁদের প্রশ্ন, কড়ায়গন্ডায় যখন বাড়তি টাকা গুনে নেওয়া হচ্ছে, তখন কেন এমন পরিষেবার মান?

কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্তা সৌভিক সরকার বললেন, 'কলকাতা থেকে অসমে এসেছিলাম শুধুমাত্র ট্রেনটির প্রথম যাত্রার সাক্ষী হতে। কিন্তু বলতে আপত্তি নেই, মোহভঙ্গ হয়েছে। খিচুড়ির সঙ্গে আমরা যে ধেরনের লাবড়া খাই, তরকারি হিসেবে তা দেওয়া হয়েছে। আমি তো তাও এক টুকরো ফুলকপি পেয়েছি, অনেকের তাও ভাগ্যে জোটেনি। প্রতিটি খাবারই ছিল ঠান্ডা।'

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা অবশ্য অভিযোগ মানতে নারাজ। তাঁর কথায়, 'অত্যন্ত উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয়েছে। যা নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন যাত্রীরা। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়েও প্রশংসা করেছেন যাত্রীরা।'

প্রথম বাণিজ্যিক যাত্রায় যাত্রীদের স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের পদস্থ কর্তারা, যা দেখে আপ্লুত হন সিংহভাগ যাত্রী। কিন্তু তাঁদের মোহভঙ্গ হতে বেশি সময় লাগেনি। ট্রেনটির যাত্রা শুরু হতে হাতে জলের বোতল পেয়ে অনেকেই গলা ভিজিয়ে নিয়েছিলেন চা পানের আশায়। কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করার পরেও সঙ্গে বিস্কুট তো দূরের কথা, চা-কফিও মেলেনি। যা নিয়ে ফিশফাশ চলছিল অনেকক্ষণ ধরেই, তা ক্ষোভে পরিণত হয় রাতের খাবারের প্যাকেট হাতে ওঠার পর। রেলের তরফে জানানো হয়েছিল, কামাখ্যা থেকে হাওড়াগামী ট্রেনটিতে দেওয়া হবে অসমের সুগন্ধি জোহা ভাত, মাটি মাহুর ডালি, মশুর ডালি, মরশুমি সবজি ভাজা ও নারকেলের বরফি। কিন্তু যাত্রীদের অভিজ্ঞতা, অল্প পরিমাণ ঠান্ডা ভাতের সঙ্গে দেওয়া হয়েছে লাবড়া জাতীয় একটি তরকারি, ভাজা সবজি এবং সাধারণ মানের ডাল।

খাবারের মান নিয়ে অত্যন্ত বিরক্ত বহরমপুরের শঙ্খশুভ্র দত্ত। তিনি বললেন, 'এক কাপ চা কিনে যে খাব, আইআরসিটিসির সেই ব্যবস্থাও নেই ট্রেনটিতে।'

সবে যে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ শুরু তা বোঝালেন রেলপ্রেমী সুভদ্র দত্ত। তাঁর কথায়, 'এটা ঠিকই, কোনও বন্দে ভারতেই নন ভেজ ফুড অপশন দেখাচ্ছে না। রাজধানী বা অন্য ট্রেনগুলিতে কিন্তু দিব্যি আছে। ফলে এটা যে যান্ত্রিক কোনও সমস্যা নয়, তা স্পষ্ট। রেল সিদ্ধান্ত না বদলালে প্রবল ক্ষোভের মুখে পড়তে হবে।'

একই কথা বলছেন প্রাক্তন পুরমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য। তাঁর খোঁচা, 'কোনও সরকার খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন বা তার চেষ্টাও করতে পারে না। তা সংবিধান বিরোধী।'

দুই ফুলের টানাটানি

মন্ত্রিত্বের আশ্বাসে পদ্মেও রাজি স্বপ্না

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২২ জানুয়ারি : মন্ত্রিত্বের আশ্বাস না পেলে প্রার্থী হবেন না স্বপ্না। কোন দল তাঁকে মন্ত্রী হওয়ার নিশ্চয়তা দেয়, তা নিয়ে এখন দরদাম করছেন এশিয়ান গেমসে স্বর্ণপদক জয়ী অ্যাথলিট। স্বপ্নার বক্তব্য, 'আমি অনেক খেলেছি। এখন মানুষের পাশে দাঁড়াতে চাই। মানুষের জন্য ভালো কাজ করার জন্য মন্ত্রী হওয়া খুব দরকার।'

তৃণমূলের পর স্বপ্নাকে প্রার্থী করার জন্য বাজিয়ে দেখছে বিজেপি। গত রবিবার স্বপ্নার কালিয়াগঞ্জের বাড়িতে পৌঁছে যান মুখ্যমন্ত্রীর অত্যন্ত বিশ্বস্ত দুই দূত সহ কয়েকজন। সে খবর উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হওয়ার পরদিনই গেরুয়া শিবিরের জেলা ও ব্লক স্তরের কয়েকজন নেতা স্বপ্নার বাড়িতে গিয়ে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন। তৃণমূলের পর বিজেপি থেকেও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে, সেকথা স্বপ্না নিজেও স্বীকার করেছেন। তবে দরকষাকষিতে আপাতত স্বপ্না তৃণমূলের দিকেই কিছুটা ঝুঁকে। বিজেপি অবশ্য তাঁর রেলের চাকরিকে তাস হিসাবে খেলতে চাইছে।

বিধানসভা বা লোকসভা ভোটে তৃণমূল জলপাইগুড়ি জেলায় প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে আমজনতার পরিচিত ও গ্রহণযোগ্য রাজবংশী মুখকেই অগ্রাধিকার দিয়েছে বারবার। এই কৌশল বিগত দিনে অনেক আসনেই তাদের ভোট বৈতরণি পার করে দিয়েছে। স্বপ্নাকে প্রার্থী করার পিছনেও সেই অঙ্কই কাজ করছে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা।

বিজেপি অবশ্য তৃণমূলের ঘুঁটি এত সহজে পাকা হতে দিতে রাজি নয়। তাই সোমবারই স্বপ্নার বাড়িতে যান বিজেপির চার নেতা। তবে, মন্ত্রিত্বের ব্যাপারে স্বপ্নার দাবি তাঁরা দলের ওপরমহলে জানাবেন বলে ফিরে এসেছেন।

বিজেপির শিলিগুড়ি জোনের ইনচার্জ বাপি গোস্বামী বলেছেন, 'স্বপ্না বর্মন আমাদের ঘরের মেয়ে। আমি স্বপ্নাকে অনুরোধ করব, তৃণমূলের মতো চোরেদের দলে যেন না যান।' তবে এবার উত্তরবঙ্গে রাজবংশী অধ্যুষিত বিধানসভা কেন্দ্রগুলিতে বিজেপির প্রার্থীতালিকায় চমকের পর চমক অপেক্ষা করছে বলে বাপি জানিয়েছেন।

এদিকে, স্বপ্নার কাছে তৃণমূল প্রার্থী হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে, এই খবর জানাজানির পরই ক্রীড়াজগৎ এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের তরফে ফোন আসছে স্বপ্নার কাছে। স্বপ্নার পক্ষে ক্রীড়ামন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়াই সঠিক সিদ্ধান্ত হবে বলে অনেকে মতামত দিয়েছেন।

নিজের বাড়িতে স্বপ্না বর্মন।

তবে রাজনৈতিক দলগুলির দড়ি টানাটানির মধ্যে স্বপ্না যেন নিজের মন্ত্রিত্বের দাবি থেকে সরে না আসেন সেই কথাও অনেকে বলেছেন।

দুই শিবির থেকেই প্রস্তাব আসায় স্বপ্না কিছুটা ফাঁপরে পড়েছেন। তিনি রেলে কর্মরত। তৃণমূলের প্রার্থী হলে পরিস্থিতির চাপে তাঁকে রেলের চাকরি হারাতে হতে পারে, এমনটাও আশঙ্কা করছেন স্বপ্না। এই অবস্থায় তিনি দরদাম করে কোন নৌকায় পা রাখেন, তা দেখার অপেক্ষায় জলপাইগুড়ি।

নয়া অফিস নিয়ে চর্চা

প্রথম পাতার পর

সৌরভ ছাড়াও মোহন শর্মাও এখান থেকেই দলের জেলা কার্যক্রম পরিচালনা করতেন। কিন্তু অভিযোগ, প্রকাশ জেলা সভাপতি হওয়ার পর থেকে জেলা অফিসে নাকি দলের কার্যক্রম কমে গিয়েছে। এমনকি সাংসদ, বিধায়ক সহ কোনও জনপ্রতিনিধিকেই সেভাবে অফিসে দেখা যায় না।

এদিকে, জেলা পার্টি অফিসের এই অবস্থার মধ্যেই সম্প্রতি সেখানে অফিস খুলেছেন প্রাক্তন সৌরভ। জেলা পার্টি অফিস লেখা বোর্ডের পাশেই প্রাক্তন বিধায়ক কার্যালয় বোর্ড দিয়েছেন সৌরভ। যা নিয়ে শহরজুড়ে জল্পনা শুরু হয়। এর মধ্যেই আবার বিধায়ক সুমন ওই অফিসের নাম না করে বেশকিছু কথা লেখেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। নাম না করে জেলা পার্টি অফিসে কোনও কাজ হয় না বলেই সুমন অভিযোগ করেন। জেলা পার্টি অফিস নিয়ে সৌরভ-সুমনের বার্তার মধ্যেই ফের নতুন অফিস খুললেন প্রকাশ-গঙ্গা। তাই নতুন অফিস নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত এখন তৃণমূলের সব স্তরের কর্মীরা।

এক তৃণমূল নেতা বলেন, 'কলেজহল্টের অফিসেই ঠিকমতো কাজ হয় না। নেতারাও বসেন না। তার মধ্যেই আবার একটা জেলা নির্বাচন অফিস। ওই অফিস তাহলে কে চালাবেন? আমরা কোথায় বসব। কিছুই বুঝতে পারছি না।'

সৌরভ বলেন, 'এটা সত্যি জেলা পার্টি অফিস থেকে এখন দলের সব ধরনের কাজ হয় না। অথচ দলের রাজ্য নেতৃত্ব কিন্তু এটা চান না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দুজনেই জেলা পার্টি অফিস থেকেই দল চালাতে বলেছেন। তাই মনিটরিং অফিসে কী হবে তা আমার জানা নেই।'

একই সুরে সুমনের কথায়, 'সংগঠন যাঁরা চালাচ্ছেন তাঁরা ভালো বলতে পারবেন কোন অফিসে কী হবে। আমাকে যেভাবে দল বলবে সেখাবে আমি কাজ করে যাব।'

এতদিন কলেজহল্টের অফিস থেকেই যাবতীয় ভোট পরিচালিত হয়েছে। এমনকি এসআইআর নিয়েও এখানে সেল খুলেছেন সৌরভ। তাহলে নতুন অফিসে কারা বসবেন? নাকি সৌরভ-সুমনের মাঝে জেলা সভাপতি পৃথক পার্টি অফিস খুললেন? বিধানসভা ভোটের আগে তাই নীচুতলার কর্মীদের মধ্যে এখন দুটি অফিস নিয়েই আলোচনা তুঙ্গে।

বন্দে ভারতের রোশনাই, তলায় তলায় বহু ছাই

প্রথম পাতার পর

অথবা বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের পরের স্টেশন ভালুকায় নামতে হবে। সেদিন এমনই যাত্রীদের দেখলাম দিশেহারা।

দু'দিন পরে বারসই স্টেশনে কাটিহার-রাধিকাপুর প্যাসেঞ্জার থামল দু'নম্বর প্ল্যাটফর্মে। অনেক যাত্রীকেই দেখা গেল বিভ্রান্ত। কী করে মূল শহরের দিকে যাবেন। একটাই ওভারব্রিজ, সেটা একেবারে পেছনে। মাঝে একটা ওভারব্রিজ তৈরি হচ্ছে, কবে হবে শেষ ঠিক নেই।

প্রধানমন্ত্রী বন্দে ভারতের স্লিপার ক্লাস উদ্বোধন করতে মালদা এসেছিলেন বলে ওই ডিভিশনের অধিকাংশ স্টেশন সেদিন আলোয় আলোয় সাজানো। মঞ্চও বিশাল। যেন প্রধানমন্ত্রী ওই স্টেশনেই আসছেন, এমন হাবভাব। মালদা স্টেশনে তো প্ল্যাটফর্মের দেওয়ালগুলোতে কী সুন্দর সুন্দর ছবি! অথচ অনেক ছোট স্টেশনেই মোদির ওয়ান স্টপ শপগুলো ভেঙেচুরে পড়ে আছে।

প্রশ্ন উঠবে, বন্দে ভারত দিয়ে ঢাক বাজানোর মাঝে রেলের অন্য প্রকল্পগুলো কী দুরবস্থায় পড়ে রয়েছে! কীরকম দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকদের মতো অবস্থা হয়ে গিয়েছে এককালের দুর্দান্ত ট্রেনগুলোর। শতাব্দী, রাজধানী, দুরন্ত, জনশতাব্দী-- সবাই আজ অনেক পিছনে। তাদের দিকে তাকানোর আর লোক নেই। ওই ট্রেনগুলোর কামরার দুরবস্থা দিন-দিন বেড়েই চলেছে।

বুধবার হাওড়া স্টেশনে কী ধুন্ধুমার হাওড়া-এনজেপি শতাব্দী এক্সপ্রেসে। ট্রেন ছাড়ার সময় পেরিয়ে যাওয়ার মুখে আরপিএফ গিয়ে সব যাত্রীকে নামিয়ে দিল। সবাই নামতে বাধ্য হলেন মালপত্র নিয়ে। দু'ঘণ্টা পরে ছাড়ল শতাব্দী। কী ব্যাপার, না একটা কোচে সমস্যা থাকায় সেটাকে ইয়ার্ডে নিয়ে যেতে হয়। ভাবুন কাণ্ড! ওদিকে অমৃত এক্সপ্রেস, অমৃত প্রকল্প হচ্ছে, আর এদিকে বিষ!

ডিসেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত মোট ৪৮ ট্রেন বাতিল করেছে রেল। কুয়াশার জন্য। ওদিকে বন্দে ভারত বাড়ছে। সেখানে কুয়াশার সমস্যা নেই। কুয়াশায় ট্রেন চালানোর জন্য বিশেষ যন্ত্র কেনায় তো খরচ করা যেত। তখন শুনি রেলের টাকা নেই। অমৃত ভারত প্রকল্পের এত টাকা কোথায় যায়?

উত্তরবঙ্গের অনেক ছোট ছোট স্টেশনে অমৃত ভারত প্রকল্প ঘোষণা করে মানুষকে অনেক আশাবাদী করে তুলেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। সেই কাজ এমন ঢিলেঢালা হচ্ছে যে যন্ত্রণাই বাড়ছে শুধু। কতদিন ধরে স্টেশনে ভাঙচুর হবে, কেউ জানে না। অনেক স্টেশনে প্ল্যাটফর্মের সামান্য অংশ প্লাস্টারিং হয়েছে, বাকি সব ভাঙাচোরা। হাঁটা মুশকিল। বড় বড় ওভারব্রিজ হয়েছে, সেগুলো অসম্পূর্ণ। লিফট হয়নি। এনজেপি স্টেশনেই যেখানে কাজকর্ম শামুকের গতিতে চলছে, তখন অন্য ছোট স্টেশনের বেহাল দশা তো বুঝতেই পারছেন।

বন্দে ভারত বন্দে ভারত করতে করতে কেন্দ্রীয় সরকার ও রেলমন্ত্রক ওপরের আলোটুকু দেখিয়ে দিচ্ছে। অন্ধকারে পড়ে থাকছে বিশাল অংশ। যা আসলে বন্দে অব্যবস্থা এক্সপ্রেস।

ভেবে দেখুন এককালে উত্তরবঙ্গের সেরা দুটি ট্রেন দার্জিলিং মেল এবং কামরূপ এক্সপ্রেসের কী দুরবস্থা! গোটা দেশে তাকালে এমন বহু ট্রেন দেখা যাবে, যা অতীতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল এখন আর নেই। নিজের দলের সাংসদ, বিধায়কদের অনুরোধ রাখতে অনেক স্টেশনে স্টপ হচ্ছে, যে স্টেশনে টিকিট কাটার যাত্রীই হয় না। ভোট হয়ে গেলে স্টপ বাতিল অনিবার্য। এই করতে করতে সেই ট্রেনগুলোর মহিমাই নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

নতুন ট্রেন আসবে বলে পুরোনো ট্রেনগুলোর মহিমা নষ্ট করার অধিকার কি কেন্দ্রের রয়েছে? ছ'বছর আগের মার্চে বয়স্ক নাগরিকদের টিকিটের ছাড় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। সেই নিয়ম ফেরানো হয়নি আর। বয়স্ক মানুষেরা কেন বন্দে ভারত স্লিপার ক্লাস নিয়ে উদ্দীপ্ত হবেন? তাঁদের তো কপাল মন্দই করে রেখেছে ভারতীয় রেল।

পার্লামেন্টারি কমিটি সুপারিশ করেছিল, অন্তত স্লিপার এবং এসি থ্রি-টিয়ার ক্লাসের জন্য সিনিয়ার নাগরিকদের টিকিটে ছাড় দেওয়া হোক। সেটা মানেনি রেল। কোভিড প্যান্ডেমিক ছারখার করে দিয়ে গিয়েছে অনেক স্বপ্ন। রেলের সিনিয়ারদের স্বপ্নও ছারখার।

ভারতীয় রেলের সবচেয়ে খারাপ দিকের মধ্যে রয়েছে উপচে পড়া ভিড়, পরিচ্ছন্নতার চূড়ান্ত অভাব, নিরাপত্তার অভাব, খাবারের খারাপ মান। এইগুলো কিন্তু একেবারেই দূর হয়নি। আজও রিজার্ভেশন কম্পার্টমেন্টে প্রচুর যাত্রী ঢুকে পড়েন রিজার্ভেশন ছাড়াই। বিহার এবং উত্তরপ্রদেশ বহু যুগ ধরে এই রোগে আক্রান্ত। এই রোগ দেখা যায় কলকাতা-মুম্বই-দিল্লি-চেন্নাইয়ের মতো বড় স্টেশনের অনেক ট্রেনেই। নিত্যযাত্রীদের দাপট কমাতে পারেনি কেন্দ্র। বাড়তি কোনও চেষ্টাই দেখা যায়নি রেলমন্ত্রকের।

শুধু বন্দে ভারত বন্দে ভারত না করে এসবের দিকে নজর দিলে কাজে লাগত। দরকার ছিল পুরোনো ট্রেনগুলোকে নতুন লুক দেওয়া। সেটাও হয়নি। হলদিবাড়ি সুপারফাস্ট ট্রেনটার কথাই ধরা হোক উদাহরণ হিসেবে। গাড়িটার কামরাগুলোর অবস্থা দিন-দিন খারাপ হচ্ছে। কারও মাথাব্যথা নেই। সাংসদদেরও নয়। নইলে নতুন ট্রেনের দাবির পাশাপাশি এই দাবিগুলো তুলতেন তাঁরা।

দূরপাল্লার ট্রেনে অস্বাস্থ্যকর টয়লেট একটা মাথাব্যথার কারণ। এত নোংরা চারদিক। ঠিক একই অবস্থা এসি কোচগুলোর বেডরোলের, স্টেশনের টয়লেটগুলোর। বন্দে ভারতের খাবার নিয়ে প্রচুর ধন্য ধন্য করলেন রেলের ভাড়া করা ব্লগার ও ভ্লগাররা। বাস্তব হল, বহুদিন ধরে একই রকম খাবার মেলে বন্দে ভারতে। কোনও বৈচিত্র্য নেই। এবং বন্দে ভারতের কর্মীদের এত কম টাকা বেতন দিয়ে রাখে আইআরসিটিসি, তাঁদের লজ্জার মাথা খেয়ে প্রত্যেক দিন টিপস তুলতে হয়। রাতে মাত্র ঘণ্টা তিনেক ঘুম। সারাদিন যাতায়াতেই চলে যায়। এত পরিশ্রমের ফলে অনেককেই দেখা যায় মাঝপথে কোনওমতে ঘুমিয়ে পড়েছেন।

তাঁদের তো বটেই, বন্দে ভারতে টিকিট পরীক্ষকদেরও বসার জায়গা থাকে না। সিট ফাঁকা থাকলে ঠিক আছে, নইলে অনেক সময় দুই কামরার মাঝে প্যাকেটের ওপরে তাঁদের বসে থাকতে হয়। এই তো বন্দে ভারত!

ভারতীয় রেলের অধিকাংশ ট্রেনে জেনারেল কম্পার্টমেন্টে উপচে পড়ে ভিড়ে। অধিকাংশ স্টেশনেই লিফট বা এসকালেটার না থাকায় বয়স্করা পড়েন বিপদে। অনেক জায়গাতেই চলে সমাজবিরোধীদের দাপট। তৎকাল টিকিট চালু হওয়ার পর এজেন্টের দাপট এখনও কমেনি। কী করে তারা সাধারণ যাত্রীদের আগে টিকিট পেয়ে যায় এটা একটা প্রশ্ন। প্রিমিয়াম তৎকালে ব্যবসার জন্য প্রচুর টিকিট ফাঁকা পড়ে থাকে, অথচ যাত্রীরা টিকিট পান না। ট্রাভেল এজেন্ট আপনাকে লোয়ার বার্থ দিতে পারে, এমনি গেলে বয়স্করাও নাও পেতে পারেন।

রেলে যেমন অফিসারদের সামন্ততান্ত্রিক প্রথা আজও চলে, সময় এখনও কুখ্যাতই রয়ে গিয়েছে। এত বন্দে ভারত নিয়ে ঢাক পেটায় সরকার, তার সময় কমানোর দিকে কোনও নজর নেই। এনজেপি-হাওড়া বন্দে ভারতের যাত্রাপথ আরও অন্তত আধ ঘণ্টা থেকে ৪৫ মিনিট কমানো যায়। কারও সে ব্যাপারে মাথাব্যথা নেই। ১১০ থেকে নেমে মাঝে মাঝে ২৮ কিলোমিটার স্পিডে চলে বন্দে ভারত। এতটাই বাড়তি সময় দেওয়া। শতাব্দীর ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য।

ওই যে বন্দে ভারত, বন্দে ভারত করে ওই সাদা-কমলা বিদ্যুৎকে ভোটে কাজে লাগানোর খেলা চলবে!

২ শ্রমিকের মৃত্যু

হরিশ্চন্দ্রপুর ও করণদিঘি, ২২ জানুয়ারি : ফের হরিশ্চন্দ্রপুরের এক শ্রমিকের ভিনরাজ্যে রহস্যমৃত্যু ঘটল। আটদিন নিখোঁজ থাকার পর রেললাইনের ধারের জঙ্গল থেকে উদ্ধার হল ক্ষতবিক্ষত দেহ। ওই শ্রমিককে খুন করা হয়েছে বলে পরিবারের অনুমান। একমাত্র রোজগেরে সদস্যের মৃত্যুতে অথই জলে পড়েছেন পরিবারের লোকেরা। দুই নাবালক সন্তানকে নিয়ে মাথায় হাত পড়েছে স্ত্রীর। ঘটনার পর প্রশাসন থেকে জনপ্রতিনিধিরা কেউই পাশে দাঁড়ায়নি বলে অভিযোগ। সেইসঙ্গে উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘি ব্লকের বাসুদেবপুরের বাসিন্দা এক পরিযায়ী শ্রমিকের দেহও ফিরেছে এদিন।

মৃতের নাম আলমগির আলম (২৯)। বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুরের মশালদহ বাজারে। চেন্নাইতে কাজের জন্য গিয়েছিলেন আলমগির। নয়দিন আগে আরেকটি কাজের জন্য হায়দরাবাদ যাওয়ার কথা ছিল তাঁর। ট্রেনে ওঠার আগে স্ত্রীর সঙ্গে ফোনে কথাও বলেন। কিন্তু তারপর থেকে তাঁর আর কোনও খোঁজ নেই। ফোনেও পাওয়া যাচ্ছিল না। আশপাশে থাকা তাঁর সহকর্মীরা স্থানীয় থানাতেও জানান। আটদিন নিখোঁজ থাকার পর চেন্নাইয়ের যে স্টেশন থেকে হায়দরাবাদ যাওয়ার জন্য তাঁর ট্রেনে ওঠার কথা ছিল তার পরবর্তী স্টেশনের কাছাকাছি রেললাইনের ধারে জঙ্গল থেকে আলমগিরের ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয়।

অন্যদিকে, উত্তর দিনাজপুরের বাসিন্দা অপর পরিযায়ী শ্রমিকের নাম আনওয়ারুল হক। তিনি কাজের খোঁজে তামিলনাড়ু গিয়েছিলেন। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করালে চিকিৎসা চলাকালীন তাঁর মৃত্যু হয়। পরিবারে স্ত্রী সহ ৬ জন ছেলেমেয়ে রয়েছে। খবর পেয়ে শোকের ছায়া নেমে আসে পরিবারে।

ঝড় তুলেছেন সানি দেওল

বর্ডার ২ এবারে ঝড় নিয়ে আসছে। প্রজাতন্ত্র দিবস ছয়লাপ হয়ে যাবে। ধুরন্ধর ঝড় এখনও সমানে চলছে। তার মধ্যে বর্ডার ২ সব ধুয়ে দিতে আসছে। অ্যাডভান্স টিকিট বুকিং-এর যে হিড়িক শুরু হয়েছে, এর আগে আর কোনও ছবিই তা দেখতে পায়নি। এর মধ্যেই প্রায় ৬০-৬৫ হাজার টিকিট বিক্রি শেষ। দশ কোটি টাকার বেশি বক্স অফিসে মজুত। ন্যাশনাল চেনগুলো তো দাপিয়ে ব্যবসা করছেই, কিন্তু স্থানীয় মাল্টিপ্লেক্সেও এই সিনেমার অগ্রিম বাজার দুর্দান্ত।

এর মধ্যে রাজস্থান, পূর্ব পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, বাংলাতে বর্ডার ২ একেবারে দৌড়চ্ছে। গুজরাটে অবশ্য এখনও বলার মতো তেমন কিছু ফলাফল হয়নি। তবে গদর ২-র থেকে এই ছবির বাজার যে ভালো, সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

সানি দেওল, দিলজিত দোসাঞ্জ, অহন শেট্টির এই ছবি তেমন কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে পড়বে না। শাহিদ কাপুরের একটা ছবি অবশ্য আসছে, তবে তা এই ছবিকে নাড়াতে পারবে বলে আশা নেই। এর আগে সানি দেওলের গদর ২ যেখানে ৫০০ কোটি টাকার ওপর ব্যবসা করেছিল, সেখানে বর্ডার ২-র ব্যবসা আরও বেশি হওয়া উচিত বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।

একনজরে সেরা

কল্পনায় মাতৃত্ব

অনেক মহিলা অন্তঃস্বত্ত্বা না হয়েও মনে করেন তিনি সন্তানধারণ করেছেন—এই মানসিক দ্বন্দ্ব নিয়েই প্রথম ছবি করেছেন সৌম্যদীপ ঘোষ চৌধুরী, নাম ন মাস ন দিন এবং অন্তহীন। ছবিটি মুক্তি পাবে আমেরিকায়, কারণ পরিবেশক সেখানকার। বাংলা ছবির জগতে এই ঘটনা এই প্রথম। ভারতে কবে ছবিটির মুক্তি, পরিচালক ঠিক করেননি।

পর্দায় কালরাত্রি

মনোজ সেনের উপন্যাস কালরাত্রি নিয়ে ছবি করেছেন অভিরূপ ঘোষ। পঞ্চাশের দশকের এক গ্রাম, সেখানে দুই বন্ধু একজন যুক্তিবাদী, অন্যজনের ষষ্ঠেন্দ্রিয় প্রবল, সেখানকার অলৌকিক ঘটনার মুখোমুখি হলে কী হয়, তাই নিয়েই ছবি। অভিনয়ে ঋত্বিক চক্রবর্তী, অনির্বাণ চক্রবর্তী, দেবলীনা কুমার, গৌরব চক্রবর্তী, বিবৃতি চট্টোপাধ্যায়, মীর প্রমুখ।

রুটিনমাফিক অমিতাভ

৬ দশকের কেরিয়ার, এখনও নিয়ম-শৃঙ্খলা এবং রুটিনে নড়চড় হয় না অমিতভ বচ্চনের। বক্তব্য তাঁর সহ অভিনেতা রাজ বুন্দেলার। তাঁর কথায়, তিনি শুটিং শেষ হলে বাড়ি ফিরে যেতেন। বাড়ির লোকদের সঙ্গেই সময় কাটাতেন। শুনেছি, রাত আটটার পর ইন্ডাস্ট্রির লোকেদের জন্য তঁর বাড়ির দরজাও বন্ধ থাকত।

টিভিতে মিমি

জনপ্রিয় লাখ টাকায় লক্ষ্মীলাভ ধারাবাহিকের প্রতি মাসে ফিনালে হয়। জানুয়ারির ফিনালেতে উপস্থিত থাকবেন মিমি চক্রবর্তী। মহিলাকেন্দ্রিক এই অনুষ্ঠান নিয়ে অভিনেত্রী বলেছেন, 'আমি মাঝে মাঝে দেখি, আমার মা এই শো-এর নিয়মিত দর্শক। খুব ভালো লাগছে এই শো বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছেছে দেখে। শো-এর সচালক সুদীপ্তা চক্রবর্তী।

নামল বিদ্যা

চলতি সপ্তাহে টিআরপি রেটিংয়ের প্রথমে এল পরশুরাম আজকের নায়ক। দ্বিতীয় প্রোফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি। তৃতীয় পরিণীতা, চারে রাঙামতি তীরন্দাজ, পাঁচে তাকে ধরি ধরি মনে করি ও ও মোর দরদিয়া, ছয় চিরসখা, সাত আমাদের দাদামণি, আট জোয়ার ভাঁটা, নয়ে লক্ষ্মী ঝাঁপি, দশে বেশ করেছি প্রেম করেছি এবং চিরদিনই তুমি যে আমার।

ডুবতে বসেছেন প্রভাস

প্রভাসের ম্যাজিক তাহলে শেষ? বাহুবলি ধমাকা আর চলছে না। তাঁর রাধেশ্যাম চূড়ান্ত ব্যর্থ। আর এবার রাজাসাব। প্রভাসের আর কোনও ছবির বোধহয় এমন ভরাডুবি হয়নি।

মাত্র ২১-২২ কোটিতে খেলা গুটিয়ে গেল। অথচ ছবি তৈরি করতে বিরাট খরচা হয়েছে। তার ওপর প্রভাস আর সঞ্জয় দত্ত স্ক্রিনে। কিন্তু এই হরর কমেডির যে এই হাল হবে, কে জানত।

দর্শকরা শুরু থেকেই এই ছবির অত্যন্ত খারাপ রিভিউ দিয়েছেন। সুতরাং প্রথম সপ্তাহেই মুখ থুবড়ে পড়েছে। তারপর আর মাথাচাড়া দিতে পারেনি। আসলে যে ছবিগুলোতে প্রভাস ম্যাজিক দেখিয়েছেন, সেই ছবিতে অ্যাকশান ছিলই। সেইসঙ্গে গল্পের মধ্যে ধর্মীয় কাহিনিও ছিল। এই দুইয়ের প্রভাবেই ছবি বাম্পার হিট। তাহলে কি অন্য কোনও গল্পের সঙ্গে মানানসই নন প্রভাস? সে কথা অবশ্য সময় বলবে। আপাতত রাজাসাব-এর ভরাডুবি সামলানোটা কঠিন।

সরস্বতীর বর পেয়েছেন যাঁরা

সরস্বতী বিদ্যেবতী। বিদ্যাবুদ্ধিতে কম যান না তারকারাও। বলিউডের তেমনই কয়েকজনের সার্টিফিকেটে সরস্বতী পুজোর দিনে চোখ রাখল তারাদের কথা।

'বিগ বি'র বিজ্ঞান ও কলা নৈপুণ্য

এককথায় তিনি 'অসাধারণ'। জীবন্ত কিংবদন্তি। বলিউডের বর্ষীয়ান অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন। শিক্ষাগত যোগ্যতার দিক দিয়েও তিনি বেশ এগিয়ে। দিল্লির কিররি মাল কলেজ থেকে বিজ্ঞান ও কলা বিভাগে দুই-দুটি ডিগ্রি অর্জন করেছেন তিনি।

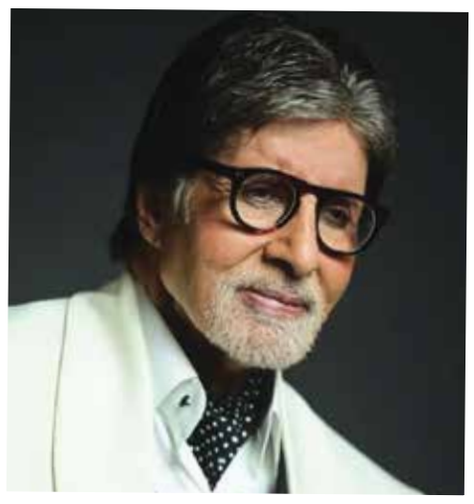

মাইক্রো কম্পিউটার ডিপ্লোমার কারিনা

প্রভাবশালী কাপুর পরিবারের মেয়ে। ছোটবেলা থেকেই পড়া-লেখায় প্রথম সারিতে। অঙ্ক বাদে সব বিষয়েই ক্লাসে সর্বোচ্চ নম্বর পেতেন। স্কুল পেরিয়ে দু-বছর বাণিজ্য নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। পরে এক বছর আইন বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ। সেইসঙ্গে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে মাইক্রো কম্পিউটারের ওপর কোর্সও করেছেন পাতৌদির নবাব পরিবারের গৃহবধূ।

ঐশ্বর্য মেধা ও স্থাপত্য

প্রাক্তন বিশ্বসুন্দরী। তবে শুধুমাত্র রূপেই তিনি এগিয়ে নেই, পাশোনাতেও তিনি তুখোড়। বোর্ড পরীক্ষায় নব্বই শতাংশের বেশি নম্বর পেয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। ঝোঁক ছিল জুলজি বিষয়ে। কিন্তু মুম্বাইয়ের রাহেজা কলেজ অব আর্টসে স্থাপত্যবিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেছিলেন। কিন্তু মাত্র ২১ বছর বয়সে বিশ্বসুন্দরীর মুকুট পরার পর পড়া-লেখার পর্বটা আর শেষ করতে পারেননি।

শাবানা চার বিষয়ে ডক্টরেট?

শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে বিরল সাফল্যের অধিকারী তিনি। শাবানা আজমি। তাঁর মুকুটে রয়েছে তিন-তিনটি সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রির পালক। সবশেষে যুক্ত হয়েছে আরও একটি ডক্টরেট ডিগ্রির রঙিন পালক। চতুর্থবারের মতো সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি পেয়েছেন বলিউডের প্রখ্যাত এ অভিনেত্রী। যুক্তরাজ্য, দিল্লি ও কলকাতার পর এবার কানাডা থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেছেন শাবানা আজমি। ১৯৭৩ সালে ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়া থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন শাবানা আজমি। পরবর্তী সময়ে যুক্তরাজ্যের লিডস, দিল্লির জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া ও কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি দেওয়া হয় তাঁকে।

এগিয়ে বিদ্যা

ভারতের সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে সমাজবিদ্যায় স্নাতক ডিগ্রির অধিকারী তিনি। মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ডিগ্রিও অর্জন করেছেন। উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নিজের নামকরণের সার্থকতা রক্ষা করেছেন বিদ্যা বালান।

অর্থনীতিবিদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সোনম

সিঙ্গাপুর ও যুক্তরাজ্য থেকে উচ্চশিক্ষা লাভ করেছেন তিনি। অনিল কাপুরের কন্যা সিঙ্গাপুরের ইউনাইটেড ওয়ার্ল্ড কলেজে পড়ালেখার পাশাপাশি সিঙ্গাপুরে থিয়েটার অ্যান্ড আর্টস বিষয়েও দু-বছর উচ্চশিক্ষা নিয়েছেন। এছাড়া যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব ইস্ট লন্ডনে পলিটিক্যাল সায়েন্স ও অর্থনীতি নিয়ে পড়াশোনা করেছেন সোনম কাপুর।

ফ্যাশন ডিজাইনার সোনাক্ষী

শত্রুঘ্ন সিনহার কন্যা সোনাক্ষী সিনহা। উচ্চশিক্ষা অর্জন করেছেন ফ্যাশন ডিজাইনিং বিষয়ে। মুম্বাইয়ের একটি মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিষয়ে বিদ্যালাভ করেছেন জনপ্রিয় এই তারকা অভিনেত্রী।

ভূগোলবিদ সোহা

সোহা আলি খান। নয়াদিল্লির দ্য ব্রিটিশ স্কুল থেকে পড়াশোনা করেছেন তিনি। তারপর যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বেলিওল কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকে ভূগোল বিষয়ে উচ্চশিক্ষা অর্জন করেছেন। পরবর্তী সময়ে লন্ডন স্কুল অব ইকনমিকস অ্যান্ড পলিটিক্যাল সায়েন্স থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেছেন।

অর্থনীতির ছাত্র জন আব্রাহাম

বোম্বের স্কটিশচার্চ স্কুলে পড়াশোনা। তারপর জন আব্রাহাম ভর্তি হন জয় হিন্দ কলেজে। অর্থনীতি বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তী সময়ে ম্যানেজমেন্ট সায়েন্স বিষয়ে মাস্টার্স করেছেন জন।

ইলেকট্রনিক্সে মাধবনের ডিগ্রি

অভিনেতা ও টিভি সঞ্চালনার পাশাপাশি আর মাধবানের ঝুলিতে রয়েছে ইলেক্ট্রনিকস বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি। তিনি 'মহারাষ্ট্র বেস্ট ক্যাডেট' খেতাবও পেয়েছেন।

বাংলার আরও এক শিল্পীকে হেনস্তা

লগ্নজিতার পরে স্নিগ্ধজিত। সারেগামাপা-খ্যাত এই শিল্পী গিয়েছিলেন মেদিনীপুরে। সেখানে সরকারি উদ্যোগে সৃষ্টিশ্রী মেলা শুরু হয়েছে। সেই মেলাতেই গান গাইতে গিয়েছিলেন শিল্পী। আর সেখানেই হেনস্থার শিকার হন তিনি।

কী ঘটেছে স্নিগ্ধজিতের সঙ্গে? ঘটনার পরেও নিজের ক্ষোভ গোপন করতে পারছেন না শিল্পী। স্পষ্ট জানাচ্ছেন যে, মঞ্চের ঠিক নীচেই অপদস্থ করা হয় তাঁকে।

গান গাইতে গাইতে মঞ্চ থেকে নেমে আসছিলেন স্নিগ্ধজিত। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা দর্শকদের সঙ্গে হাত মেলাতে আসছিলেন তিনি। কয়েকজনের সঙ্গে হাতও মিলিয়েছেন। কিন্তু তারপরেই বিপত্তি। একটু এগিয়েছেন যেই, অমনি আচমকা কেউ জোরে ধাক্কা মারেন স্নিগ্ধজিতকে। বলেন, মঞ্চে ফিরে যেতে।

স্নিগ্ধজিত মঞ্চে ফিরে আসেন ঠিকই। কিন্তু ওপরে এসে বলেন যে, যিনি ধাক্কা মেরেছেন, তিনি স্নিগ্ধজিতের চেয়েও সিনিয়র। কথাটা ভালোভাবে বললেই তো সমস্যা মিটে যেত।

এই ঘটনার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। এর মধ্যে রাজনৈতিক টানাপোড়েনও শুরু হয়েছে। কেউ বলছেন, এই রাজ্যে শিল্পীদের কোনও নিরাপত্তা নেই। সরকারি অনুষ্ঠানে গিয়েও অপদস্থ হতে হচ্ছে। কেউ আবার বলছেন যে, স্নিগ্ধজিতকে হয়তো নিরাপত্তার খাতিরে মঞ্চে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পুরো ঘটনাটা তদন্ত না করলে বোঝা যাবে না।

১১৩ বছরের ভারতীয় সিনেমার মন্তাজ তৈরিতে বনশালি

সময়ের মধ্যে লাভ অ্যান্ড ওয়ার শেষ করতে দৌড়োচ্ছেন তিনি, তার মধ্যে ভারতীয় তথ্য ও সম্প্রচর মন্ত্রক সঞ্জয় লীলা বনশালিকে ভারতের ১১৩ বছরের সিনেমার ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত ও সন্ধিক্ষণের মন্তাজ-ট্যাবলো বানানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। নতুন দিল্লিতে ২৬ জানুয়ারি, প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেডে এটি দেখানো হবে। তাঁর ঘনিষ্ঠ সূত্র জানাচ্ছে, প্রথমে তিনি এই সম্মান ফিরিয়েই দিচ্ছিলেন যাতে তাঁর ছবি থেকে মনঃসংযোগ সরে না যায়। তিনি সময়ের মধ্যে লাভ অ্যান্ড ওয়ার শেষ করতে চান। তাঁর টিম তাঁকে পরিষ্কার জনিয়ে দেয় এই চ্যালেঞ্জ তাঁর নেওয়া উচিত। ভারতীয় সিনেমার মর্যাদাকে তুলে ধরার এই সুযোগ হারানো বোকামি হবে। ফলে গত দু মাস নাওয়া-খাওয়া ভুলে তিনি ট্যাবলো তৈরি করেছেন। ইতিমধ্যেই বলা হচ্ছে, ভারতীয় সিনেমার অতি প্রিয় মুহূর্তগুলো যেভাবে ট্যাবলোতে তিনি তুলে ধরেছেন, তা অসাধারণ। বনশালির নিজস্ব স্টাইলেই এটির নির্মাণ অবিস্মরণীয় হয়েছে।

৩ ঘণ্টা ১৯ মিনিটের বর্ডার ২, শো পাচ্ছে কত?

প্রজাতন্ত্র দিবসের সপ্তাহের ছুটির সুযোগ নিতে সিঙ্গল স্ক্রিনগুলো সব শো বর্ডার ২-কে দিয়েছে। মাল্টিপ্লেক্সও পিছিয়ে নেই। চার থেকে সাতটি স্ক্রিনসমৃদ্ধ হলগুলো ১৪ থেকে ২০টি করে শো দিয়েছে ছবিকে। ছবির সময়সীমা ৩ ঘণ্টা ১৯ মিনিট। এর ফলে অধিকাংশ হলে দুটো শো-এর মধ্যে ব্যবধান হবে ৪ ঘণ্টা। এমনকী ৩টি স্ক্রিন আছে এমন হল, সব শো দিচ্ছে বর্ডার ২-কে, অন্য ছবিকে শো দিচ্ছে না। বোঝা যাচ্ছে, হলগুলো তাদের প্রতিদিনের শিডিয়্যুল ঢেলে সাজাচ্ছে এই ছবির জন্য। সানি দেওল, বরুণ ধাওয়ান, আহান শেট্টি, মোনা সিং, সোনম বাজওয়া, মেধা রানা তো অভিনয়ে আছেনই, শোনা গিয়েছে সুনীল শেট্টি, কুলভূষণ খারবান্দা, অক্ষয় খান্নাও ছবিতে থাকবেন। নির্মাতারা অবশ্য এ বিষয়ে কিছু বলেননি। ছবির মুক্তি ২৩ জানুয়ারি।

সম্পাদকীয়

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৪৫ সংখ্যা, শুক্রবার, ৯ মাঘ ১৪৩২

বঙ্গের পদ্মকথা

পশ্চিমবঙ্গের জমি আন্দোলনের ইতিহাসে সিঙ্গুর এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। ২০০৬ সালে তৎকালীন বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্দোলনের জেরে টাটাদের ন্যানো কারখানা সিঙ্গুর থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় গুজরাটের সানন্দে। শিল্পপতি রতন টাটা বাংলা ছাড়ার আগে মহাকরণে দাঁড়িয়ে নাম না করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে সাংবাদিকদের বলেছিলেন, 'বলেছিলাম, মাথায় বন্দুক ঠেকালেও সিঙ্গুর ছেড়ে যাব না। কিন্তু আপনি ট্রিগারটাই টিপে দিলেন।'

সিঙ্গুরে সেই টাটাদের কারখানার পরিত্যক্ত মাঠে গত ১৮ জানুয়ারি সভা করে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আগের দিন প্রধানমন্ত্রীর সমাবেশ ছিল উত্তরবঙ্গের মালদায়। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মোদির আরও একটি সভার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল দক্ষিণবঙ্গে হুগলির সিঙ্গুরকে। স্বভাবতই প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতায় শিল্পায়ন, কলকারখানা, কর্মসংস্থান ইত্যাদি অনেক কিছুর বার্তার প্রত্যাশা ছিল সিঙ্গুরবাসীর।

জনসমাগম ভালোই হয়েছিল। কিন্তু মোদির ভাষণজুড়ে থাকল অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গ। শিল্প, কর্মসংস্থান নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করলেন না প্রধানমন্ত্রী। তাতে সিঙ্গুর তথা হুগলি তথা রাজ্যের মানুষ চূড়ান্ত হতাশ। রাজ্য বিজেপির সাধারণ কর্মী-সমর্থকরা বুঝে উঠতে পারছেন না, এত ঢাকঢোল পিটিয়ে, এত প্রচার করে প্রধানমন্ত্রীর সভার আয়োজন হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী বাংলায় তাঁর মূল্যবান সময় দিচ্ছেন, অথচ কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না কেন!

কিছুদিন আগে ঘন কুয়াশার কারণে নদিয়ার হাকিমপুরে তাঁর কপ্টার নামতে না পারায় দমদম বিমানবন্দর থেকে ভার্চুয়াল সভা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানেও তাঁদের নাগরিকত্ব নিয়ে মোদির নীরবতা মতুয়াদের হতাশ করেছিল। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের তিন মাস আগে খোদ প্রধানমন্ত্রীর এই রহস্যময় নীরবতার কারণ নিয়ে তাই জল্পনার শেষ নেই।

মতুয়াগড়ের সভায় মতুয়াদের সমস্যার সমাধান দূরের কথা, নামগন্ধই করলেন না তিনি। আবার কুড়ি বছর ধরে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে যে সিঙ্গুর, মোদিজি সেখানে গিয়ে ভাষণ দিলেন বটে, কিন্তু শিল্পোন্নয়ন, বেকার ছেলেমেয়েদের কর্মসংস্থান ইত্যাদি প্রসঙ্গ মুখেই আনলেন না। রাস্তাঘাটে হামেশা মোদি-মমতা সেটিং তত্ত্বের কথা শোনা যায়। বিভিন্ন সভায় প্রধানমন্ত্রীর মূল সমস্যা থেকে দূরে থাকা তাই চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে এখন।

ফেব্রুয়ারিতে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পর রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হবে বলে অনুমান করা যায়। এই পরিস্থিতিতে একদিকে খসড়া ভোটার তালিকা থেকে লক্ষ লক্ষ নাম বাদ যাবে বলে আগাম ঘোষণায় বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর উল্লাস, অন্যদিকে এসআইআর হয়রানি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের মামলায় তৃণমূলের বড় জয় বহুচর্চিত দুটি বিষয়।

সুপ্রিম কোর্ট তৃণমূলের দুটি দাবিকেই মান্যতা দিয়েছে। এক) মাধ্যমিক পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ডকে স্বীকৃত নথি হিসেবে মানতে হবে নির্বাচন কমিশনকে, দুই) তথ্যগত অসংগতির জন্য যাঁদের শুনানিতে ডাকা হচ্ছে, তাঁদের পুরো তালিকা প্রকাশ করতে হবে। বাস্তবে এসআইআর-এ মানুষের হয়রানি বিজেপিকে কোণঠাসা করে দিচ্ছে। অন্যদিকে, আইপ্যাক নিয়ে খোদ মুখ্যমন্ত্রী চরম অস্বস্তিতে।

রাজ্য বিজেপি অবশ্য তার ফায়দা তোলার তেমন কোনও চেষ্টা করছে না। দলে গোষ্ঠীকোন্দলও কম নয়। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা কলকাতায় এসে প্রাক্তন ও সবচেয়ে সফল রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের সঙ্গে বৈঠক করার পর মনে করা হচ্ছিল, বঙ্গ বিজেপিতে অন্তর্দ্বন্দ্ব আর নেই। কিন্তু ভুল ভাবা হয়েছিল। কারণ, সিঙ্গুরে প্রধানমন্ত্রীর সভায় রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, রাজ্যসভার সাংসদ ও বর্তমান রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ও প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার আমন্ত্রণ পেলেও দিলীপ ব্রাত্যই ছিলেন।

বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বাংলা নিয়ে বিশেষ আশাবাদী নয়। দু'দিন আগে কেরল দখলে প্রধানমন্ত্রীকে যতটা আত্মবিশ্বাসী দেখিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে ততটা আশাবাদী মনে হয়নি।

অমৃতধারা

যতক্ষণ বাসনা, ততক্ষণই ভাবনা। এই ভাবনাই হল তোমার দুঃখের কারণ। আমার ধর্ম ঠিক আর অপরের ধর্ম ভুল এ মত ভালো না বাবা। সবাই ভিন্ন ভিন্ন রাস্তা দিয়ে তো একজনের কাছেই যাবেন। তাই যে নামেই তাকে ডাকো না কেন মনপ্রাণ দিয়ে ডাকো। শান্তি পেতে মনের ময়লা ধুয়ে ফেলতে হবে। মনে যতক্ষণ কাম, ক্রোধ, লোভের বাস সেখানেই সর্বনাশ। মনের যেমন বন্ধন আছে তেমন মনের মুক্তিও আছে। সংসারে হয় তুমি ঈশ্বর প্রেমে নিজের চেতনাকে মুক্ত করবে, নয় বন্ধনে বন্দি হবে। তোমার মনকে ভেদাভেদ শূন্য করতে শেখ, তবেই তুমিও যে কোনও কাজের মধ্যেই ভক্তিরস খুঁজে পাবে।

– শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস

'তিমির অবগুণ্ঠনে' এক বিকল্প পথের সন্ধানী

আজ জন্মদিনে আবেগের ঊর্ধ্বে উঠে নেতাজির রাষ্ট্রভাবনা, আদর্শগত দৃঢ়তা ও বিতর্কিত বাস্তববাদী রাজনীতির এক বস্তুনিষ্ঠ পুনর্মূল্যায়ন।

শুভময় সরকার

এআই

প্রতিটি ঋতু অজান্তেই চিহ্নিত হয়ে যায় কিছু স্মৃতি এবং অভ্যাসে, যেমন বৈশাখ মানেই নববর্ষ এবং রবীন্দ্রনাথ, তেমনই জানুয়ারি এলেই কোথাও এক স্বদেশভাবনা আমাদের স্মৃতি এবং আত্মার সঙ্গে জড়িয়ে যায় সেই কোনকাল থেকে। এই আবহমান স্মৃতিকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম বহন করে নিয়ে চলেছি আমরা। জানুয়ারি পড়লেই ক্যালেন্ডারে শেষ সপ্তাহের দিকে চোখ চলে যায় অজান্তেই। ২৩ জানুয়ারি এবং ২৬ জানুয়ারি, বিশেষত জানুয়ারির ২৩ তারিখটি আমাদের বঙ্গজীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। হ্যাঁ, কারণ 'নেতাজি'র জন্মদিন। সুভাষচন্দ্র বসু থেকে অনেক কাছের হয়ে আছেন আমাদের কাছে 'নেতাজি' হিসেবেই। বহুকাল আগের সেইসব ছুটির দিনের দুপুরগুলো মনে পড়ে। খাওয়াদাওয়ার পর মা পড়ে শোনাচ্ছেন শৈলেশ দে-র সেই বিখ্যাত বই 'আমি সুভাষ বলছি'র প্রথম খণ্ড থেকে কিছু অংশ। মায়ের আবেগমাখা কণ্ঠের উচ্চারণে সেই কৈশোরকালেই আমার মনের গভীরে মূর্ত হয়ে উঠছেন এক নায়ক, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। নেতাজি-সঙ্গী ভগৎ সিংয়ের সেই আওয়াজ 'বঙ্গাল কা শের আ গয়া', মায়ের সেদিনের সেই পাঠ আজও যেন আমার কানে ভাসে। হ্যাঁ, তিনি এভাবেই সুভাষচন্দ্র বসু থেকে 'নেতাজি' হয়ে উঠলেন আমার এবং আমার মতো লক্ষ-কোটি মানুষের হৃদয়ে। ২৩ জানুয়ারির ভোর মানেই স্মৃতি এবং ইতিহাসের এক অদ্ভুত অনুভূতি আর আবেগ। হয়তো বা এই আবেগ একজন রক্তমাংসের বাস্তব চরিত্রকে অতিমানব কিংবা 'সুপার-হিরো' হিসেবে দাঁড় করিয়ে দেয়। এটা কতটা সেই মানুষটিকে সঠিকভাবে চেনার বা বিশ্লেষণ করার পক্ষে ঠিক, সেটা ভিন্ন আলোচনার পরিসর কিন্তু এটাই বাস্তব।

রাষ্ট্রভাবনার রূপকার

তিনি অর্থাৎ সুভাষচন্দ্র বসু ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এক ব্যতিক্রমী, বহুমাত্রিক ও বিতর্ক উদ্দীপক চরিত্র যাঁর জীবনের রহস্যময় পরিসমাপ্তি তাঁকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে হয়তো বা। নেতাজি কি কেবলমাত্র এক বিপ্লবী নেতা..! তাঁকে শুধুই বিপ্লবী হিসেবে সংজ্ঞায়িত করলে তাঁর বহুমাত্রিকতাকে উপেক্ষা করা হবে। নেতাজি একজন গভীর চিন্তাবিদ, দার্শনিক, সংগঠক, কূটনীতিক এবং নিঃসন্দেহে রাষ্ট্রভাবনার এক রূপকার। জাতীয়তাবাদ (যাকে 'স্বদেশভাবনা' বলাটাই শ্রেয়), সামরিক সংগ্রাম, আন্তর্জাতিক কূটনীতি সব পরিসরেই তাঁর স্বচ্ছ ভাবনার প্রকাশ লক্ষ করি আমরা। তাঁর নিজস্ব ভাবনা এতটাই স্বচ্ছ ছিল যে তিনি কোনও পরিস্থিতিতেই সেই ভাবনা থেকে সরে আসতে চাননি। জাহাজ থেকে নেমে সুভাষচন্দ্র প্রথম যাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন তিনি গান্ধিজি। সুভাষচন্দ্র জানতে চাইলেন অসহযোগ এবং আইন-অমান্য আন্দোলনের মাধ্যমে ইংরেজের কাছ থেকে আদৌ কি পূর্ণ স্বাধীনতা পাওয়া সম্ভব? ১৯২০ সালের ডিসেম্বরে নাগপুর কংগ্রেসে কেনই বা তিনি পূর্ণ স্বরাজের প্রতিশ্রুতি দিলেন...! সেদিন গান্ধিজি কিন্তু সুভাষের প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেননি। তিনি বরং কলকাতায় গিয়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলেন।

স্পষ্ট বিশ্বাস

এ প্রসঙ্গ উল্লেখ করলাম সুভাষচন্দ্রের ভাবনার স্বচ্ছতা প্রসঙ্গে। আসলে আদর্শগতভাবে সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক দর্শনের কেন্দ্রে ছিল পূর্ণ স্বাধীনতা – কোনও আপস, ধাপে ধাপে অগ্রগতি এসবকে তিনি সরাসরি নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন। তাঁর বিশ্বাসের জায়গাটা ছিল খুব স্পষ্ট – ঔপনিবেশিক শাসন ভাঙতে হলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে তার শক্তির জায়গাতেই আঘাত করতে হবে এবং ভবিষ্যতের রাষ্ট্রগঠনে সুভাষচন্দ্রের সমাজতান্ত্রিক ঝোঁক কিন্তু স্পষ্ট – রাষ্ট্রের দায়িত্ব থাকবে সামাজিক ন্যায়, অর্থনৈতিক সাম্য এবং শোষণহীন এক ব্যবস্থার দিকে এগোনো। তবে তাঁর এই ভাবনা অন্ধ অনুকরণ নয় বরং ভারতীয় বাস্তবতায় অভিযোজিত। একটি বিষয় এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, গান্ধির অহিংস আন্দোলনের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের বিরোধ সম্পূর্ণভাবে আদর্শগত এবং কৌশলগত, ব্যক্তিগত স্তরে অসম্মানের কোনও জায়গাই ছিল না। সশস্ত্র সংগ্রামের পথে গিয়ে সুভাষচন্দ্র যখন উত্তর-পূর্ব দিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে প্রবেশ করলেন, তার আগে দেশমাতৃকা এবং জাতির জনকের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়েছিলেন।

সুতরাং গান্ধিজির সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের বিরোধ নিয়ে বহুল আলোচিত গল্পগাথার অনেকটাই ভিত্তিহীন। আসলে নেতাজি বিশ্বাস করতেন, ব্রিটিশ রাষ্ট্রযন্ত্রকে কেবলমাত্র নৈতিক আহ্বানে নত করা যাবে না, সশস্ত্র প্রতিরোধ জরুরি এবং এর জন্য যা যা করার সব করতে হবে। ঠিক এই আদর্শগত জায়গাতেই গান্ধিজির সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ। পরবর্তী সময়ে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষেও সুভাষচন্দ্রের কিছু পদক্ষেপ নিয়ে বিতর্ক হয়েছে, বিশেষত হিটলার এবং তোজোর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ এবং সাহায্যপ্রার্থনা আজও বিতর্কের বিষয় কিন্তু এটাও পাশাপাশি সত্যি, তিনি তাঁর কূটনৈতিক ভাবনায় যুক্তিসংগতভাবেই এগিয়েছিলেন।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এক ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের প্রতীক— যেখানে আদর্শ, কৌশল ও বাস্তবতার সংঘাত স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। স্বাধীনতা আন্দোলনের মূলধারার বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁর রাষ্ট্রভাবনা, ক্ষমতার ধারণা ও আন্তর্জাতিক সমীকরণের ব্যবহার এক বিকল্প রাজনৈতিক পথের ইঙ্গিত দেয়। আজকের আদর্শহীন ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতির প্রেক্ষিতে নেতাজি তাই কেবল অতীতের কোনও চরিত্র নন, বরং এক অমীমাংসিত প্রশ্ন— যার উত্তর এখনও সময় নিজেই খুঁজে চলেছে।

আজাদ হিন্দ ফৌজ

সুভাষচন্দ্রের আন্তর্জাতিক কূটনীতি এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন তাঁর সবচেয়ে দৃঢ় এবং সাহসী পদক্ষেপ। এই পদক্ষেপে তাঁর নেতৃত্বের তিনটি দিক স্পষ্ট – সাংগঠনিক ক্ষমতা, প্রেরণা এবং কূটনীতি। প্রবাসী ভারতীয়দের সাহায্য নেওয়া এবং জার্মানির হাতে বন্দি ভারতীয় সেনাদের নিয়ে আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠন সুভাষচন্দ্রের সাংগঠনিক ক্ষমতার প্রমাণ। রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতার আহ্বান নিছকই স্লোগান ছিল না সেদিন, তার বাইরেও ছিল এক মনস্তাত্ত্বিক অস্ত্র এবং জার্মানি ও জাপানের সঙ্গে জোট যতই বিতর্কিত হোক, ঔপনিবেশিক শাসন ভেঙে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করতে আন্তর্জাতিক শক্তিসমীকরণের ব্যবহার ছিল বাস্তববাদী রাজনীতি।

আরও বেশি প্রাসঙ্গিক

সময় যতই এগোচ্ছে, আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় রাজনীতির আদর্শহীনতা এবং ব্যক্তিস্বার্থের পঙ্কিলতায় আমরা যতই আবর্তিত হচ্ছি, যতই অসহায়ত্ব আমাদের গ্রাস করছে, তত যেন তিনি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছেন। ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছি গান্ধিজির সঙ্গে সুভাষের আদর্শগত লড়াইয়ের কথা। এ প্রসঙ্গেই সামান্য সংযোজন জরুরি, আদর্শগত চূড়ান্ত বিরোধ কিন্তু হয়েছিল জওহরলালের সঙ্গেও তবে কংগ্রেসের মধ্যে গান্ধিজির অনুগামীদের সুভাষচন্দ্রকে রাজনৈতিকভাবে শেষ করে দেওয়ার নীতিগত বিরোধিতা কিন্তু নেহরু করেছিলেন। Sarvepalli Gopal তাঁর গ্রন্থের (Jawaharlal Nehru, vol.1) এক জায়গায় লিখেছেন – "He disapproved of the manner in which Bose was being hounded out after winning an election…." !

আজও এক ট্র্যাজিক নায়ক

এই নতুন সহস্রাব্দের ২৩ জানুয়ারিতে বসে আমরা আবেগহীনভাবে নির্মোহ দৃষ্টিতে সুভাষচন্দ্রকে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে হয়তো-বা বিশ্লেষণ করতে পারব না কারণ আজও যে তিনি বাঙালি তথা ভারতবাসীর হৃদয়ে ভীষণভাবেই বর্তমান। সম্পূর্ণ আবেগমুক্ত হয়ে নেতাজিকে বিচার করার জন্য আমাদের আরও অনেকটা সময় অপেক্ষা করতে হবে। ইতিহাসের চুলচেরা বিশ্লেষণে তাঁর জীবনকে, রাজনৈতিক ভাবনাকে আমাদের দেখার সময় আসেনি কারণ আজও আমাদের কাছে তিনি এক Tragic Hero, 'সদা জাগ্রত এক জিজ্ঞাসা'...!

(লেখক প্রাবন্ধিক)

আজ

১৮২৩

শিক্ষাবিদ ও সমাজসংস্কারক প্যারীচরণ সরকারের জন্ম আজকের দিনে।

১৯৮৯

স্পেনের চিত্রশিল্পী সালভাদোর দালির মৃত্যু আজকের দিনে।

আলোচিত

ফর্ম-৭ গ্রহণ না হলে এবং ফর্ম-৬ আপলোড না হলে ভোট হওয়ার কোনও অর্থ নেই। নো এসআইআর, নো ভোট। ১২টি রাজ্যে এসআইআর হচ্ছে, অথচ আগুন জ্বলছে শুধু বাংলায়। ভুয়ো ও মৃত ভোটারের নাম বাদ গেলে ক্ষমতায় থাকা যাবে না বুঝে তৃণমূল এসআইআর বানচালের ষড়যন্ত্র করছে।

– শমীক ভট্টাচার্য

ভাইরাল/১

নয়াদিল্লিতে রাস্তার ম্যানহোলে নেমে সাফাইয়ের কাজ করছেন এক প্রৌঢ়। প্রবল শীতেও তাঁর গায়ে হাফহাতা টি-শার্ট। উশকোখুশকো চুল, রুক্ষ চেহারা। দেখে চৌধুরী হানজালা আলি নামে এক তরুণ তাঁর পরনের হুডি খুলে ওই সাফাইকর্মীকে পরিয়ে দেন ও আলিঙ্গন করেন।

ভাইরাল/২

বিয়ের পর বৌ নিয়ে বাড়ি ফিরেছে ছেলে। গেটের সামনে চলছে বরণ। বরের মা ছেলেকে মিষ্টিমুখ করানোর সময় অসাবধানতাবশত চামচ থেকে রসগোল্লাটি মাটিতে পড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কনে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় হাত বাড়িয়ে মিষ্টিটি লুফে নেন।

জনমন জনমত

উপাসনা নাকি প্রদর্শনের উৎসব?

একালের সরস্বতীপুজো আর শুধু বিদ্যার আরাধনায় সীমাবদ্ধ নেই, সে যেন সময়ের আয়নায় দাঁড়িয়ে থাকা এক দ্বিধাগ্রস্ত উৎসব। একদিকে বীণা হাতে শুভ্রবসনা সরস্বতী, অন্যদিকে রঙিন আলো, ক্যামেরার ঝলকানি আর মুহূর্ত বন্দি করার অদম্য তাড়া। এই দুইয়ের মাঝখানেই আজকের সরস্বতীপুজো তার অর্থ খুঁজে ফেরে।

আগে বসন্তপঞ্চমীর সকালে বইখাতা বুকে জড়িয়ে বসে থাকত এক আশ্চর্য নীরবতা। কলমে ছিল লাজুকতা, পাতায় ছিল স্বপ্ন। আজ সেই জায়গায় ঢুকে পড়েছে রিল, স্টোরি আর 'পারফেক্ট ফ্রেম'-এর খোঁজ। সরস্বতীর সামনে মাথা নত করার আগেই মোবাইল তুলে নেওয়া হয়- বিদ্যার প্রার্থনা যেন ধীরে ধীরে দৃশ্যমান হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় বদলে যাচ্ছে।

একালের সরস্বতীপুজো আসলে আমাদেরই প্রতিচ্ছবি। আমরা একদিকে সাফল্যের প্রদর্শনে ব্যস্ত, অন্যদিকে গভীরে কোথাও জানি, বিদ্যা মানে শুধু ফলাফল নয়, বিদ্যা মানে সংযম, প্রশ্ন করতে শেখা, অন্যায়কে না বলা। সরস্বতীর বীণার তার যেন আজও কাঁপে সেই প্রশ্নে, আমরা কি সত্যিই শিখছি, না কেবল তথ্য সংগ্রহ করছি?

এই পুজো তাই আমাদের কাছে শুধু উৎসব নয়, এক ধরনের আত্মসমীক্ষা। মণ্ডপের আলো নিভে গেলে, ফুল শুকিয়ে গেলে, ছবির লাইক কমে গেলে তখন কী থাকে? থাকে কি সেই শেখার দায়বদ্ধতা, সেই মানবিক বোধ? যদি থাকে, তবেই সরস্বতী আমাদের জীবনে সত্য হয়ে ওঠেন।

শমিত বিশ্বাস
সূর্য সেন কলোনি, শিলিগুড়ি।

২৩ জানুয়ারি হোক দেশপ্রেম দিবস

যখনই নেতাজির জন্মদিনটি আসে তখনই এক শ্রেণির পেশাদার রাজনৈতিক নেতা, যাঁরা মনেপ্রাণে নেতাজির নীতি, আদর্শ, ত্যাগ, সংগ্রাম ও কর্মকাণ্ডকে সামাজিক ও ব্যক্তিজীবনে রূপ দিতে আজও সক্ষম হননি, তাঁরাই শুধু এই দিনটিকে পালনের জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়েন। যেই ২৩ জানুয়ারি পার হয়ে যায় সবাই তখন চুপচাপ। যে নেতাজি আমাদের মন, প্রাণ, হৃদয় অন্তর সর্বকাল জুড়ে রয়েছেন, সেই মহান দেশপ্রেমিক ও চিরসংগ্রামী ভারতের শ্রেষ্ঠ রত্নকে কি ভারতবাসী কখনও ভুলতে পারে, নাকি ভোলা যায়?

নেতাজির মতো মহান ও তেজস্বী নেতার বিকল্প আজও যে জন্মাননি, সেকথা ইতিহাসই বলে। অথচ এহেন এক মৃত্যুঞ্জয়ী আদর্শবাদী, ত্যাগী মহান নেতাকে সামনে রেখে এক শ্রেণির স্বার্থান্বেষী পেশাদার রাজনীতিক কথায় কথায় নিজেদের নেতাজিপ্রেমী বলে জাহির করেন, শুধুমাত্র নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতেই ব্যস্ত থাকেন।

তাই দেশবাসীর দাবি অনুযায়ী নেতাজির জন্মদিনটিকে জাতীয় দেশপ্রেম দিবস হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার অবিলম্বে ঘোষণা করুক এবং সেইসঙ্গে মৃত্যুঞ্জয়ী মহান দেশপ্রেমিক নেতাজিকে 'ভারতরত্ন' খেতাবে ভূষিত করা হোক। নচেৎ দেশবাসী মনে করবে নেতাজিকে প্রকৃত সম্মান ও শ্রদ্ধা জানাতে আন্তরিক নয় কেন্দ্রীয় সরকার।

নেপাল দে সরকার
১ নম্বর ডাবগ্রাম কলোনি, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

নাগর নদীর তীরে ইতিহাসের নীরব সাক্ষ্য

উত্তর দিনাজপুরের বাহিন জমিদারবাড়ি ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনের নতুন সম্ভাবনা উন্মোচন করছে।

চন্দ্রসিংহ মণ্ডল

উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ মহকুমার বাহিন গ্রামে শতাব্দীপ্রাচীন বাহিন জমিদারবাড়ি আজও অতীতের গৌরব বহন করে দাঁড়িয়ে আছে। বাহিন, চূড়ামন ও ভূপালপুর- এই তিন জমিদার বংশ ছিল জেলার সবচেয়ে প্রভাবশালী ঐতিহাসিক শক্তি। জনশ্রুতি অনুযায়ী, বাহিন জমিদাররা চূড়ামন জমিদার বংশের শাখা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। চূড়ামন এস্টেটের প্রতিষ্ঠাতা ঘনশ্যাম কুণ্ডু নবাব আলিবর্দি খাঁর কর্মচারী ছিলেন এবং পরবর্তীতে রায়চৌধুরী উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁর উত্তরসূরিরাই বাহিন এলাকায় জমিদারি বিস্তার করেন এবং বাহিন গ্রামে পৃথক এস্টেট গড়ে তোলেন। দুই পরিবারই রায়চৌধুরী পদবি ব্যবহার করতেন এবং তৎকালীন প্রশাসনিক কাঠামোয় উচ্চ মর্যাদা লাভ করেন।

বাহিন জমিদারবাড়ি রায়গঞ্জ শহর থেকে প্রায় ১২ কিলোমিটার পশ্চিমে নাগর নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত। নদীর অপর পাড়ে বিহারের কাটিহার জেলার খিজনডারি গ্রাম অবস্থিত। ফলে মোগল ও ব্রিটিশ আমলে এই অঞ্চল জলপথ-নির্ভর বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে। নাগর নদী হিমালয়ের পাদদেশ থেকে উৎপন্ন হয়ে কুলিক নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে মহানন্দায় মেশে এবং বাহিন এস্টেটের বাণিজ্য এই নদীপথেই পরিচালিত হয়।

জমিদার ঈশ্বরচন্দ্র রায়চৌধুরী ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে নাগর নদীর তীরে প্রাসাদ নির্মাণ করেন। প্রাসাদে পোড়া ইট, লোহার দণ্ড, চুন-সুরকি এবং ব্যাসল্ট পাথরে খোদিত দেবদেবীর নকশা ব্যবহৃত হয়। স্থাপত্যে ইন্দো-সারাসেনিক শৈলীর প্রভাব দেখা যায় এবং

খিলানযুক্ত প্রবেশপথ, সূক্ষ্ম জালি ও মিনারসদৃশ মোটিফ নির্মিত হয়। একসময় দোতলা প্রাসাদের বারান্দা থেকে নাগর নদী ও বিহারের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা যেত। নদীর দিকে ধাপে নামা স্নানঘাটে জমিদার পরিবারের নারীরা জলক্রীড়া করতেন।

প্রাসাদ সংলগ্ন অঞ্চলজুড়ে মন্দির, কাছারি, কুঠি ও পুকুর বিস্তৃত ছিল। বর্তমানে উঁচু ঢিপি এলাকায় বাহিন বাসস্ট্যান্ড ও বাজার গড়ে উঠেছে। স্থানীয় যোগেন্দ্রনাথ দাশের সাক্ষ্যে জানা যায় যে, শৈশবে তিনি প্রাসাদের সম্পূর্ণ কাঠামো দেখেছেন। জনশ্রুতি ও সীমিত নথির উপর ভিত্তি করেই আজ ইতিহাস পুনর্গঠন করা হচ্ছে।

বাহিন এস্টেটের অধীনে বিহারের বিস্তীর্ণ অঞ্চল, হাটবাজার ও কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি পরিচালিত হত। মো-গল আমলে মনসবদারি প্রথায় জমিদাররা সেনা সরবরাহ করতেন। ১৭৯৩ সালে কর্নওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারি ব্যবস্থাকে আইনি রূপ দেয়। পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫৩ সালের এস্টেট অ্যাকুইজিশন অ্যাক্টে এই প্রথার অবসান ঘটে।

শিক্ষা বিস্তারে উদয়নচন্দ্র রায়চৌধুরীর অবদান উল্লেখযোগ্য। নন্দলাল সিং বিহার বিধানসভার সদস্য হন এবং রাজেন্দ্র প্রসাদের সহযোগী হিসেবে পরিচিতি পান। জনশ্রুতি অনুযায়ী, ঈশ্বরচন্দ্র রায়চৌধুরী নাগর নদী থেকে প্রাপ্ত দুর্গামূর্তি স্থাপন করে পুজোর সূচনা করেন। পরবর্তীকালে ডাকাতির আতঙ্কে ১৯৬৫ সালে পরিবার প্রাসাদ ত্যাগ করে এবং ভারত সেবাশ্রমকে দায়িত্ব দেয়। ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গ ঐতিহ্য কমিশন প্রাসাদকে হেরিটেজ বিল্ডিং ঘোষণা করে। আজ এই ঐতিহাসিক অঞ্চলকে কেন্দ্র করে পরিকল্পিত পর্যটনশিল্প গড়ে উঠলে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব।

(লেখক প্রাবন্ধিক। বালুরঘাটের বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৫২

★	১		২	★	৩	৪	★
★		★	৫		★		★
★		★		★	৬		৭
★	৮			★	★	★	
৯	★	★	★	১০		১১	★
১২	১৩		★		★		★
★		★	১৪		★		★
★	১৫		★	১৬			★

পাশাপাশি : ১। থেমে থেমে চলার ভঙ্গি ৩। চক্রবাক পাখি ৫। আশকরা ৬। নারীর কেশবিন্যাস ৮। ফাজিল লোক ১০। মাহাত্ম্য, গৌরব ১২। উন্নত, উচ্চ ১৪। টুপিবিশেষ ১৫। দেবরাজ ইন্দ্রের পত্নী, শ্রীচৈতন্যের মা ১৬। ভৃত্য, পরিচারক।

উপর-নীচ : ১। জলরাশির ভরপুর ভাব ২। চাঁদ, শিব ৪। মহাভারতে বর্ণিত ইন্দ্রপ্রস্থের নিকটস্থ অরণ্যবিশেষ ৭। প্রণালী, পদ্ধতি, ধরন, প্রথা ৯। ভূমিপুত্র, মঙ্গলগ্রহ, আকাশ ১০। অতি ধার্মিক বা মহৎব্যক্তি, যে ব্যক্তি মূলধন জোগায়, বৈষ্ণব পদকর্তা ১১। যে মাসের পূর্ণিমা মৃগশিরা নক্ষত্রযুক্ত, অগ্রহায়ণ মাস ১৩। উধাও, অদৃশ্য

সমাধান ■ ৪৩৫১

পাশাপাশি : ১। বড়াই ৩। দানাপানি ৪। মহান ৫। ধন্যবাদ ৭। লহু ১০। রবি ১২। হাতযশ ১৪। ধরনা ১৫। শস্যাগার ১৬। তর্জন।

উপর-নীচ : ১। বৎসল ২। ইমন ৩। দানধর্ম ৬। বাজার ৮। হুজ্জত ৯। শশধর ১১। বিবিজান ১৩। বনাত।

বিন্দুবিসর্গ

নেতাজি জন্মজয়ন্তীর আগে সাফাই। বৃহস্পতিবার আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

এসআইআর-এর জেরে থমকে রাস্তা সংস্কার

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

রাঙ্গালিবাজনা, ২২ জানুয়ারি : এসআইআর নিয়ে পঞ্চায়েতের কর্মীরা ব্যস্ত। সেজন্য নাকি বেহাল রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু করা যাচ্ছে না, দাবি মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের খয়েরবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মন্টু রায়ের। এর জেরে মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের রাঙ্গালিবাজনা চৌপথি থেকে ফালাকাটার পাঁচমাইল পর্যন্ত ১৪ কিমি রাস্তাটির বেহাল দশায় এলাকাবাসী ক্ষুব্ধ।

গত ৮ ও ৯ জানুয়ারি মেরামতের দাবিতে খয়েরবাড়ির মুন্সিপাড়ায় স্থানীয় বাসিন্দারা পথ অবরোধ করেন। ৯ জানুয়ারি মাদারিহাটের বিডিও অমিতকুমার চৌরাসিয়া, খয়েরবাড়ির পঞ্চায়েত প্রধান মন্টু রায় ও তৃণমূলের খয়েরবাড়ির (পশ্চিম) অঞ্চল সভাপতি জবাইদুল ইসলাম অবরোধকারীদের সঙ্গে বৈঠক করেন। সিদ্ধান্ত হয়, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা প্রকল্পের টাকায় তৈরি ওই রাস্তাটির খয়েরবাড়ির বেহাল অংশ মেরামত করে আপাতত চলাচলের উপযোগী করে তুলবে গ্রাম পঞ্চায়েত। রাস্তাটি পুনর্নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয়েছে বলেও বিডিও জানান। সেদিন পঞ্চায়েত প্রধান জানিয়েছিলেন, দু'তিনদিনের মধ্যে আর্থমুভার দিয়ে রাস্তাটির এবড়োখেবড়ো অংশগুলি বালি-বজরি দিয়ে বোজানো হবে। কিন্তু বৃহস্পতিবার পর্যন্ত রাস্তাটি সংস্কারের কাজ শুরু হয়নি। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের কথায়, 'এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে পঞ্চায়েতের কর্মীরা ব্যস্ত থাকায় সংস্কারের কাজ শুরু করা যাচ্ছে না।'

- এসআইআরের কাজ নিয়ে পঞ্চায়েত কর্মীরা ব্যস্ত
- যে কারণে বেহাল রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু করা যাচ্ছে না
- ১৪ কিমি রাস্তাটির বেহাল দশায় এলাকাবাসীর মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে।

বেহাল রাস্তাটির অনেক জায়গায় পিচের চাদর উঠে গিয়েছে। বড় বড় গর্তে ভরা রাস্তায় দুর্ঘটনা ঘটছে। ওই রাস্তা দিয়ে রাঙ্গালিবাজনা থেকে ফালাকাটা পর্যন্ত বেশ কয়েকটি ম্যাক্সিক্যাব চলে। এছাড়া প্রচুর ট্রাক, ছোট গাড়ি ও টোটো চলাচল করে। ভুক্তভোগীদের অনেকে বেহাল রাস্তা এড়িয়ে চলছেন। রাঙ্গালিবাজনা চৌপথি থেকে মাদ্রাসা মোড় পর্যন্ত ওই রাস্তাটির বেহাল আড়াই কিমি অংশ এড়াতে অনেকে ঘুরপথে রায়পাড়া কাজিপাড়ার সরু পাকা রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করছেন। মুন্সিপাড়ার রফিক হোসেন বলেন, 'অবরোধের দ্বিতীয় দিন পঞ্চায়েত প্রধান, বিডিও দু'তিনদিনের মধ্যে রাস্তা সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দেন। এরপর অবরোধ তোলা হয়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সংস্কারের কাজ শুরু হল না। রাস্তায় চলাই মুশকিল।' মুন্সিপাড়ার আরেক বাসিন্দা মিরজাফল হোসেন জানান, এই রাস্তা দিয়ে নেতা ও জনপ্রতিনিধিরা চলাচল করেন। অথচ সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরও তাঁদের দেখা নেই।

মাদারিহাটের বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পো বলেন, 'পুনর্নির্মাণের পরিকল্পনা করতে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের বাস্তুকাররা রাস্তাটি পরিদর্শন করেছেন।'

উদ্বেগ ফালাকাটা ব্লকের দুই পরিবারে
নিখোঁজ দুই পরিযায়ী

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ২২ জানুয়ারি : গত অক্টোবর মাসে ফালাকাটার লছমনডাবরি গ্রামের হাঞ্জলা ফিরদৌস কেরলে কাজ করতে গিয়ে ট্রেনেই নিখোঁজ হয়েছিলেন। কয়েকদিন পর ওড়িশায় তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। এবার পাশের গ্রাম শিবনাথপুরের দুই পরিযায়ী শ্রমিক কেরলে যাওয়ার পথে নিখোঁজ হয়েছেন। একজনের নাম রাজীব মুন্ডা, অন্যজনের রাজেশ ওরাওঁ। বুধবার রাজীবের পরিবার থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে। ফালাকাটা থানার আইসি প্রশান্ত বিশ্বাস বলেন, 'নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'

ফালাকাটা ব্লকে শালকুমার গ্রাম পঞ্চায়েতের শিবনাথপুর গ্রামের বাসিন্দা রাজেশ ও রাজীব গত রবিবার কাজের জন্য কেরলের উদ্দেশে রওনা দেন। ওই দুজন আগেও বহুবার কেরলে গিয়ে শ্রমিকের কাজ করেছেন। কিন্তু এবার কেরলে যাওয়ার সময় রাজীব ট্রেনে অসুস্থ বোধ করায় ওড়িশার ভুবনেশ্বর স্টেশনে দুজন নেমে যান এবং কেরলে না গিয়ে বাড়ি ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন। এরপর রাজেশ ও রাজীব একসঙ্গেই ভুবনেশ্বর থেকে হাওড়াগামী ট্রেনে ওঠেন। মঙ্গলবার বিকেলে তাঁরা হাওড়া পৌঁছান। কিন্তু এরপর আচমকা রাজীব হারিয়ে যান। এই পুরো বিবরণী রাজেশ তাঁর পরিবারকে ফোন মারফত জানিয়েছিল। কিন্তু এখন রাজেশের ফোনও বন্ধ। দুজনের কারও কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। তাই উদ্বেগ বেড়েছে দুই পরিবারেরই।

ছেলের অপেক্ষায় মা। ফালাকাটার শিবনাথপুর গ্রামে বৃহস্পতিবার।

বৃহস্পতিবার শিবনাথপুর গ্রামে গিয়ে দেখা গেল, রাজীবের পরিবার বেশি দুশ্চিন্তায়। রাজীবের বাবা মৃত। বাড়িতে মা, স্ত্রী ও দুই মেয়ে রয়েছে। তবে রাজীবের স্ত্রী অঞ্জলি মুন্ডা ছোট মেয়েকে নিয়ে বাপের বাড়িতে গিয়েছেন। বড় মেয়ে রিতিকা মুন্ডা তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ে। সে অবশ্য কিছুই বুঝতে পারছে না। শুক্রবার সরস্বতীপুজো। তাই স্কুলে যাবে। কিন্তু ঠাকুমার কথা শুনে মাঝেমধ্যে সে থমকে যাচ্ছে।

রাজীবের মা কায়রি মুন্ডা বলেন, 'রাজেশ মঙ্গলবার বিকেল পর্যন্ত আমাদের ফোনে সব ঘটনা জানিয়েছিল। আমার ছেলে তো অসুস্থ ছিল না। ট্রেনে কী হয়েছে সেটা রাজেশ ভালো বলতে পারবে। আর এখন তো রাজেশের সঙ্গেও যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। পুলিশকে সবটাই জানিয়েছি। জানি না, কী হবে।' ফলে ট্রেনে রাজীবের যে কী হয়েছিল, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে, রাজেশের বাড়িতে কারও দেখা পাওয়া যায়নি। তাঁর এক দাদা কেরলে কাজ করেন। রাজেশের স্ত্রী মায়া ওরাওঁ একমাত্র মেয়েকে নিয়ে বাপের বাড়িতে গিয়েছেন।

> **আমার ছেলে তো অসুস্থ ছিল না। শুনলাম ট্রেনে ওর শরীর খারাপ হওয়ায় রেল পুলিশ দুজনকে নামিয়ে দেয়। এরপর ওরা হাওড়া ফিরেছিল। হাওড়ায় নেমে আমার ছেলে নিখোঁজ। আর এখন রাজেশের সঙ্গেও যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। তাঁর ফোন বন্ধ।**
>
> **কায়রি মুন্ডা**
> *রাজীব মুন্ডার মা*

উদ্বোধন

কামাখ্যাগুড়ি, ২২ জানুয়ারি : বৃহস্পতিবার কামাখ্যাগুড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১০/১৫৪ নম্বর বুথ এলাকায় কুমারগ্রাম বিধানসভার বিধায়ক মনোজকুমার ওরাওঁ কালভার্টের উদ্বোধন করেন। বিধায়ক তহবিল থেকে ৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই কালভার্ট নির্মাণ হয়েছে। ওই এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য অলোক রায় বলেন, 'দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে আমাদের এই এলাকায় বাঁশের সাঁকোর উপরে নির্ভর করে যাতায়াত করতে হত। এই কালভার্ট নির্মাণের ফলে আমাদের সমস্যার সমাধান হল।'

সভা

শীতলকুচি, ২২ জানুয়ারি : বৃহস্পতিবার শীতলকুচির গোঁসাইরহাটে এসআইআর-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে তৃণমূল কংগ্রেস। এদিন সভা থেকে শীতলকুচির পরিযায়ী শ্রমিক হিমাঙ্কর পালের মৃত্যু নিয়ে সরব হয়েছেন দলের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী। অরূপ বলেন, 'বিজেপির নির্দেশে নির্বাচন কমিশন এই কাজ করছে।'

পঞ্জিকা বলতে একটাই
নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য
© শ্রীমদন গুপ্তের ফুল পঞ্জিকা ®
Trade Mark Registered

ভারত সরকার প্রদত্ত
চিহ্ন দেখিয়া পঞ্জিকা কিনুন
© COPYRIGHT REGISTERED
THE BEST PANJIKA

অবশেষে বক্সা টাইগার রিজার্ভে বন দপ্তরের ট্র্যাপ ক্যামেরায় ধরা পড়েছে বিশালাকার রয়েল বেঙ্গল টাইগারের পূর্ণ অবয়ব। তবে ছবিটি কবেকার তা নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। বৃহস্পতিবার ক্যামেরার ফুটেজ পরীক্ষার সময় ছবিটি বনকর্মীদের নজরে আসে। বাঘটি বর্তমানে বক্সা সংলগ্ন ভারত-ভুটান সীমান্তে ঘোরাফেরা করছে বলে দাবি বন দপ্তরের। তথ্য : অভিজিৎ ঘোষ

আশাকর্মীদের বিক্ষোভ

আলিপুরদুয়ার ও কালচিনি, ২২ জানুয়ারি : বুধবার কলকাতায় আন্দোলন করতে গিয়ে আশাকর্মীরা বাধা পান এবং তাঁদের হেনস্তা করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে। সেই হেনস্তার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে বিক্ষোভ দেখান আশাকর্মীরা। কলকাতা থেকে ট্রেনে স্টেশনে ফেরেন আশাকর্মীরা। সেখানেই বিক্ষোভ দেখানো হয়। পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটির জেলা সম্পাদিকা তাপসী চন্দ বলেন, 'রাজ্যজুড়ে আমাদের আন্দোলন চলছে। এদিন আমারও আন্দোলন করলাম।'

অন্যদিকে, কালচিনির লতাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল চত্বরেও বিক্ষোভ দেখান পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের সদস্যরা। বেলা ১২টা থেকে প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে বিক্ষোভ চলে।

উদয়নের হাত ধরে উন্নয়নের পথে দিলীপ

কোচবিহার, ২২ জানুয়ারি : হাতের কাছেই উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী রয়েছেন। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কোচবিহার শহরে নানা উন্নয়নমূলক কাজ করতে পারতেন প্রাক্তন চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। কিন্তু শুধুমাত্র 'ইগোর' কারণে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের কাছে কোচবিহার পুরসভা কোনও প্রকল্পের প্রস্তাব জানায়নি বলে অভিযোগ। কাউন্সিলারদের অনুরোধে শহরে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের কাজ হলেও পুরসভার তরফে কোনও আবেদন জমা পড়েছে কি না তা মনে করতে পারছেন না মন্ত্রী উদয়ন গুহ। যদিও ওই অভিযোগ মানতে নারাজ প্রাক্তন চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ।

উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রীর সঙ্গে তিক্ত সম্পর্ক রেখে তাঁর পূর্বসূরি যে ভুল করেছিলেন তা বেশ ভালোভাবেই টের পেয়েছেন নয়া চেয়ারম্যান দিলীপ সাহা। সেই কারণে উদয়নের সঙ্গে পুরসভার সুসম্পর্ক তৈরি করে শহরের বিভিন্ন কাজের প্রস্তাব পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছেন তিনি। দিলীপের কথায়, 'শহরের উন্নয়নের জন্য উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রীর কাছে বেশ কিছু প্রস্তাব পাঠানো হবে। আমাদের জেলাতে যখন একজন মন্ত্রী রয়েছেন, তাই সেখান থেকে যতটা বেশি সম্ভব উন্নয়ন করে নেওয়াই আমাদের লক্ষ্য।'

উন্নত এলএইচবি নেই তিস্তা-তোর্ষা, রাজ্যরানিতে

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২২ জানুয়ারি : অমৃত ভারত কিংবা বন্দে ভারত স্লিপার, উত্তরবঙ্গে চলাচলের জন্য আধুনিক প্রযুক্তির বিভিন্ন ট্রেন উদ্বোধন হয়েছে। তবে তিস্তা-তোর্ষা কিংবা রাজ্যরানি এক্সপ্রেসের মতো কিছু ট্রেনে এখনও পুরোনো আইসিএফ কোচ ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে ওই সব ট্রেনে যাত্রী সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। নিউ আলিপুরদুয়ার থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত যাত্রা করে তিস্তা-তোর্ষা এক্সপ্রেস। অপরদিকে রাজ্যরানি এক্সপ্রেস আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশন থেকে অসমের শিলঘাট টাউন পর্যন্ত যায়। এবিষয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের সিনিয়ার ডিসিএম আশিফ আলি বলেন, 'তিস্তা-তোর্ষা এক্সপ্রেস রক্ষণাবেক্ষণ করে পূর্ব রেল। তবে রাজ্যরানি এক্সপ্রেসে এলএইচবি কোচের বিষয়ে আমাদের এখনও কিছু জানা নেই। রেলমন্ত্রকের তরফে কোনও বিজ্ঞপ্তি দিলে তবেই জানা সম্ভব হবে।'

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের সিকিম-মহানন্দা এক্সপ্রেস, পূর্ব রেলের সরাইঘাট এক্সপ্রেস, পদাতিক এক্সপ্রেস, কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসে এলএইচবি কোচ রয়েছে। তবে তিস্তা তোর্ষার মতো ট্রেনে তা নেই। আইসিএফ কোচ প্রায় ৩০ বছরের পুরোনো। ঘণ্টা প্রতি ৯০ বা ১১০ কিলোমিটারের বেশি গতিতে ছুটতে পারে না। অপরদিকে, এলএইচবি কোচগুলি দুর্ঘটনায় কিংবা সংঘর্ষে দুমড়েমুচড়ে যাওয়ার ভয় থাকে না। এই কোচগুলির বেশিরভাগ স্টেনলেস স্টিল দিয়ে তৈরি হয়। এছাড়া উচ্চগতিতে দক্ষ ব্রেকিংয়ের জন্য কোচে একটি উন্নত ডিস্ক ব্রেক সিস্টেম থাকে। এলএইচবি কোচের ট্রেনগুলি ঘণ্টা প্রতি ১৬০ থেকে ২০০ কিলোমিটার পর্যন্ত ছুটতে পারে।

আইসিএফ কোচের কাঠামো হালকা ইস্পাত দিয়ে তৈরি এবং বেশিরভাগই পুরোনো মডেল। ফলে দুর্ঘটনার কবলে পড়লে ক্ষতির আশঙ্কা বেড়ে যায়। তাপস রায় নামে এক মাছ ব্যবসায়ী কলকাতা থেকে আলিপুরদুয়ার নিয়মিত যাতায়াত করেন। তিনি জানান, তিস্তা তোর্ষার মতো ট্রেনে এলএইচবি কোচ দেওয়া হলে যাত্রী নিরাপত্তাও সুনিশ্চিত থাকবে।

রিকভারি এজেন্ট পরিচয়ে তোলাবাজি

শিলিগুড়ি, ২২ জানুয়ারি : রাতে তোলাবাজি, সকালে 'রিকভারি এজেন্ট'। রামকৃষ্ণ মিশন কাণ্ডে জেলহাজতে যাওয়ার পর এমনই পরিকল্পনা নিয়েছিল কেজিএফ গ্যাংয়ের সদস্যরা। জেলহাজত থেকে একে একে জামিন পাওয়ার পর সেই পরিকল্পনামতোই কাজ করছে তারা। খাতায়-কলমে বর্তমানে তারা এনজেপি এলাকার একটি রিকভারি এজেন্সির কর্মী। সেই 'ট্যাগ'কে সামনে রেখে দিনেদুপুরে ইস্টার্ন বাইপাস ও সংলগ্ন সেবক রোড, এনজেপি এলাকায় নিজেদের দাপট দেখিয়ে চলেছে ওই দুষ্কৃতীরা। রাস্তায় ইচ্ছামতো টু হুইলার দাঁড় করিয়ে খুলে নেওয়া হচ্ছে চাবি। গলা উঁচু করে দাবি করা হচ্ছে, বাইকের 'ইএমআই' বাকি রয়েছে। তাদের ফাঁদে পড়ে গেলেই টাকাপয়সা দিয়ে 'জান-মান' বাঁচাচ্ছেন অনেকে।

হঠাৎ করে পুলিশের নজরে পড়ে গেলে এগিয়ে আসছে ওই 'রিকভারি এজেন্সি'। সেক্ষেত্রে বলা হচ্ছে, ওই রিকভারি এজেন্টরা ভুল বাইক ধরেছে। বাস্তবে অনেকে ইএমআই বাকি রেখেই টু হুইলার অন্য লোককে বিক্রি করে দিচ্ছে। দিনের আলোয় চলা এধরনের ঘটনা নজরে এসেছে বলে স্বীকার করছেন শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং। তাঁর বক্তব্য, 'অভিযোগ দায়ের হলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

মনোজের বিরুদ্ধে সরব প্রকাশ

আলিপুরদুয়ার, ২২ জানুয়ারি : বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার জেলা তৃণমূল কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে লোকসভার সাংসদ মনোজ টিগ্গার বিরুদ্ধে একগুচ্ছ অভিযোগ তুললেন রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক। রেলের বিভিন্ন পরিষেবা চালু নিয়ে এদিন প্রকাশ মনোজকে নিশানা করেন। প্রকাশের বক্তব্য, আলিপুরদুয়ারে বিভিন্ন ট্রেনের স্টপের দাবি তিনি রেলমন্ত্রীকে জানিয়েছেন। এমনকি আগামী বাজেট অধিবেশনেও তিনি নানান দাবি তুলে ধরবেন। তবে মনোজ সংসদে কোনও প্রশ্ন করেন না। প্রকাশের কথায়, 'আমি সংসদে এখনও পর্যন্ত ১৬২টি প্রশ্ন তুলেছি। তবে মনোজকে সেই ভূমিকায় দেখা যায় না।'

অন্যদিকে গত কয়েকমাস থেকে প্রকাশ যে পিএফ কেলেঙ্কারির কথা বলে আসছেন, এদিনও একই অভিযোগ তোলেন। প্রকাশের কথায়, মনোজ সহ বিজেপির বিধায়করা জীবিত ব্যক্তিকে মৃত শংসাপত্র দিয়েছেন। এটা করে পিএফ অফিস থেকে প্রচুর টাকা তোলা হয়েছে। প্রকাশ আরও বলেন, 'আমি পিএফ অফিসে চিঠি দিয়ে বিভিন্ন বাগানের শ্রমিকের তথ্য চাইব। সেটা পেলে যাচাই করা হবে কোন বাগানের কত শ্রমিককে মৃত দেখিয়ে টাকা তোলা হয়েছে।' অন্যদিকে, রেলের জমিতে হাসপাতাল কেন করা হল না, সে নিয়েও প্রশ্ন তোলেন প্রকাশ। এ প্রসঙ্গে মনোজ বলেন, 'প্রকাশ ভিত্তিহীন অভিযোগ করছেন। রেলের জমিতে হাসপাতাল হবে। আমারা যেটা বলি, সেটা করে দেখাই।'

কিছু ট্রেনের পরীক্ষামূলক স্টপেজ

সংশোধনী

কিছু ট্রেনের পরীক্ষামূলক স্টপেজ সম্পর্কিত পূর্বে প্রকাশিত উপরোক্ত শীর্ষাঙ্কিত বিজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো হচ্ছে যে **১৩১৬৩/১৩১৬৪ শিয়ালদহ-সহরসা-শিয়ালদহ হাটেবাজারে এক্সপ্রেসের ধুলিয়ানগঙ্গা স্টেশনে পরীক্ষামূলক স্টপেজ শুরু হওয়ার তারিখে সংশোধন করা হয়েছে।** সংশোধিত তারিখ সহ ধুলিয়ানগঙ্গা স্টেশনে **১৩১৬৩/১৩১৬৪ শিয়ালদহ-সহরসা-শিয়ালদহ হাটেবাজারে এক্সপ্রেসের** পরীক্ষামূলক স্টপেজের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপঃ

ট্রেন নং এবং নাম	স্টেশন	সময়সূচী		যে তারিখ থেকে থামবে
		পৌঁ.	ছা.	
১৩১৬৩ শিয়ালদহ-সহরসা হাটেবাজারে এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৩.০১.২০২৬ থেকে কার্যকর)	ধুলিয়ানগঙ্গা	০৩.০২	০৩.০৪	২৪.০১.২০২৬
১৩১৬৪ সহরসা-শিয়ালদহ হাটেবাজারে এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৪.০১.২০২৬ থেকে কার্যকর)	ধুলিয়ানগঙ্গা	২৩.৩৩	২৩.৩৫	২৪.০১.২০২৬

দ্রষ্টব্যঃ এই ট্রেনটির অন্যান্য সকল স্টেশনের সময়সূচী অপরিবর্তিত থাকবে।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

ফোটেনি ফুল, কুঁড়ি নিতেই ভিড়

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ২২ জানুয়ারি : সবে সকাল হয়েছে তখন। রাস্তাঘাটে তেমন লোক নেই। তার মধ্যেই বৃহস্পতিবার গায়ে সোয়েটার চাপিয়ে সাইকেলে চেপে পলাশবাড়িতে হাজির দুই বন্ধু। ওরা আগেই দেখে গিয়েছে শিলবাড়িহাট প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পাশে একটি পলাশের গাছ আছে। আর সেই ফুলের উদ্দেশ্যেই সকাল সকাল চলে আসে মেজবিলের বাসিন্দা সায়ন রায় ও গুড্ডু সরকার। তবে গাছে তো ফুল ফোটেনি। কুঁড়ি হয়েছে। কোনওভাবে সেই কুঁড়িই সংগ্রহ করে নিয়ে যায় সায়নরা। আবার বিকেলের দিকে সম্রাট রায় সেখানে গিয়ে হতাশ হয়ে ফিরে আসে। কারণ, তখন তো কুঁড়িগুলিও শেষ। বাধ্য হয়ে কুড়ি টাকার পলাশ ফুল কিনে বাড়ি ফেরে সে। বর্তমানে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পলাশবাড়িতে রাস্তার ধারে একটিও পলাশ ফুলের গাছ না থাকায় এমনই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। একসময় সেখানকার পলাশ গাছের উপর ভরসা করে প্রায় ১৫টি স্কুলের পুজো হয়ে যেত। আর এখন স্কুল কর্তৃপক্ষকেও পলাশ ফুল কিনে নিতে হচ্ছে।

পলাশবাড়ি বাসস্ট্যান্ডের পাশেই শিলবাড়িহাট হাইস্কুল, শিলবাড়িহাট আরআর জুনিয়ার বালিকা বিদ্যালয়, শিলবাড়িহাট আরআর প্রাইমারি স্কুল। কয়েক বছর আগেও ওই স্কুলগুলিতে সরস্বতীপুজোর সময় পলাশ ফুলের ঘাটতি হত না। কারণ, স্কুলের পাশেই রাস্তা বরাবর ছিল বহু পলাশ গাছ। শিলবাড়িহাট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক পীযূষকুমার রায়ের কথায়, 'মহাসড়কের কাজের জন্য রাস্তার ধারের সব পলাশ ফুলের গাছ কাটা পড়েছে। এখন আমাদের ছাত্রছাত্রীরাই পলাশ ফুল কিনে আনছে। তবে স্কুলের তরফে এবার পলাশ ফুলের গাছ রোপণ করা হবে।'

পলাশবাড়ির একমাত্র পলাশ গাছে ফুল নেই।

পলাশবাড়ি থেকে কিছুটা দূরে পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পারপাতলাখাওয়া প্রাইমারি স্কুল। ওই স্কুলের পড়ুয়ারাও আগে পলাশবাড়ি থেকেই পলাশ ফুল নিয়ে আসত। এবার সেই উপায় নেই। ওই স্কুলের শিক্ষক পার্থ অধিকারী বলেন, 'পলাশবাড়িতে এখন পলাশ গাছ নেই। তাই আমরাও এবার ফুল কিনেই নিয়েছি।'

শিলবাড়িহাট হাইস্কুলের নবম শ্রেণির সায়ন রায়ের কথায়, 'এদিন সকালেই পলাশবাড়িতে যাই। গিয়ে ওই গাছে কিছু কুঁড়ি পাই। সেগুলিই সংগ্রহ করে নিয়ে আসি।' এদিকে, পরিস্থিতি বুঝে কেউ কেউ বাইরে থেকে পলাশ ফুলের কুঁড়ি নিয়ে এসেও বিক্রি করতে শুরু করেন পলাশবাড়িতে। রাম দাস নামে এক ফুল বিক্রেতার কথায়, 'বাইরে থেকে কিছু কুঁড়ি নিয়ে এসেছি। সেগুলি ভালোই বিক্রি হয়। ৭-৮টি কুঁড়ি ২০ টাকায় বিক্রি করি।'

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রক অধিদপ্তর
শিলিগুড়ি জোনাল ইউনিট
ইমেল : slgzu-ncb@gov.in

নিম্নে বর্ণিত অভিযুক্ত ব্যক্তিরা যাদের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হয়েছে তারা পলাতক রয়েছেন এবং তাদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রক অধিদপ্তর (এনসিবি) তাদের প্রত্যেকের জন্য ১০,০০০/- টাকা নগদ পুরস্কার ঘোষণা করছে, যারা এই সকল ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করতে তথ্য প্রদানের দ্বারা সহায়তা করবেন।

এনসিবি ক্রাইম নং ২৩/২০১৭ (ঝন্টু সরকার, প্রাণ বন্ধু সরকারের পুত্র, ফালিমারি, পোস্ট- আকরাহাট বন্দর, থানা- কোতোয়ালি, জেলা কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৬১৫৭-এর বাসিন্দা)

এনসিবি ক্রাইম নং ২৩/২০১৭ (রাম সরকার, শ্রীনিবাস সরকারের পুত্র, ফালিমারি, পোস্ট- আকরাহাট বন্দর, থানা- কোতোয়ালি, জেলা কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৬১৫৭-এর বাসিন্দা)

এনসিবি ক্রাইম নং ০২/২০১৯ (মাগেশ্বর বর্মন, প্রয়াত শিবচরণ বর্মনের পুত্র, গ্রাম- বারাভিটা, পোস্ট- দুমুখা, থানা- কোতোয়ালি, কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৬১৫৭-এর বাসিন্দা)

এনসিবি ক্রাইম নং ৩৩/২০২২ (গোবিন্দ মণ্ডল, প্রয়াত মনোরঞ্জন মণ্ডলের পুত্র, ব্রহ্মোত্তর কাসালডাঙ্গা, পোস্ট- আকরাহাট বন্দর, থানা- কোতোয়ালি, জেলা কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৬১৫৭-এর বাসিন্দা)

এনসিবি ক্রাইম নং ২৫/২০২৩ (আপ্রাফুল আলম, আমজাদ মিঞার পুত্র, চামতা, পোস্ট- চামতা, থানা- শীতাই, জেলা কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৬১৫৭-এর বাসিন্দা)

এনসিবি ক্রাইম নং ০৪/২০২৪ উকিল চন্দ্র বর্মন, প্রয়াত সামারু বর্মনের পুত্র, গ্রাম- দক্ষিণ কোনাছত্র, পোস্ট- ব্রহ্মোত্তর ছত্র, থানা- সিতাই, জেলা- কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৬১৬৭-এর বাসিন্দা)

এনসিবি ক্রাইম নং ০৮/২০২৪ (হারাধন সরকার, লক্ষ্মণ সরকারের পুত্র, নিঘলটারি, পোস্ট- নিঘলটারি, থানা- সাহেবগঞ্জ, জেলা কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৬১৫৭-এর বাসিন্দা)

এনসিবি ক্রাইম নং ০২/২০২৫ (গোপাল বিশ্বাস, আশানন্দ বিশ্বাসের পুত্র, পূর্ব ভোগডাবরি, মাঘপালা, পোস্ট- শীতলকুচি, থানা- সাহেবগঞ্জ, জেলা কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৬১৫৭-এর বাসিন্দা)

এনসিবি ক্রাইম নং ০২/২০২৫ (অনন্ত বিশ্বাস, অমর বিশ্বাসের পুত্র, পূর্ব ভোগডাবরি, মাঘপালা, পোস্ট- শীতলকুচি, থানা- সাহেবগঞ্জ, জেলা কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৬১৫৭-এর বাসিন্দা)

দ্রষ্টব্য ঃ তথ্যদাতার পরিচয় গোপন রাখা হবে। তথ্যদাতা শিলিগুড়ি এনসিবি-এর নির্দিষ্ট কর্মকর্তার সাথে ০৩৫৩-২৯৯৯৬২৫ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন। মোবাইল : ৮২৭৮২০০৯০৬ এবং ইমেল : slgzu-ncb@gov.in

(জোনাল ডিরেক্টর)

CBC 19126/11/0135/2526

সরস্বতী মহাভাগে

॥ জয় জয় দেবী চরাচর সারে, কুচযুগ শোভিত মুক্তাহারে ॥

সরস্বতীপুজো কেবল দেবী আরাধনা নয়, বরং তা প্রেম, জ্ঞান, সৃজনশীলতা ও প্রকৃতির এক যৌথ উদযাপন। ঋগ্বেদীয় নদী থেকে জ্ঞানের দেবী হয়ে ওঠার বিবর্তনের পাশাপাশি এই পুজো আমাদের জীবনে বসন্তের মাধুর্য ও কামদেব-রতির প্রেমচেতনাকে গেঁথে দেয়। তবে আধুনিক আড়ম্বরের চাকচিক্যে আসল শিক্ষা ও সংযমের জায়গাটি আজ বড়ই সংকটে। সংস্কৃতি, মেধা ও ঐতিহ্যের সেই সন্ধিক্ষণকে বুঝতে উত্তরবঙ্গ সংবাদের এই বিশেষ নিবেদন।

এক জ্ঞানের প্রবাহের নাম

রিমি দে

শীতকুয়াশা কিছুটা হালকা হয় একটু একটু করে। মাঠে মাঠে সর্ষে ফুলের হলদে ঢেউ। উত্তুরে বাতাসের প্রকোপ সামান্য কমের দিকে। গাছের ডালে ডালে কুঁড়ি। বাতাসে এক অদ্ভুত নতুন ঘ্রাণ। ঠিক তেমন আবহাওয়ায় তিনি আসেন, কণ্ঠে বসন্তের সুর নিয়ে। শীতকালের শেষ সামাজিক উৎসব। সরস্বতীপুজো। দেবী সরস্বতী - যিনি বাক, সুর ও সৃষ্টির দেবী, তাঁর আবির্ভাব মানেই প্রকৃতির নীরবতা শীতলতা ভেঙে রং ও ছন্দের এক আশ্চর্য শুরু।

বসন্ত ও সরস্বতীর আগমন

'সরস্বতী এলে বসন্ত আসে'- বাংলার ঘরে ঘরে এমন একটি কথা আছে। হলদে শাড়ি ও পাঞ্জাবি, পলাশ, শিমুল, কাঁচা হলুদ মাখা শরীর, কচিপাতার সবুজ এবং না ফোটা প্রেমের প্রথম সংকোচ- সবটা মিলিয়েই সরস্বতী ও মানব মন প্রস্তুত হয় বসন্তের মধুময় কুহুর জন্য। সেইজন্যই হয়তো বা সরস্বতীপুজোর দিনটি বাংলার 'ভ্যালেন্টাইন দিবস' হিসেবে পালন করে আজকের জেন জেড এবং আলফারা!

যদিও শীত এখনও পুরোমাত্রায় এই বঙ্গে। প্রকোপ তবুও কিছুটা কম। বাতাসে ফুটে ওঠা রোদ ঝলমলে হাসি। কুঁকড়ে থাকা হিমঋতুকে বিদায় দিয়ে বসন্তের ডাক নিয়ে দেবী সরস্বতী আসেন প্রাণপ্রাচুর্যের বার্তা চারদিকে ছড়িয়েই। সত্যিই তিনি এক বর্ণময় সৃজনের, প্রেমের, জ্ঞানের দেবী। বাকপতি বৃহস্পতি জ্ঞানের দেবতা। ইন্দ্রও বাকপতি। বৃহস্পতি পত্নী (জ্ঞানের গুরু বৃহস্পতি এবং জ্ঞানের দেবী সরস্বতী সেই অর্থে)। (পরবর্তীকালে ব্রহ্মা পত্নী) সরস্বতীও জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের জ্যোতিস্বরূপা সরস্বতীও জ্ঞানময়ী। এই দেবীর ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মূর্তি পরিলক্ষিত হয়। কোথাও দেবী এককভাবে আসীন আবার কোথাও ব্রহ্মার পরিবারভুক্ত দেবতারূপে, কোথাও বা বিষ্ণুর পরিবারের দেবতারূপে।

নদী থেকে দেবী

সরস্বতীর জন্ম= ব্রহ্মার চিন্তা ও বাকশক্তির প্রকাশ।

ব্রহ্মার সঙ্গে সম্পর্ক=মানসকন্যা ও সহধর্মিণী দুই-ই।

দার্শনিক অর্থে সৃষ্টি ও জ্ঞানের অভিন্নতা।

আসলে সরস্বতীর পরিচয় বহুরৈখিক। শাস্ত্রে শ্বেতপদ্মাসনা সরস্বতীর উল্লেখ আছে। ঋগবেদে নীল ও শ্বেতপদ্মের কথা বহুবার উচ্চারিত হয়েছে। 'আদিতমা মাতৃমূর্তি' প্রবন্ধে পাওয়া যায়, তিরিশ হাজার বছর পূর্বে মানুষ তার অপটু হাতে চুনাপাথরে খোদাই করেছিল আসন্ন প্রসবা নারীমূর্তি। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের মনে উর্বরতার ধারণাটি চেতনে বা অবচেতনে অবস্থিত। আলো এবং জল নতুন প্রাণ সৃষ্টির এই হল প্রধান দুটি শর্ত। কিন্তু এই আলো ও জলের সঙ্গে সরস্বতীর সম্পর্ক কী? উত্তরে বলা যায় স্বয়ং সরস্বতীই আলো এবং জল। ঋগবেদে সরস্বতী দ্বিরূপা। জ্যোতিরূপা ও নদীরূপা। জ্যোতিরূপে সরস্বতী অগ্নি এবং নদী রূপে জল। ম্যাক ডোনেল পৃথিবীর স্থানীয় দেবতাদের আলোচনাতে rivers-এর মধ্যে সরস্বতীকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সরস্বতী নদী তীরবর্তী অঞ্চলেই প্রথমত আর্যদের বসবাস। প্লক্ষ প্রস্রবণ থেকে উৎপন্ন হয়ে বিপুল কলেবরের সরস্বতী নদী ছিল আর্যদের অন্নসম্পদদায়িনী। সরস্বতীর কাছে এভাবে সমৃদ্ধ হওয়ার উদ্দেশ্যেই আর্যদের প্রার্থনা উর্বরতার ধারণার সঙ্গে সংযুক্ত। সরস্বতী প্রথমে মাতা ও নদী। পরবর্তীকালে দেবী। ঠিক যেমন মাতৃস্তন্যে শিশুর পুষ্টি, সরস্বতীর নদীজলে পুষ্ট খাদ্যসম্পদে তীরবাসীদের জীবনের বিকাশ। সম্ভবত এই কারণেই মাতা ও নদী সমতুল। আবার মাতৃদুগ্ধ ও জলধারার একটি একটি সাধারণ প্রতিশব্দ পয়ঃ। সরস্বতী তীরভূমি ছিল অতিউর্বর, প্রচুর শস্য উৎপাদক এবং পশুচারণযোগ্য। কিন্তু দু'কূলপ্লাবী বন্যায় সেই উর্বর অঞ্চল ছেড়ে যাতে অনুর্বর অঞ্চলে যেতে না হয়, সেই প্রার্থনাও শোনা যায়। সরস শব্দের অর্থ জ্যোতি। সেই অর্থেই সরস্বতী অগ্নিরূপা তথা জ্যোতিরূপা। মূলত পৌরাণিক কালেই সরস্বতীর মূর্তি কল্পনা করা হয়ে গেছে। ইনি কিন্তু নারীরূপেই কল্পিতা। সারা বিশ্বের উর্বরতা ও প্রজননের দেবতা নারীমূর্তিতেই কল্পিত। মানুষের চিরকালীন উর্বরতার কামনা মাটি ও মানবীর কাছে। মানুষ তাই অধিক ফসলের আশায় জলের কামনা করেছে। ঋগবেদে সরস্বতীকে অম্বিতমে, দেবীতমে বলা হয়েছে।

জলপ্রবাহ থেকে জ্ঞানপ্রবাহ

ঋগবেদে আছে, 'অম্বিতমে নদীতমে দেবীতমে সরস্বতী'। আবার নদীতমেও বলা হয়েছে। মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে সরস্বতী হয়ে ওঠেন কৃষিকর্মের সহায়িকা। সরস্বতী নারী, উর্বরতা এবং প্রজননবাদের দেবী বলেই দেশে-বিদেশে তার বহু অনাবৃত বক্ষ ও নগ্ন মূর্তির সন্ধান পাওয়া যায়। শ্রীপঞ্চমীতে সরস্বতীপুজো হয়। জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী 'দেবী সরস্বতী' প্রবন্ধে লিখেছেন, শীতকাল হল জড়তার কাল। মাঘের পঞ্চমী তিথি থেকেই জড়তা কেটে যেতে থাকে। শীত ঋতুতে প্রথম বসন্তের ছোঁয়া। তাই সরস্বতীর আবির্ভাবে সকল জড়তার মুক্তি ঘটে। মনের সঙ্গে সঙ্গে ঋতুও পরিবর্তিত হয়। দেবী সরস্বতীর বাহন বা বাহনকেন্দ্রিক বিষয়টিও উর্বরতাবাদের সঙ্গে সম্পর্কিত। দেবী সরস্বতীর বাহন বহুবার পরিবর্তিত হয়েছে। সর্বশেষ ও স্বীকৃত বাহন হল হংস। লক্ষ করলে দেখা যায়, হংসের প্রজনন ক্ষমতা অসামান্য। মহাভারতে বলা হয়েছে, সরস্বতী নদী একসময় দৃশ্যমান ছিল, পরে তার কুরুক্ষেত্র অঞ্চলে ভূগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। এই অদৃশ্য হওয়া রূপকার্থে ধরা যেতে পারে। সেটা এইরকম যে, বাহ্য জলপ্রবাহ থেকে অন্তর্গত জ্ঞানপ্রবাহের দিকে যাত্রা। মৎস্য ও ব্রহ্মপুরাণে বলা হয়েছে, সরস্বতী নদীতীরে যজ্ঞ ও বেদপাঠ হত। সরস্বতী প্রথমে নদী, পরে দেবী। প্রথমে জলপ্রবাহ পরে বাকপ্রবাহ। দৃশ্য থেকে অদৃশ্যে। বাহ্য থেকে অন্তরে তার গতি প্রবাহিত। তাই সরস্বতীপুজো শুধু দেবীপুজো নয়, মানুষের ভেতরের জ্ঞানের নদীকে জাগ্রত করে তোলার এক আনুষ্ঠানিক উদযাপন...

আরাধনার রূপান্তর

আশুতোষ বিশ্বাস

'বীণা রঞ্জিত পুস্তক হস্তে'— এই শ্লোক উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি চেতনায় বিদ্যাদেবী সরস্বতীর কায়া আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। শুভ্রবসনা, শান্ত, সংযত, বাক ও বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী। তাঁর আরাধনা মানেই বিদ্যার প্রতি অকুণ্ঠ প্রার্থনা, বইখাতা ছুঁয়ে প্রণাম, শিক্ষাগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা এবং জ্ঞানের পথে আত্মনিবেদন। কিন্তু সময়ের নিয়মেই সময় বদলেছে। বদলেছে বৈদিক আরাধনার রূপ, বদলেছে জ্ঞান আর জীবনকে উপলব্ধির গভীরতা। আজকের সরস্বতী আরাধনা কি আদৌ শ্বেতভুজা বিদ্যাদেবীর আরাধনা, নাকি এক ধরনের সামাজিক উৎসব?

অথচ কয়েক বছর আগেই তো দেখেছি, সকালসকাল মা নিমপাতা কাঁচাহলুদ শিলনোড়ায় বেটে তার মধ্যে ঘানির খাঁটি সর্ষের তেল মিশিয়ে কাঁসার বাটিতে রেখে দিতেন। সকালসকাল সক্কলকে সারা শরীরে মেখে তবেই স্নানে যেতে হত। সরস্বতীপুজোয় নির্জলা উপোস করে থাকতে হত। টিউবওয়েলের চাপা কলের গরম গরম ধোঁয়া ওঠা জলে স্নান সেরে নতুন পাঞ্জাবি পরে বিদ্যাদেবীর শাগরেদ হয়ে নিজের নিজের স্কুল অথবা পাড়ার পুজোমণ্ডপে অঞ্জলি দেওয়ার ঘটা। সরস্বতীপুজোর অঞ্জলি দিয়ে প্রসাদ খেয়ে তারপর ঘরে আসা, সারাদিনের জন্য আমাদের ঘুরে বেড়ানোর অনাবিল স্বাধীনতা। দিদিরা, মেয়েরা হলুদ শাড়ি পরে সেদিনের জন্য পুজোমণ্ডপে দেবীর আরাধনায়— সেই সুযোগে পাড়াময় ঘুরে বেড়ানো।

এখনও মনে আছে শ্রীপঞ্চমীর দিন বেশ ঠান্ডা লাগত। শীত যাই যাই করেও যেত না। দোর্দণ্ডপ্রতাপ শীত-বিক্রমের শেষ কামড়। গরম জল ছাড়া স্নান করার কথা ভাবাই যেত না। সরস্বতীপুজো ছিল মূলত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক। স্কুল-কলেজের উঠোন, স্কুল, প্রাইভেট টিউশন স্যারের বাড়িতে ঘরের এককোণে দেবীর আসন পাতা হত। পুজোর দিন পড়াশোনা বন্ধ থাকলেও মন ছিল বিদ্যার কাছেই। হাতেখড়ি, বইবাঁধা, কালি-দোয়াত ছোঁয়া— এসব আচার নিছক আনুষ্ঠানিকতা নয়, ছিল জ্ঞানচর্চার প্রতি প্রতীকী অঙ্গীকার। পুজোর পরিবেশে ছিল সংযম, ছিল শুদ্ধতা, ছিল এক ধরনের নৈঃশব্দ্য। মনে হত বিদ্যাদেবী নিঃশব্দেই আমাদের ঐকান্তিক আচারনিষ্ঠ আন্তরিকতায় মগজে 'জ্ঞানরাশি' ঢুকিয়ে দেবেন— তারই নিঃশব্দ যাপন প্রতীক্ষা।

আজ দিকে দিকে শিক্ষাঙ্গন অথবা বিদ্যাচর্চাকেন্দ্রগুলিতে সরস্বতীপুজোর ছবি একেবারেই আলাদা। পাড়ায় পাড়ায় চমকপ্রদ মণ্ডপ, উচ্চগ্রামে ডিজে, চটুল গানের দাপট, রঙিন আলো— সব মিলিয়ে দেবীর উপস্থিতি আড়ম্বরের ধাক্কায় যেন আড়ালে চলে যাচ্ছে। সরস্বতীপুজো এখন বহু ক্ষেত্রে 'ইভেন্ট'-এ পরিণত হয়েছে।

অন্যদিকে, বিদ্যা এখন অনেকের কাছেই শুধুই চাকরি পাওয়ার হাতিয়ার। মূল্যবোধ, মানবিকতা, মননের চর্চা ক্রমশ কোণঠাসা। সেই প্রেক্ষিতে সরস্বতীপুজোও যেন বাহ্যিক উৎসবে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছে। প্রয়োজন আত্মসমীক্ষার। সরস্বতীপুজো যদি শুধুই শব্দবাজি আর উচ্ছ্বাসে সীমাবদ্ধ থাকে, তবে বিদ্যার দেবীর প্রতি অবিচারই করা হবে। বিদ্যার দেবী যেন কেবল মণ্ডপে নয়, আমাদের মননেও অধিষ্ঠিত হন— এই কামনাই হোক বসন্তপঞ্চমীর প্রকৃত প্রার্থনা।

লাইক কুড়ানোর মরিয়া প্রতিযোগিতা

মলয় চক্রবর্তী

বাঙালির সরস্বতীপুজো ছিল মেধা, মনন ও শৃঙ্খলার এক নিভৃত উদযাপন। কিন্তু আজ সেই চেনা সংস্কৃতি ক্রমশ ফিকে হয়ে আসছে। ভক্তি আর বই-খাতার স্তূপের জায়গা দখল করেছে মোবাইল ক্যামেরার অপ্রাসঙ্গিক দাপট, সাজগোজের নামে কুরুচিকর ফ্যাশন শো আর শহর থেকে গ্রাম- সর্বত্রই অপ্রাপ্তবয়স্কদের প্রাণঘাতী 'রেকলেস ড্রাইভিং'। উৎসবের জৌলুস ও দৃশ্যমানতা বাড়লেও আশঙ্কাজনকভাবে কমেছে বিনয় ও সংযম। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক- আমরা কি সত্যি বিদ্যার দেবীকে আরাধনা করছি, নাকি স্রেফ আত্মপ্রদর্শনী আর উন্মাদনার জন্য একটি অজুহাত খুঁজছি? সরস্বতীপুজো আজ বিদ্যার আরাধনা নয়, বরং কিশোর-কিশোরীদের আত্মপ্রদর্শনীর এক বার্ষিক 'কার্নিভাল'। স্কুলের প্রাঙ্গণে বই-খাতা সাজিয়ে দেওয়া সেই বিনম্র শ্রদ্ধা এখন ফিকে; তার জায়গা নিয়েছে দামি পোশাক আর সোশ্যাল মিডিয়ায় 'লাইক' কুড়ানোর মরিয়া প্রতিযোগিতা। দেবীর উপস্থিতি এখানে স্রেফ গৌণ এক নেপথ্য কারুকার্য। সমাজের পচনশীল অগ্রাধিকার আজ শৈশবকে সময়ের আগেই সাবালক করে দিয়েছে, যেখানে শিক্ষার শৃঙ্খলার চেয়ে সস্তা হুজুগ আর উগ্র দেখনদারিই বড় সত্য।

যুক্তি দেওয়া হয়- প্রজন্ম বদলেছে, তাই প্রকাশের ভাষাও ভিন্ন। কিন্তু সেই 'ভাষা' যখন ডিজে বক্সের কানফাটানো আওয়াজ আর বেপরোয়া বাইক রেসিং-এ পর্যবসিত হয়, তখন তাকে আধুনিকতা বলা দায়। শ্রদ্ধার জায়গা নিয়েছে সস্তা 'শো-অফ, আর সংযমের জায়গায় জাঁকিয়ে বসেছে প্রকাশ্য অসংযম। বাগদেবীর আরাধনার নামে এই যে ঝুঁকির মহড়া আর রুচিহীন মাতামাতি- একে অন্তত 'উৎসবের আনন্দ' বলে চালিয়ে দেওয়া যায় না। মূলত, আমরা সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে আসলে এক চরম বিশৃঙ্খলাকেই প্রশ্রয় দিচ্ছি।

সরস্বতীপুজো উৎসবের দিন, আনন্দের দিন- এ নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই। কিন্তু আনন্দের নামে যখন শালীনতা আর দায়িত্ববোধের সীমারেখা মুছে যায়, তখন তাকে 'সাংস্কৃতিক বিবর্তন' বলে আড়াল করা অসম্ভব। প্রজন্ম বদলালে উদযাপনের ধরন বদলাবে, এটাই স্বাভাবিক; কিন্তু বিদ্যার দেবীর সামনে দাঁড়িয়ে ন্যূনতম সৌজন্যবোধ বজায় রাখাই তো এই সময়ের আসল শিক্ষা হওয়া উচিত ছিল। পুজো যদি কেবল সোশ্যাল মিডিয়ার ফ্রেম আর উচ্চকিত উন্মাদনার মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়, তবে বুঝতে হবে আমরা বিদ্যার সারমর্মই হারিয়ে ফেলেছি। সরস্বতীপুজো কেবল ক্যালেন্ডারের একটি তারিখ হয়ে না থেকে বরং শুভবুদ্ধি ও মননশীলতার উৎসবে পরিণত হোক- তবেই এই আরাধনা সার্থক।

প্রেম, সৌন্দর্য ও সৃজনের চিরন্তন উৎসব

পঙ্কজকুমার ঝা

ভারতীয় সংস্কৃতিতে বসন্তপঞ্চমী কেবল ঋতু পরিবর্তনের সংকেত নয়, বরং এটি জীবনে প্রেম, সৌন্দর্য ও সৃজনশীল শক্তির আগমনের উৎসব। শীতের জড়তা কাটিয়ে প্রকৃতি যখন হলুদ আভায় নিজেকে সাজিয়ে তোলে, তখনই বসন্তপঞ্চমীর আবির্ভাব ঘটে। এই দিনটি বিদ্যার দেবী সরস্বতীর আরাধনার পাশাপাশি প্রেমের দেবতা কামদেব ও তাঁর অর্ধাঙ্গিনী রতির স্মরণের সঙ্গেও গভীরভাবে যুক্ত।

মুদ্গল পুরাণ অনুসারে, কামদেবের বাস যৌবন, সুন্দর পুষ্প, সংগীত ও মধুরসের মধ্যে থাকে। শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে ঋতুদের মধ্যে 'বসন্ত' বলে অভিহিত করেছেন। বসন্তকালে প্রকৃতির প্রতিটি কণা নতুন প্রাণের স্পন্দনে মুখর হয়ে ওঠে। পুরাতন পাতা ঝরে যায় এবং বনভূমি নতুন অলংকারে সজ্জিত হয়। পলাশের লাল রং আর কোকিলের কুহুতান পরিবেশকে মোহময় করে তোলে। প্রাচীনকালে এই দিনটি 'মদন উৎসব' হিসেবে উদযাপিত হত। বিশ্বাস করা হয়, কামদেব তাঁর পুষ্পবাণে সৃষ্টির হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার করেন।

পৌরাণিক চেতনায় কামদেব ও রতি হলেন দাম্পত্য প্রেমের প্রতীক। কামদেব 'অনঙ্গ' বা দেহহীন হলেও তাঁর প্রভাব সর্বব্যাপী। শিবের তেজে কামদেবের ভস্মীভূত হওয়ার কাহিনীটি ইঙ্গিত দেয় যে, প্রেম যখন কেবল ভোগে সীমাবদ্ধ থাকে, তখন তার বিনাশ ঘটে। কিন্তু ত্যাগ ও তপস্যার মাধ্যমে সেই প্রেমই আবার পুনর্জন্ম লাভ করে। রতির বিরহ ও সাধনা প্রমাণ করে যে, প্রকৃত প্রেম শাশ্বত। কালিদাসের 'ঋতুসংহার' কিংবা জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'— সংস্কৃত সাহিত্যের পরতে পরতে বসন্ত ও প্রেমের এই অমোঘ বর্ণনা পাওয়া যায়।

আধুনিক যুগে মদন উৎসবের বাহ্যিক ঘটা কিছুটা কমলেও তার মূল চেতনা আজও

অমলিন। বসন্তপঞ্চমীতে হলুদ বসন পরিধান এবং সরস্বতীপুজো আসলে ইতিবাচকতা ও সৃজনশীলতারই আহ্বান। এই উৎসব আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, করুণা ও প্রেম ছাড়া জ্ঞান অর্জন অপূর্ণ থেকে যায়। চরক সংহিতাতেও এই দিনে প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে যৌবন প্রস্ফুটিত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

বাংলায় এই দিনটি 'শ্রীপঞ্চমী' নামে পরিচিত। এখানে সরস্বতী কেবল বিদ্যার দেবী নন, তিনি শিল্প ও সংগীতের প্রেরণা। রবীন্দ্রসাহিত্যেও বসন্ত এসেছে আত্মজাগরণের গান হয়ে। গ্রামীণ বাংলার সর্ষেখেত আর আম্রকুঞ্জের মুকুল আজও প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে এক নিবিড় সংলাপ তৈরি করে। এভাবেই বসন্তপঞ্চমী কামদেব-রতির প্রেমচেতনা ও সরস্বতীর বিদ্যাবোধকে একসূত্রে গেঁথে রাখে।

ছোট্ট তারা

বীরপাড়ার বড়বাজারের সার্থক দে বিন্নাগুড়ির একটি বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়া। গান গাইতে এবং তবলা বাজাতে পারদর্শী সে।

হাত ধরে প্যান্ডেল হপিং

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ২২ জানুয়ারি : সরস্বতীপুজো সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যে বাঙালির কাছে ভালোবাসার দিন হিসেবেও আলাদা জায়গা করে নিয়েছে, তা আর অস্বীকার করার জায়গা নেই। তাই তো শহরের তরুণ প্রজন্মের কাছে সরস্বতীপুজো মানেই ভ্যালেন্টাইন্স ডে- নিজের মতো করে ভালোবাসা উদযাপনের একটা দিন। পুজোর আগে থেকেই আলিপুরদুয়ারের স্কুল–কলেজ, পাড়ায় শুরু হয়ে যায় পরিকল্পনা। লাঞ্চ হোক বা ঘুরতে যাওয়া-সবটাই ঠিক হয়ে যায় আগেভাগেই।

স্কুল পড়ুয়াদের কাছে সরস্বতীপুজো মানেই একদিনের স্বাধীনতা। পড়াশোনার চাপ, পরীক্ষার টেনশন- সবকিছু ভুলে নিজের মতো করে কাটানোর

সুযোগ। স্কুল ছাত্রী আরাধ্যা দাস বলে, ‘সকালে স্কুলে অঞ্জলি দেব, তারপর প্রসাদ খাব। এরপর শহরের বিভিন্ন স্কুল–কলেজে ঘুরে ঠাকুর দেখব। দুপুরে বন্ধুরা মিলে হোটেলে লাঞ্চ করার প্ল্যান আছে। সরস্বতীপুজো মানেই একদিন একটু আলাদা করে একসঙ্গে থাকা।’

কলেজ পড়ুয়াদের পরিকল্পনা আরও একটু বড় পরিসরের। শুধুমাত্র শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় তাদের ভ্যালেন্টাইন্স ডে। শহরের এক কলেজের ছাত্রী মৌমিতা রায় বলেন, ‘সকালে আলিপুরদুয়ারে ঠাকুর দেখা হবে। তারপর আমরা কোচবিহারে যাব। সেখানে সিনেমা দেখব, একটু ঘুরব। সরস্বতীপুজো মানেই আমাদের কাছে ঘোরাঘুরি আর নিজেদের মতো করে এনজয় করার দিন।’

বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত তরুণ জুটি দেবব্রত রায় ও শুভশ্রী সরকার। শুভশ্রী বললেন, ‘আমাদের সম্পর্কের অনেক স্মৃতি সরস্বতীপুজোর সঙ্গে জড়িয়ে। এখনও এই দিনটায় পুরোনো জায়গায় গিয়ে বসি। বেশি কিছু না, শুধু একসঙ্গে সময় কাটানোটাই আমাদের কাছে আসল।’

নতুন বিবাহিত দম্পতিদের কাছেও সরস্বতীপুজো এখন আর শুধু পুজো নয়। বরং সংসারের ব্যস্ততার মাঝে শুধু নিজেদের জন্য কাটানোর অন্যতম আরেকটি দিন। শহরের বাসিন্দা অভিরাজ দে ও নিকিতা দে। অভিরাজ বললেন, ‘সকালে শহরে ঠাকুর দেখব। তারপর দুপুরের দিকে রসিক বিলের দিকে যাওয়ার প্ল্যান রয়েছে। বিয়ের পর এই প্রথম সরস্বতীপুজো, তাই দিনটা আলাদা করে উপভোগ করতে চাই।’

শুধু তরুণ জুটি বা নবদম্পতিই নয়, অনেক পরিবারও এই দিনটাকে বেছে নিচ্ছে বেড়ানোর জন্য। আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা পবিত্র দাস বলেন, ‘সকালের দিকে পরিবার নিয়ে ভুটানে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। পুজোর ছুটি আর আবহাওয়া— দুটোই ভালো, তাই এই সময়টাই ঠিক করেছি।’

এই দিনটায় শহরের ছবিটা বদলে যায়। সকাল থেকেই পুজোমণ্ডপ, পার্ক, হোটেল–রেস্তোরাঁয় বাড়তি ভিড় থাকে। শাড়ি-পাঞ্জাবিতে তরুণ–তরুণীরা, হাতে হাত রেখে হাঁটা জুটি- সব মিলিয়ে আলিপুরদুয়ার যেন একদিনের জন্য ভালোবাসার শহর হয়ে ওঠে।

এই দিনে প্রেম বড় শব্দে নয়, ধরা দেয় ছোট ছোট মুহূর্ত-একসঙ্গে অঞ্জলি, প্রসাদের প্লেট ভাগ করে নেওয়া, কিংবা মণ্ডপের বাইরে পাশাপাশি বসে থাকা।

আলিপুরদুয়ার গার্লস হাইস্কুলে ফুল দিয়ে আলপনা দিতে ব্যস্ত পড়ুয়ারা। (নীচে) দেবীবরণ। জেলা হাসপাতাল চত্বরে। বৃহস্পতিবার আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

প্রতিমা থেকে ফলের চড়া দাম

আলিপুরদুয়ার, ২২ জানুয়ারি : সরস্বতীপুজো উপলক্ষ্যে আলিপুরদুয়ার শহরজুড়ে উৎসবের আমেজ। বিদ্যার দেবীর আরাধনাকে ঘিরে শহরের বাজার থেকে শুরু করে স্কুল–কলেজ, পাড়ার মণ্ডপ- সব জায়গাতেই ব্যস্ততা চোখে পড়ছে। শুক্রবার সকাল থেকেই কলেজ হল্ট বাজার ও আলিপুরদুয়ার বড় বাজারে ছিল উপচে পড়া ভিড়। পুজোর প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনতে সকাল থেকেই বাজারমুখী হন পড়ুয়া, অভিভাবক ও শিক্ষক–শিক্ষিকারা। কেউ ফল কিনছে, কেউ ফুল, আবার কেউ পুজোর সামগ্রী বাছাইয়ে ব্যস্ত।

ফলের বাজারে বৃহস্পতিবার দাম ছিল বেশ চড়া। সরস্বতীপুজোয় কুল অপরিহার্য হওয়ায় চাহিদা ছিল তুঙ্গে। ফল ব্যবসায়ী রতন বর্মন বলেন, ‘কুলের দাম জাতভেদে আলাদা। কোনওটা ৮০ টাকা কিলো, আবার ভালো মানের কুল ২০০ টাকা কিলো পর্যন্ত বিক্রি হয়েছে। এছাড়াও কমলার দাম ছিল ১৫ থেকে ২০ টাকা পিস।’

পুজোর অন্যান্য সামগ্রীও ভালো বিক্রি হয়েছে। বিক্রেতা কৌশিক রায় বলেন, ‘আমের পল্লব, বেলপাতা, দূর্বা- সবই ১০ টাকা করে বিক্রি হচ্ছে।’

সরস্বতীপুজোর পাশাপাশি বিয়ের মরশুম থাকায় ফুলের দাম বেড়েছে অনেকটাই। ফুল ব্যবসায়ী পুলক ঘোষ বলেন, ‘বিয়ের সিজন চলছে, তার উপর সরস্বতীপুজো। তাই ফুলের দাম বেড়েছে। যেটা সাধারণ দিনে ২০ টাকায় বিক্রি হয়, সেটা আজ ৩৫ থেকে ৪০ টাকা।’ বড় বড় গাঁদা ফুলের মালা ১০০ টাকা থেকে শুরু করে ৬০০ টাকা পর্যন্ত। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে বসেছে প্রতিমার বাজার। ছোট থেকে বড়-বিভিন্ন ধরনের সরস্বতী প্রতিমা পাওয়া যাচ্ছে। শুধুমাত্র স্থানীয় মৃৎশিল্পীদের তৈরি প্রতিমাই নয়, কৃষ্ণনগর থেকে আনা প্রতিমাও বিক্রি হচ্ছে। প্রতিমা বিক্রেতা দেবব্রত পাল বলেন, ‘ছোট প্রতিমার দাম শুরু হচ্ছে ১২০ টাকা থেকে। মাঝারি সাইজের প্রতিমা ২৫০ টাকার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে।’ আরেক বিক্রেতা ভুবন পাল বলেন, ‘বড় সাইজের প্রতিমাগুলোর দাম ৪০০ টাকা থেকে শুরু করে ১২০০ টাকা পর্যন্ত। অনেকেই দরদাম করছেন, আমরাও ৫০–১০০ টাকা কম করে দিচ্ছি।’

এদিকে, সরস্বতীপুজো উপলক্ষ্যে স্কুলগুলিতেও দেখা যাচ্ছে আলাদা উচ্ছ্বাস। পাশাপাশি ২৩ জানুয়ারি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিবস হওয়ায় বিভিন্ন স্কুলে বিশেষ আয়োজন করা হয়েছে। আলিপুরদুয়ার হাইস্কুলে নেতাজিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে একটি আলাদা গ্যালারি তৈরি করা হয়েছে, যেখানে তাঁর জীবন ও কর্ম তুলে ধরা হয়েছে। বিদ্যালয়ের সহ শিক্ষক দীপাঞ্জন পাল বলেন, ‘প্রতিবছরের মতো এবারও জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন করা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের হাতের কাজের প্রদর্শনী, আঁকা প্রদর্শনী, কুইজ প্রতিযোগিতা সবই থাকছে। এবছরের বিশেষ আকর্ষণ- চার ছাত্রের হাতে তৈরি সরস্বতী প্রতিমা পূজিত হবেন।’

আলিপুরদুয়ার নিউ টাউন গার্লস হাইস্কুলেও এবার বিশেষ

- সরস্বতীপুজোর পাশাপাশি বিয়ের মরশুম থাকায় ফুলের দাম বেড়েছে অনেকটাই
- বড় গাঁদা ফুলের মালা ১০০ টাকা থেকে শুরু করে ৬০০ টাকা পর্যন্ত
- দরদাম করে প্রতিমা কিনছেন সকলে

উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। স্কুলের চার ছাত্রী এবছর পুজোর দায়িত্ব নিয়েছে। ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা শ্রেয়সী দত্ত বলেন, ‘দীর্ঘদিন ধরেই ছাত্রীদের পুজো করার পদ্ধতি, যজ্ঞ করার নিয়ম শেখানো হচ্ছে। পাশাপাশি স্কুলে বিশেষ প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়েছে।’ এবছর আলিপুরদুয়ার জেলা প্রেস ক্লাবের নবনির্মিত ভবন ‘ইচ্ছে পূরণ’-এ প্রথমবার সরস্বতীপুজোর আয়োজন করা হয়েছে। জেলা প্রেস ক্লাবের সম্পাদক অম্লানজ্যোতি ঘোষ বলেন, ‘পুজোর শেষে সারাদিন ধরে দর্শনার্থীদের প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা থাকবে।’

বড়বাজারে পুজোর কেনাকাটা। বৃহস্পতিবার।

পরিত্যক্ত শৌচাগার চত্বরে সংসার

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ২২ জানুয়ারি : দেখতে দেখতে ১১ বছর পার হয়ে গেল তবে এখনও বীরপাড়ার মহাত্মা গান্ধি রোডে তৈরি শৌচাগারটির দ্বারোদ্ঘাটন হয়নি। ধীরে ধীরে শৌচাগারের ভেতর থেকে চুরি হয়ে গিয়েছে প্রয়োজনীয় সামগ্রী। শৌচাগারের আয়না, বেসিন, পাম্পসেট এমনকি লোহার গেটও খোয়া গিয়েছে। আর গোটা শৌচাগার চত্বর হয়ে উঠেছে বিজয় ওরাওঁয়ের বাসভূমি। একসময় শৌচাগারের ভেতরে দুই ছেলে এবং স্ত্রীকে নিয়ে থাকতেন তিনি। স্থানীয়রা বছরের পর বছর বাড়ি, দোকানের আবর্জনা ছুড়ে শৌচাগারের সীমানা প্রাচীরের ভিতর ফেলতেন। দিনের পর দিন সেই আবর্জনা সাফাই করেছেন বিজয়। আবর্জনা ঘেঁটে প্লাস্টিকজাত সামগ্রী কুড়িয়ে বিক্রি করে রুজির সংস্থান করেন তিনি। কয়েকমাস আগে ‘সরকারি বাবুরা’ তাঁকে শৌচাগারের বাইরে বের করেন। তবে জায়গা ছাড়তে নারাজ বিজয়। তাই বর্তমানে সেখানে পলিথিন শিট টাঙিয়ে সংসার পেতেছেন তিনি। তাঁর আশা, শৌচাগার চালু হলে সাফাইকর্মীর কাজ তিনিই পাবেন। আর এদিকে, শৌচাগারের অভাবে রাস্তায় শৌচকর্ম করছেন হাজার হাজার মানুষ। তবে শৌচাগার

বীরপাড়ায় রাস্তায় শৌচকর্ম

কবে চালু হবে তা নিশ্চিত করে বলতে পারছেন না কেউই। মাদারিহাট-বীরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির স্থানীয় সদস্যা শিউলি চক্রবর্তী বলেন, ‘শৌচাগারটি চালুর চিন্তাভাবনা চলছে। তবে কবে চালু করা সম্ভব হবে বলতে পারছি না।’

২০১৫ সাল নাগাদ বীরপাড়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট লেবার কমিশনারের অফিস সংলগ্ন এলাকায় পূর্ত দপ্তরের জমিতে শৌচাগার তৈরি করে সংশ্লিষ্ট দপ্তর। তবে এখনও সেই শৌচাগার চালু না হওয়ায় মহাত্মা গান্ধি রোডের ফুটপাথেই শৌচকর্ম করেন সাধারণ মানুষ। শৌচাগারের বিপরীতে তিলক মল্লিকের দোকান। তাঁর কথায়, ‘লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে তৈরি করা হলেও শৌচাগারটি আজও জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করা হল না। রাস্তায় শৌচকর্মে পরিবেশ এবং দৃশ্য দূষণ ঘটছে।’ পুরুষরা রাস্তায় শৌচকর্ম করলেও মহিলারা ব্যাপক সমস্যায় পড়েন। এলাকার বাসিন্দা অখিল রায় বলেন, ‘আমরা শৌচাগারের সামনের ফুটপাথ পরিষ্কার করে ফুল গাছ লাগিয়েছিলাম। কিন্তু মানুষ ফুটপাথেই শৌচকর্ম করছেন। ফলে ফুল গাছগুলি মরে গিয়েছে।’ শৌচাগারের কাছেই ফটিক বর্মনের চায়ের দোকান। তিনি বলছেন, ‘কত আর নজরদারি করা যায়! নিষেধ করা সত্ত্বেও অনেকেই ফুটপাথে শৌচকর্ম করছেন।’ এদিকে, পূর্ত দপ্তর জানায়, দেখভালের জন্য শৌচাগারটি মাদারিহাট বীরপাড়া ব্লক প্রশাসনের দ্বায়িত্বে দেওয়া হয়েছে। তবে আদৌ শৌচাগারটি হস্তান্তর হয়েছে কি না তা স্পষ্ট করে বলতে পারছে না কেউই।

পলাশের কুঁড়িতেই বাগদেবীর পুজো

সায়ন দে

আলিপুরদুয়ার, ২২ জানুয়ারি : মায়ের পায়ে গাঁদা সহ অন্যান্য ফুল শোভা পেলেও এবার হয়তো পলাশ ফুল নিবেদন করা যাবে না। ফুলের কুঁড়ি দিয়েই পুজো করে সন্তুষ্ট থাকতে হবে আয়োজকদের। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই শহরের বিভিন্ন বাজার ও রাস্তার মোড়গুলোতে স্থায়ী ও অস্থায়ীভাবে অনেকে পুজোর ফুল বেলপাতা বিক্রি করছিলেন। তবে এক জায়গাতেও পলাশ ফুল চোখে পড়েনি।

বরং তার পরিবর্তে দেখা মিলেছে পলাশের কুঁড়ির। তবে কেন বাজারে মিলছে না এই ফুল? ব্যবসায়ীদের মতে, এবছর পুজো অনেকটাই আগে। অন্যদিকে শীতও রয়েছে। ফলে উষ্ণতা একটু না বাড়লে কুঁড়ি থেকে পলাশ ফুল হতে সময় লাগে। সেজন্যই এখন বাজারে শুধুমাত্র পলাশ ফুলের কুঁড়ি পাওয়া যাচ্ছে। অনেক বিক্রেতা আবার দাবি করেছেন লালরঙা আগুনে পলাশ তো দূর অস্ত। গাছে গাছে কুঁড়ি পর্যন্ত নেই।

এই যেমন মঞ্জু সরকার এদিন মহাকালাধাম এলাকায় রাস্তার পাশে অস্থায়ীভাবে দোকান দিয়ে বেলপাতা ও কিছু পলাশ ফুলের কুঁড়ি বিক্রির জন্য বসেছিলেন। তাঁর কথায় ‘কোনও জায়গায় পলাশ ফুল নেই। সদ্য কুঁড়ি ধরেছে। তাই এবার কিছু কুঁড়ি নিয়েই বসেছি। কেউ কেউ নিচ্ছেন তো কেউ আবার ফুল আছে কি না তা জিজ্ঞেস করে চলে যাচ্ছেন।’ বড়বাজার, বৌবাজার, নিউটাউন এলাকার বিভিন্ন দোকানগুলিতে

পলাশ ফুলের কুঁড়ি বিকিকিনি।

এদিন ক্রেতাদের ভিড় উপচে পড়ে কিন্তু পলাশ কোথায়? এই প্রশ্নই যেন সবার মুখে। এদিন বিপ্লব দত্ত যেমন পুরো বাজার ঘুরেও কোথাও পলাশ ফুল পাননি। তাই কুঁড়ি কিনেই দেবীকে সন্তুষ্ট রাখতে বাড়ি ফিরলেন। তিনি বলেন, ‘পলাশ ফুল ছাড়া সরস্বতীপুজো অসম্পূর্ণ। কিন্তু কোথাও পলাশ ফুল পেলাম না। এবার অন্যান্য বছরের তুলনায় পুজো অনেকটা আগে তাই ফুল হয়নি। তাই ছোট দুটো ডাল কিনে নিলাম।’একই কথা বলেন তন্দ্রা হালদারও। বাজার করে তিনি বলেন, ‘সকালেই পুজো। কিন্তু কোথাও পলাশ ফুল পেলাম না। গাঁদা ফুলের চেন কিনে নিলাম। প্রতিবার তাও সামান্য পরিমাণে হলেও পাওয়া যায় পলাশ ফুল। তবে এবার একদমই নেই। শুধু ডাল।’

বিক্রেতারা পলাশের কুঁড়ির ছোট ডালগুলি ২০ থেকে ৩০ টাকার মধ্যে বিক্রি করছেন। প্রকাশ সাহা নামের এক দোকানদার বলেন, ‘ফুল নেই, শুধু কুঁড়ি আছে। বিক্রিও তাই কম। বেলপাতা ও অন্যান্য ফুল তুলনামূলক বেশি বিক্রি হচ্ছে।’

প্রবীণদের সুরক্ষায় চালু হচ্ছে ‘প্রণাম’ প্রকল্প

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২২ জানুয়ারি : আলিপুরদুয়ার শহরে প্রবীণ নাগরিকদের সুরক্ষায় চালু হতে চলেছে ‘প্রণাম’ প্রকল্প। ২৩ জানুয়ারি জেলা পুলিশের তরফে এই প্রকল্প চালু করার কথা। ইতিমধ্যেই পুলিশের তরফে বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে প্রবীণদের তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছে। এই নিয়ে জেলা পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, ‘প্রবীণদের জন্যই এই পরিষেবা। আগামী ২৩ জানুয়ারি প্রকল্প চালুর সময় বিস্তারিত বলা হবে।’

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলারদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ শুরু হয়েছে। কোথাও কাউন্সিলার নিজে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করছেন, আবার কোথাও অন্যদের দিয়েও তথ্য সংগ্রহ করাচ্ছেন। আলিপুরদুয়ার পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মাধবী দে সরকারের কথায়, ‘পুলিশের তরফে প্রবীণদের তথ্য দিতে বলা হয়েছে। যে প্রবীণরা বাড়িতে একা থাকেন, তাঁদের ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তাঁদেরই তো বিশেষ সহযোগিতা প্রয়োজন। অবশ্যই পুলিশের এটা ভালো উদ্যোগ।’ পুলিশের তরফে একটি করে ফর্ম দেওয়া হয়েছে প্রবীণদের জন্য। সেই ফর্মে প্রবীণদের নাম, ফোন নম্বর, আধার কার্ডের প্রতিলিপি সহ অন্য

প্রবীণ নাগরিকদের বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।

তথ্য নেওয়া হচ্ছে।

এছাড়া তাঁদের প্রতিবেশীদের ফোন নম্বরও নেওয়া হচ্ছে। এই প্রকল্প অনেক জেলায় আগেই শুরু হয়ে গিয়েছে। এবার আলিপুরদুয়ারেও এই প্রকল্প শুরু হচ্ছে। পুলিশ জানাচ্ছে, শহরে প্রবীণ নাগরিকরা অনেকেই একা আছেন। শহরে প্রচুর প্রবীণ নাগরিক রয়েছেন। যাঁদের সন্তানরা কর্মসূত্রে বা পড়াশোনার জন্য রাজ্যের বাইরে রয়েছেন। তাঁদের জন্যই প্রকল্প শুরু হচ্ছে। বিভিন্ন ওয়ার্ডে কতজন প্রবীণ নাগরিক আছেন, তার একটি তালিকাও তৈরি করা হচ্ছে।

পুলিশের তরফ থেকে প্রবীণদের ফোন নম্বর দেওয়া হবে। সেখানে ফোন করলেই পুলিশ সহযোগিতা করবে। শারীরিক সমস্যা হলে তাঁদের কাছে সাহায্য পৌঁছে যাবে। মাসে অন্তত একবার ওয়ার্ডভিত্তিক নোডাল অফিসার খোঁজখবর নেবেন সমস্ত প্রবীণের।

প্রবীণ নাগরিকরা যাতে নিরাপদে থাকেন এবং তাঁরা সাইবার ক্রাইমের শিকার না হন, সেদিকেও নজর দেওয়া হবে। এই নিয়ে আলিপুরদুয়ার প্রবীণ নাগরিক সংস্থার সম্পাদক কৃষ্ণকান্ত দাস বলেন, ‘এই রকম প্রকল্প শুরু হলে তো ভালোই হবে। এটা দরকার।’

অন্যদিকে প্রবীণ নাগরিক মঞ্চের সম্পাদক ল্যারি বসু বলেন, ‘অনেকদিন থেকেই এই রকম দাবি করে আসছি আমরা। এটা বাস্তবায়িত হলে অবশ্যই ভালো উদ্যোগ।’

জরুরি তথ্য

মজুত রক্ত

বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টা অবধি

- **ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল**
  - এ পজিটিভ – ২
  - বি পজিটিভ – ২
  - ও পজিটিভ – ১
  - এবি পজিটিভ – ১
  - এ নেগেটিভ – ০
  - বি নেগেটিভ – ১
  - ও নেগেটিভ – ০
  - এবি নেগেটিভ – ০
- **বীরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল**
  - এ পজিটিভ – ০
  - বি পজিটিভ – ১
  - ও পজিটিভ – ০
  - এবি পজিটিভ – ০
  - এ নেগেটিভ – ০
  - বি নেগেটিভ – ০
  - ও নেগেটিভ – ০
  - এবি নেগেটিভ – ০

নজর নেই রাস্তার ষাঁড়ে

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ২২ জানুয়ারি : কারও শিং ভাঙা, কেউ পা খুঁড়িয়ে চলছে, কারও শরীরে পুরোনো ক্ষতের স্পষ্ট চিহ্ন। শীতের কনকনে ঠান্ডায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো ষাঁড়দের সেই ক্ষত ও যন্ত্রণার চিত্র আরও প্রকট হয়ে উঠছে। অথচ এই দৃশ্য যেন শহরবাসীর কাছে এতটাই পরিচিত হয়ে গিয়েছে যে আর কাউকে দাঁড়াতে দেখা যায় না। এতে স্বাভাবিকভাবেই আলিপুরদুয়ারে পশু কল্যাণ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে বাধ্য।

নাকি সব শুধু পথকুকুরদের জন্য। তাই তো পথকুকুরদের নির্বীজকরণ ও চিকিৎসা হলেও শহরের রাস্তায় ষাঁড়গুলো প্রতিদিন দুর্ঘটনা ও মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে ঘুরে বেড়ালেও তারা উপেক্ষিতই থেকে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও প্রশাসনের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ শহরবাসী। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর কথাতেও দায়িত্বের সীমাবদ্ধতার ছবি স্পষ্ট। এই যেমন এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সম্পাদক কৌশিক দে বলেন, ‘আমরা পশু কল্যাণের জন্য নানা কাজ করে থাকি। তবে কখনও রাস্তায় থাকা গোরু বা ষাঁড়দের নিয়ে আলাদা করে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ভবিষ্যতে সুযোগ ও সামর্থ্য থাকলে এই বিষয়টা নিয়ে ভাবা হবে।’

কলেজ হল্ট, চৌপথি, বগুড়িবাড়ি কিংবা বড় বাজার সংলগ্ন এলাকায় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় একাধিক ষাঁড়। না রয়েছে নির্দিষ্ট আশ্রয়ের ব্যবস্থা, না চিকিৎসা, না খাদ্যের নিশ্চয়তা। রাত নামলেই যখন মানুষ ঘরের ভেতর নিরাপদে শীত কাটায়, তখন শহরের রাস্তায় পড়ে থাকে ওই অসহায় প্রাণীগুলো।

শহরের বাসিন্দা নির্মল সরকার ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, ‘প্রতিদিন অফিসে যাওয়ার পথে দেখি ষাঁড়গুলো কষ্টে আছে। কেউ তাকিয়েও দেখে না। পশু কল্যাণ বললেই সবাই পথকুকুরদের কথাই আগে তোলে। ষাঁড় কি প্রাণী নয়? ওদের যন্ত্রণা কি কম?’ তাঁর কথায় ব্যক্তিগত উদ্যোগের সীমাবদ্ধতা এবং একইসঙ্গে শহরে একাধিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা থাকা সত্ত্বেও কার্যকর উদ্যোগের অভাব উঠে আসে।

একই সুর শোনা গেল কলেজপাড়ার বাসিন্দা পরেশ সরকারের কথায়। তিনি বলেন, ‘অনেক সময় দেখি গাড়ির ধাক্কায় জখম হয়ে পড়ে আছে। কোথাও জানালেও কেউ দায় নিতে চায় না। তাহলে এই সংস্থা বা প্রশাসন- কারা আসলে দায়িত্ব নেবে?’ কয়েক মাস আগে কিছু তরুণ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে রাস্তায় থাকা গোরুগুলোর গলায় রেডিয়াম বেল্ট পরিয়ে দিয়েছিলেন। সেই উদ্যোগ প্রশংসনীয় হলেও তা ছিল সাময়িক। পরবর্তীতে তার কোনও ধারাবাহিকতা দেখা যায়নি। সবমিলিয়ে আলিপুরদুয়ারের রাস্তায় থাকা অসহায় ষাঁড়গুলোর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সংকটে। আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ করকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, ‘বিভিন্ন সময়ে আমরা একাধিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে পথের পশুদের জন্য কাজ করে থাকি। অনেক এনজিও এই ধরনের পশুদের শুশ্রূষা বা নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের কাছে আবেদন জানালে গাড়ির ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। তবে এই মুহূর্তে আমাদের কাছে এমন কোনও পরিকাঠামো নেই, যার মাধ্যমে এধরনের বড় পশুদের নিয়মিত পরিচর্যা করা সম্ভব। আগামীদিনে বিষয়টি কীকরে আরও কার্যকরভাবে করা যায়, তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করা হবে।’

পথকুকুরে আটকে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা

আলিপুরদুয়ার শহরের রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে ষাঁড়।

রাস্তায় হঠাৎ ষাঁড় চলে এলে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তবুও প্রশাসনের তরফে কোনও স্থায়ী ব্যবস্থা চোখে পড়ছে না।

সমীর ঘোষ ব্যবসায়ী

সমারোহে... কলকাতার সংস্কৃত কলেজে। ছবি-দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়।

মধ্যপ্রদেশের ভোজশালা নিয়ে রায় সুপ্রিম কোর্টের

পুজো, নমাজ দুই-ই হবে

নয়াদিল্লি, ২২ জানুয়ারি : বসন্ত পঞ্চমী ও শুক্রবারের জুম্মার নমাজ একই দিনে পড়ায় মধ্যপ্রদেশের ধার জেলার বিতর্কিত ভোজশালা চত্বরে উপাসনা নিয়ে যে জটিলতা তৈরি হয়েছিল, বৃহস্পতিবার তার অবসান ঘটাল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত নির্দেশ দিয়েছে, শুক্রবার ২৩ জানুয়ারি ভোজশালা চত্বরে হিন্দু ও মুসলিম—উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই নিজ নিজ আচার পালন করতে পারবেন।

আদালত নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী, দুপুর ১টা থেকে ৩টে পর্যন্ত নির্দিষ্ট একটি এলাকায় জুম্মার নমাজ অনুষ্ঠিত হবে। নমাজের পর জনসমাগম দ্রুত সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, একই চত্বরে পৃথক একটি স্থানে হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য প্রথাগত সরস্বতী পূজার ব্যবস্থা রাখা হবে। দুই সম্প্রদায়ের জন্য প্রবেশের পথও থাকবে আলাদা।

বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি এবং বিচারপতি বিপুল পাঞ্চোলির বেঞ্চ জানিয়েছে, যাঁরা নমাজ পড়বেন, তাঁদের তালিকা জেলা প্রশাসনের কাছে জমা দিতে হবে। দুই সম্প্রদায়ের জন্য প্রার্থনার বন্দোবস্ত করার পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্যও জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। এর পাশাপাশি তিন বিচারপতির বেঞ্চ দুই সম্প্রদায়কে পারস্পরিক শ্রদ্ধা বজায় রাখা এবং প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতার আর্জি জানিয়েছে।

ইতিমধ্যে মধ্যপ্রদেশের ধার জেলায় ৮,০০০ পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এক পুলিশকর্তা জানিয়েছেন, যে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে সিসি ক্যামেরা, সমাজমাধ্যমের ওপর নজরদারি চালানো হচ্ছে।

- একই দিনে পৃথক স্থানে পুজো ও নমাজ সম্পন্ন হবে
- দুপুর ১টা-৩টে পর্যন্ত নমাজের জন্য সময় বরাদ্দ
- মূল বিবাদ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য হাইকোর্টে ফেরত পাঠানো হয়েছে
- এএসআই-এর গোপনীয় সমীক্ষা রিপোর্ট জনসমক্ষে প্রকাশের নির্দেশ

গত ২৩ বছর ধরে ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ (এএসআই)-এর নিয়ম অনুযায়ী, হিন্দুরা মঙ্গলবার এবং মুসলিমরা শুক্রবার এখানে উপাসনা করেন। ২০১৬ সালেও এই দুই তিথি একই দিনে পড়ায় ধারের পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। মূল বিবাদ নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট মামলাটি মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টে ফেরত পাঠিয়েছে এবং ডিভিশন বেঞ্চকে দুই সপ্তাহের মধ্যে শুনানি শুরু করতে বলেছে। একই সঙ্গে এএসআই-এর সিলমোহর দেওয়া সমীক্ষা রিপোর্টটি প্রকাশ্য আদালতে খোলার নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। ২০২৪ সালের বৈজ্ঞানিক সমীক্ষায় ওই স্থানে প্রাচীন মন্দিরের অস্তিত্বের প্রমাণ মিলেছে বলে খবর।

খাদে গাড়ি, মৃত ১০ সেনা

শ্রীনগর, ২২ জানুয়ারি : জম্মু-কাশ্মীরের ডোডায় এক ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর ১০ জওয়ান। বৃহস্পতিবার জঙ্গি দমন অভিযানে যাওয়ার পথে পাহাড়ি রাস্তা থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেনার গাড়িটি ২০০ ফুট গভীর খাদে পড়ে গেলে এই বিপর্যয় ঘটে। ঘটনায় আরও ১০ জওয়ান গুরুতর আহত হয়েছেন। আহতদের উন্নত চিকিৎসার জন্য বিমানে করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

সেনা সূত্রে খবর, বুলেটপ্রুফ 'ক্যাসপির' গাড়িটি ভাদেরওয়াহ-চাম্বা আন্তঃরাজ্য সড়ক দিয়ে যাওয়ার সময় খান্নি টপের কাছে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় চড়াই-উতরাই পেরোতে গিয়ে পিছলে যায়। সেনাবাহিনীর হোয়াইট নাইট কোর সমাজমাধ্যমে জানিয়েছে, 'অভিযানে যাওয়ার সময় দুর্গম পথ ও খারাপ আবহাওয়ার কারণে সেনার গাড়িটি রাস্তা থেকে ছিটকে পড়ে। এতে বেশ কয়েকজন জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে এবং আহতদের দ্রুত চিকিৎসার জন্য সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।'

জম্মু-কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা জওয়ানদের মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন। শোকপ্রকাশ করেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, 'ডোডায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় আমাদের সাহসী জওয়ানদের মৃত্যুতে আমরা মর্মাহত। মৃতদের পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাই।'

ফের হামলা অস্ট্রেলিয়ায়

মেলবোর্ন, ২২ জানুয়ারি : সিডনির বন্ডি বিচের ভয়াবহ স্মৃতি ফিকে হওয়ার আগেই ফের রক্তাক্ত হল অস্ট্রেলিয়া। নিউ সাউথ ওয়েলসের লেক কার্গেলিগো এলাকায় এক বন্দুকবাজের এলোপাতাড়ি গুলিতে অন্তত তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের মধ্যে দু-জন মহিলা এবং একজন পুরুষ। গুরুতর আহত একজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আততায়ীকে ধরতে শহরে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টে ৪০ নাগাদ লেক কার্গেলিগো এলাকার ওয়াকার স্ট্রিটে গুলিবর্ষণ শুরু হয়।

খালাস সজ্জন

নয়াদিল্লি, ২২ জানুয়ারি : শিখ বিরোধী হিংসার অন্যতম অভিযুক্ত প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ সজ্জন কুমারকে মুক্তি দিল দিল্লির একটি আদালত। এই রায়ে হতাশ জানকপুরী, বিকাশপুরীর স্বজনহারা পরিবারগুলি। বিশেষ বিচারক দিগ্বিজয় সিং জানান, সরকারপক্ষ অভিযোগ প্রমাণে ব্যর্থ হয়েছে।

'বইতীর্থ'-এর ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২২ জানুয়ারি : ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে 'বইতীর্থ' নির্মাণের ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাবলিশার্স ও বুক সেলার্স গিল্ডের আবেদনকে মান্যতা দিয়ে ৪৯তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠান থেকে এই সিদ্ধান্ত জানান তিনি। একইসঙ্গে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন, কবি জয় গোস্বামীর মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এসআইআরের শুনানিতে তলবের বিরুদ্ধে হয়রানির প্রতিবাদ জানিয়ে মমতা বলেন, 'লজিক্যাল ডিসক্রিপ্যান্সি কোনওদিন এসআইআরে ছিল না। একমাত্র এই রাজ্যে হচ্ছে। এসআইআরের কারণে বাংলায় ইতিমধ্যেই ১১০ জনের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এটা নিয়ে সবাই প্রতিবাদ করুন।'

তিনি আরও জানান, এসআইআরকে কেন্দ্র করে রাজ্যব্যাপী হয়রানির ঘটনা নিয়ে তিনি ২৬টি কবিতা লিখেছেন। ২০২৬ সালকে মাথায় রেখে এই সংখ্যক কবিতা লেখা হয়েছে। এবারের বইমেলায় নতুন ৯টি বই প্রকাশিত হবে মুখ্যমন্ত্রীর।

মাওবাদী নেতা সহ নিহত ১৫

রাঁচি, ২২ জানুয়ারি : ঝাড়খণ্ডের চাইবাসার সারান্ডা অরণ্যে নিরাপত্তা বাহিনীর হানায় মৃত্যু হল অন্যতম শীর্ষ মাওবাদী নেতা পতিরাম মাঝি ওরফে 'অনল দা'র। বৃহস্পতিবার ভোরে ছোটনাগরা থানার কুম্বাদিহ গ্রামের কাছে ওই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে অনল দা সহ মোট ১৫ জন মাওবাদী নিহত হয়েছে। নিহত পতিরামের মাথার ওপর ১ কোটি টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেছিল সরকার। এছাড়া ৫০ লক্ষ টাকার ইনামধারী আরও এক মাওবাদী এই অভিযানে মারা গিয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

ঘটনাস্থল থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও ১৫টি দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। বর্তমানে আরও এক শীর্ষ মাওবাদী নেতা থিপ্পিরি তিরুপতির খোঁজে গোটা এলাকা ঘিরে রেখে চিরুনি তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

মহিলা মেয়র

মুম্বই, ২২ জানুয়ারি : বৃহন্মুম্বই পুরসভার (বিএমসি) মেয়র পদে বসতে চলেছেন একজন মহিলা (সাধারণ)। বিএমসি সহ ২৯টি পুরসভার মেয়র পদটি কাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে তা বৃহস্পতিবার মহারাষ্ট্রের নগরোন্নয়ন দপ্তরে এক লটারির মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। মুম্বইয়ের পাশাপাশি পুনে, ধুলে, নাগপুর পুরসভাও মহিলা মেয়র পেতে চলেছে। যদিও লটারি প্রক্রিয়া নিয়েই আপত্তি তুলেছেন শিবসেনা (ইউবিটি) নেত্রী তথা প্রাক্তন মেয়র কিশোরী পেড়নেকার। তাঁর অভিযোগ, নিয়ম ভেঙে লটারি করা হয়েছে। সামগ্রিক প্রক্রিয়ায় রিগিং করারও অভিযোগ তুলেছেন তিনি। মেয়র প্রার্থী হিসেবে এগিয়ে তেজস্বী অভিষেক ঘোসালকার এবং যোগীতা সুনীল কোলি।

রাতারাতি বদল মেধাতালিকায়, জটের সম্ভাবনা

কলকাতা, ২২ জানুয়ারি : বিতর্ক যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না স্কুল সার্ভিস কমিশনের। বুধবারই একাদশ-দ্বাদশের চূড়ান্ত মেধাতালিকা প্রকাশ করেছে তারা। অথচ রাতারাতি সেই তালিকা বদলে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে পুনঃপ্রকাশিত তালিকায় দেখা গিয়েছে, অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে বহু পরীক্ষার্থীর নম্বর যোগ করা হয়েছে। শুধু অভিজ্ঞতার নম্বর নয়, তাদের প্রকাশিত তালিকায় এখনও বহু ত্রুটি রয়ে গিয়েছে বলেই মনে করছে আইনজীবী মহল। নম্বরে গরমিল, যোগ্যদের তালিকায় স্থান না পাওয়া, নতুনরা বঞ্চিত হয়েছেন, এই ধরনের নানা অভিযোগ উঠছে। যা নিয়ে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে। প্রশ্ন তুলছেন আইনজীবীরাও। ফলে নতুন এই তালিকা নিয়ে অভিযোগের জল গড়াতে পারে কলকাতা হাইকোর্ট পর্যন্ত।

চাকরিপ্রার্থীদের প্রশ্ন, প্রথমেই কেন সঠিক তালিকা প্রকাশ করা সম্ভব হল না? তবে এসএসসি সূত্রে খবর, পুরোনো ও নতুন মিলিয়ে সমানভাবে সকল চাকরিপ্রার্থী তালিকায় সুযোগ পেয়েছেন। আগেই প্রায় ১৩০০ জন 'যোগ্য' চাকরিহারারা নথি যাচাইয়ের ডাক পাননি। তখন থেকেই তাঁরা বঞ্চিত তালিকায় চলে গিয়েছেন। এবার যাঁরা মেধাতালিকা ও ওয়েটিং লিস্টে সুযোগ পেলেন না, তাঁদের সুরাহার জন্য শীঘ্রই আদালতে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন 'যোগ্য'রা। তবে শূন্যপদের ওপর ভিত্তি করে ওয়েটিং লিস্টের প্রার্থীরা আদৌ কাউন্সেলিংয়ের ডাক পাবেন কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। চাকরিহারা শিক্ষিকা সংগীতা সাহার কথায়, 'কাউন্সেলিং শেষ হলে তবে হিসেব করা যাবে কতজন যোগ্য সুযোগ পেলেন না। মোট হিসেব পেলে তবেই আমরা আদালতের দ্বারস্থ হতে পারব।' বিষয়টি নজরে এসেছে আইনজীবীদেরও। আইনজীবী ফিরদৌস শামিমের কথায়, 'অনেক ক্ষেত্রে যোগে ভুল করা হয়েছে। অভিজ্ঞতার নম্বর সঠিকভাবে সংযুক্ত করা হয়নি। এমনিতেই নতুন রুল নিয়ে মামলা চলছে। এই বিষয়গুলিও আদালতের সামনে আনা হবে।' আইনজীবী আশিস কুমার চৌধুরীর কথায়, 'সবচেয়ে বড় কথা, যোগ্যরা বার বার বঞ্চিত হচ্ছেন। ২৭ জানুয়ারি নিয়োগ সংক্রান্ত মামলা ফের আদালতে উঠবে। তখন এই বিষয়গুলিও জানানো হবে।' আইনজীবী সুদীপ্ত দাশগুপ্তর কথায়, 'নতুন মেধাতালিকায় নানা ত্রুটি রয়েছে। কেউ বঞ্চিত হয়েছে এই অভিযোগ করলেই মামলা হবে।'

রাজ্য বিজেপিতে বিয়ে-অস্বস্তি

হিরণ-দিলীপকে নিয়ে সরস চর্চা

কলকাতা, ২২ জানুয়ারি : কথায় বলে 'কারও পৌষ মাস কারও সর্বনাশ'। দিঘায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে সাড়া দিয়ে জগন্নাথ ধামে যাওয়া আর বিয়ে, এই দুই জোড়া ফাঁড়ায় দলীয় বৃত্ত থেকে কার্যত ছিটকে গিয়েছিলেন দিলীপ ঘোষ। সেই সময় অনেকেই মনে করেছিল '২৬-এর বিধানসভায় বিজেপির খড়্গপুর আসন হিরণের জন্য নিষ্কণ্টক হয়ে গেল। কিন্তু গত কয়েকদিনের পরিস্থিতির নিরিখে সেই হিরণই এখন মাঠের বাইরে।

পরিষদীয় বা মেঠো রাজনীতির কোনওটাতেই সেভাবে স্বচ্ছন্দ ছিলেন না খড়্গপুরের বর্তমান বিজেপি বিধায়ক হিরণ চট্টোপাধ্যায়। গত লোকসভা নির্বাচনের সময় তাঁর বিরুদ্ধে একবার শিবির বদলের অভিযোগ উঠেছিল। এরই মধ্যে আচমকা সমাজমাধ্যমে নিজের বিয়ের ছবি পোস্টে চর্চায় হিরণ। রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য থেকে শুরু করে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বা সুকান্ত মজুমদাররা বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছেন বারবার।

বুধবার খড়্গপুরের আনন্দপুর থানায় হিরণের প্রথম স্ত্রী অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায়ের এফআইআর দায়ের করার পর গোল বাঁধে। হিরণের নববিবাহিত স্ত্রী রীতিকা গিরির দাবি, গত পাঁচ বছর ধরেই তাঁরা একসঙ্গে থাকছেন। তাঁদের সম্পর্কের বিষয়ে অনিন্দিতা জানেন। অনিন্দিতাকে আইনমাফিক বিবাহবিচ্ছেদের নোটিশও পাঠানো হয়েছে। যদিও রীতিকার এই দাবি অস্বীকার করেই

তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছেন অনিন্দিতা। সূত্রের খবর, অনিন্দিতার পাশে দাঁড়িয়েছে স্থানীয় তৃণমূল। ভোটের মুখে খড়্গপুর আসনে যাতে কোনও প্রভাব না পড়ে সেদিকে সতর্ক দল। বরাবরই খড়্গপুরের বর্তমান ও প্রাক্তনীর মধ্যে সম্পর্ক অম্লমধুর। হিরণের ঘটনায় সরাসরি কোনও মন্তব্য না করলেও দিলীপ ঘনিষ্ঠ শিবিরের মতে খড়্গপুরের আসন এখন 'দাদা'র জন্য নিষ্কণ্টক। কার ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বে সেটাই এখন দেখার।

জি রাম জি

শ্রমিকদের সঙ্গে অন্যায় : রাহুল

নয়াদিল্লি, ২২ জানুয়ারি : অধুনা বাতিল তিনটি বিতর্কিত কৃষি আইনের সঙ্গে সদ্য তৈরি হওয়া ভিবি জি রাম জি আইনের তুলনা টানলেন রাহুল গান্ধি। বৃহস্পতিবার কংগ্রেস আয়োজিত জাতীয় মনরেগা শ্রমিকদের কনভেনশনে কেন্দ্রকে বিঁধে তাঁর তোপ, 'মোদি সরকার এর আগে কৃষকদের বিরুদ্ধে যে কালো আইনগুলি এনেছিল, সেগুলি কৃষকরা আটকে দিয়েছিলেন। যে অন্যায় কৃষকদের বিরুদ্ধে হয়েছিল, সেটা এবার শ্রমিকদের বিরুদ্ধেও হচ্ছে।' তিনি সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'ভিবি জি রাম জি একটি জুমলা। গরিবদের অধিকারের ওপর হামলা।' জি রাম জি বিল নিয়ে লোকসভার বিরোধী দলনেতার এই সমালোচনাকে হিন্দুবিরোধী বলে পালটা তোপ দেগেছে বিজেপি। এদিনের অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেও। মনরেগার সঙ্গে জি রাম জি-র তুলনা টেনে রাহুল বলেন, 'মনরেগা গরিবদের হাতে অধিকার দিয়েছে। যাঁদের কাজের প্রয়োজন, তাঁরা যাতে সম্মানের সঙ্গে কাজ চাইতে পারেন সেই ধারণা থেকেই ওই আইন তৈরি করা হয়েছিল। পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থার মাধ্যমে মনরেগাকে চালানো হত। মনরেগা মানুষের আওয়াজ ছিল, অধিকার ছিল। একেই খতম করতে ব্যস্ত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।' মনরেগার পুনরুজ্জীবনে এবং জি রাম জি আইন প্রত্যাহারের দাবিতে ১০ জানুয়ারি থেকে দেশব্যাপী প্রচার-আন্দোলন শুরু করেছে কংগ্রেস।

এবার রাজ্যপাল গেহলট বিতর্কে

বেঙ্গালুরু, ২২ জানুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ুর পর এবার সরকারের সঙ্গে রাজ্যপালের বিরোধ বিতর্কের জল গড়াল কর্ণাটকেও। বৃহস্পতিবার কর্ণাটকের রাজ্যপাল থাওয়ারচাঁদ গেহলট সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিয়েই বিধানসভা ছেড়ে বেরিয়ে যান। এই ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন কংগ্রেস বিধায়করা। তাঁরা রাজ্যপালকে ঘিরে বিক্ষোভও দেখান। জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার ইউপিএ জমানার মনরেগা বাদ দিয়েছে বলে প্রথমে ওই ভাষণ পাঠই করতে চাননি রাজ্যপাল। সম্প্রতি তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল আরএন রবিও সেই রাজ্যের বিধানসভায় জাতীয় সংগীতের অবমাননা করার অভিযোগ তুলে ভাষণ পাঠ না করেই সভাকক্ষ ছেড়েছিলেন। থাওয়ারচাঁদ গেহলটের আচরণের তীব্র নিন্দা করেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া।

বোর্ড অফ পিস গঠনের ঘোষণা

দাভোসে ট্রাম্প

দাভোস, ২২ জানুয়ারি : 'লোকে আমাকে ভয়ংকর স্বৈরাচারী শাসক বলে। আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না যে আমার বক্তৃতার এত প্রশংসা হয়েছে! তবে সত্যি বলতে, মাঝেমাঝে একজন একনায়কের প্রয়োজন হয়।' সুইৎজারল্যান্ডের দাভোসে ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) মঞ্চে এভাবেই ফের বিতর্কের ঝড় তুললেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। দাভোসেই তাঁর বহুচর্চিত 'বোর্ড অফ পিস' বা শান্তি পরিষদের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করলেন তিনি। যে বোর্ডের স্থায়ী চেয়ারম্যান হবেন ট্রাম্প। পরিষদের সদস্য হিসাবে যে দেশগুলিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে তাদের অনেকেই এদিন বোর্ডের সনদে সই করেছে।

অনুষ্ঠানে নজর কেড়েছেন পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। ট্রাম্পের পাশে বসে বোর্ড অফ পিসে যোগ দেওয়ার সময় দৃশ্যতই উচ্ছ্বসিত দেখিয়েছে তাঁকে। এছাড়া আর্জেন্টিনা, আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, বাহরিন, বেলারুশ, মিশর, হাঙ্গেরির মতো কয়েকটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা আনুষ্ঠানিকভাবে বোর্ডের সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন। তবে ভারত বৃহস্পতিবার পর্যন্ত এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানায়নি। সূত্রের খবর, সাউথ ব্লক শান্তি পরিষদের ভূ-রাজনৈতিক প্রভাব খতিয়ে দেখছে। ট্রাম্পের এই উদ্যোগে শামিল হতে সরাসরি অস্বীকার করেছে ব্রিটেন, ফ্রান্স, সুইডেন এবং নরওয়ে। ব্রিটিশ বিদেশসচিব ইভেট কুপার সাফ জানিয়েছেন, রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের এই বোর্ডে থাকা নিয়ে তাঁদের গভীর উদ্বেগ রয়েছে। তাঁর মতে, এই বোর্ড আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী।

- বোর্ড অফ পিসে শামিল পাকিস্তান, আর্জেন্টিনা, আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, বাহরিন, বেলারুশ, মিশর, হাঙ্গেরি
- যোগ দিতে রাজি হয়নি ব্রিটেন, ফ্রান্স, সুইডেন এবং নরওয়ে। নীরব ভারত
- হামাসকে নিশ্চিহ্ন করার হুঁশিয়ারি

ট্রাম্পের শান্তি পরিষদ নিয়ে উদ্বিগ্ন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞদের অনেকেই। তাঁদের যুক্তি, বোর্ড অফ পিস আগামী দিনে রাষ্ট্রসংঘের সমান্তরাল একটি সংগঠনে পরিণত হবে। যার শীর্ষে থাকবেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। অর্থাৎ, বোর্ড অফ পিসকে সামনে রেখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গোটা বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করবে। যা ট্রাম্পের 'একনায়ক' ও 'স্বৈরাচারী শাসক' মন্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। বোর্ড অফ পিসের মঞ্চে অবশ্য ট্রাম্পকে প্রবল আত্মবিশ্বাসী দেখিয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, 'এটি বিশ্বের ইতিহাসের সবথেকে মর্যাদাপূর্ণ বোর্ড হতে চলেছে। এই শান্তি পরিষদ রাষ্ট্রসংঘের চেয়েও অনেক বেশি সাফল্য পাবে। মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মূলত ইরানের পারমাণবিক হুমকিকে নিষ্ক্রিয় করার মাধ্যমেই।' গাজা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'হামাস যদি তাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করে, যদিও আমি মনে করি সম্ভবত তারা করবে। আর যদি তারা তা না করে, তাহলে সেটাই হবে তাদের শেষ।'

ভারত সরকার
বস্ত্র মন্ত্রণালয়
হস্তচালিত তাঁত শিল্পের জন্য উন্নয়ন কমিশনারের কার্যালয়
২০২৫ সালের জন্য সন্ত কবির হ্যান্ডলুম পুরস্কার এবং জাতীয় হ্যান্ডলুম পুরস্কার

হস্তচালিত তাঁত শিল্প ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য ভারতের বাসিন্দাদের কাছ থেকে ২০২৫ সালের জন্য নিম্নলিখিত শ্রেণির হ্যান্ডলুম পুরস্কার দেওয়ার জন্য নির্ধারিত বিন্যাস অনুসারে সম্পূর্ণরূপে আবেদনপত্রটি পূরণ করার হেতু আহ্বান জানানো হচ্ছে। নিম্নে বিস্তারিত বিবরণটি উল্লেখ করা হইল :

ক্রমিক নং	পুরস্কারের নাম	বিভাগ	উপ-বিভাগ	পুরস্কারের সংখ্যা
০১	সন্ত কবির হ্যান্ডলুম পুরস্কার (এসকে এইচএ)	বয়ন	বয়ন	০৩
			শুধুমাত্র মহিলা তাঁতিদের জন্য (সন্ত কবির হ্যান্ডলুম পুরস্কার কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায়)	০১
			বিলুপ্তপ্রায় বয়ন	০১
			উপজাতীয় বয়ন	০১
			মোট পুরস্কার	০৬
০২	জাতীয় হ্যান্ডলুম পুরস্কার (এন এইচএ)	বয়ন	বয়ন	০৮
			শুধুমাত্র মহিলা তাঁতিদের জন্য (সন্ত কবির হ্যান্ডলুম পুরস্কার কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায়)	০২
			তরুণ তাঁতি (বয়স ৩০ বছরের ঊর্ধ্বে নয়)	০১
			দিব্যাঙ্গ তাঁতি	০১
			বিলুপ্তপ্রায় বয়ন	০১
			উপজাতীয় বয়ন	০১
		ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট		০২
		হ্যান্ডলুম পণ্যের বিপণন		০২
		স্টার্ট আপ উদ্যোগ/ প্রযোজক সংস্থা		০১
			সম্পূর্ণ (বি)	১৯
			সম্পূর্ণ (এ+বি)	২৫

২. যোগ্যতার মানদণ্ড, বয়স, অভিজ্ঞতা, আবেদনপত্র ইত্যাদি সংক্রান্ত আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য হস্তশিল্প তাঁতের জন্য উন্নয়ন কমিশনের কার্যালয়ের ওয়েবসাইট (www.handlooms.nic.in) থেকে ডাউনলোড করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। যেকোনো তথ্যের জন্য আবেদনকারীরা নিকটস্থ উইভার্স সার্ভিস সেন্টার (ডব্লিউএসসি)- এ যোগাযোগ করতে পারেন।
৩. আবেদনপত্রগুলি অনলাইন এবং অফলাইন উভয়মাধ্যমেই (ডুয়াল মোড) জমা দিতে হবে। অনলাইন আবেদনপত্রটি "মাই হ্যান্ডলুম" পোর্টালের (https://myhandlooms.gov.in) মাধ্যমে জমা দিতে হবে। এছাড়া অফলাইন আবেদনপত্র যেটি সবদিক থেকে সঠিকভাবে পূর্ণ করা, সঙ্গে হাতে-বোনা নমুনা (যেখানে প্রযোজ্য), অনলাইন আবেদনপত্রটির প্রিন্ট আউট, এবং অন্যান্য সমস্ত প্রয়োজনীয় নথি ২৩শে মার্চ ২০২৬ এর মধ্যে নিকটস্থ ডব্লিউএসসি-তে জমা দিতে হবে।

উন্নয়ন কমিশনার (হস্তচালিত তাঁতশিল্প)

CBC 41102/11/0008/2526

'নো এসআইআর নো ভোট'

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২২ জানুয়ারি : ফরাক্কা বিডিও অফিসে তৃণমূল বিধায়ক মণিরুলের তাণ্ডবের পর জেলারই আর এক শাসকদলের বিধায়ক আখরুজ্জামানের বিরুদ্ধে শুনানিকেন্দ্রে ঢুকে হামলার অভিযোগ উঠল। শুধু মুর্শিদাবাদেই নয়, বৃহস্পতিবার উত্তর দিনাজপুরের ইটাহারে শুনানিকেন্দ্রে গণ্ডগোলের অভিযোগ উঠেছে শাসকদলের বিরুদ্ধে। শুনানিতে উপর্যুপরি হামলার ঘটনায় কমিশনকে হুঁশিয়ারি দিয়েছে বিজেপি। রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ফের জ্ঞানেশ কুমারকে রাজ্যে এসে এসআইআর পরিস্থিতি স্বচক্ষে দেখার দাবি তুলে বলেছেন, নির্বিঘ্নে এসআইআর হতে না দিলে ভোটই হতে দেব না।

বুধবারই রাজ্যের জনগণকে আশ্বস্ত করে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার বলেছিলেন, কাউকেই নিজের হাতে আইন তুলে নিতে দেওয়া হবে না। এ ধরনের ঘটনা ঘটলে কড়া পদক্ষেপ করবে কমিশন। জ্ঞানেশের সেই আশ্বাসের পরেই বৃহস্পতিবার ফরাক্কার ঘটনায় সরাসরি তৃণমূল বিধায়ক মণিরুল ইসলামের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করার নির্দেশ দেয় কমিশন। জেলা নির্বাচনি আধিকারিককে বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টার মধ্যে এই নির্দেশ কার্যকর করতে বলা হয়।

ভোটার তালিকায় কারচুপির অভিযোগে অভিযুক্ত চার সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে এফআইআরের নির্দেশ কার্যকর কার্যকর করার নির্দেশ দেয় কমিশন। এরপরেই ফরাক্কার ঘটনা রাজ্য বনাম কমিশনের সংঘাত চরমে পৌঁছোল বলে মনে করা হচ্ছে। কমিশনের উদ্দেশে প্রকাশ্য সভা থেকে মণিরুল কমিশনের আধিকারিকদের 'টেনে বার করে মারব' এই নিদান দেন। কমিশনের মতে যা যথেষ্ট উসকানিমূলক। কমিশনের নির্দেশে ফরাক্কা থানায় এফআইআর দায়ের হলেও মণিরুলের নাম না থাকায় মণিরুলের বিরুদ্ধে এফআইআর করতে নির্দেশ দেয় কমিশন।

শমীকের বার্তা

রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'আমার ধারণা, তৃণমূল সরকার কোনও ব্যবস্থাই নেবে না। কারণ, এখানের সরকার সংবিধান মানে না। আইন মানে না। তাই এর দায়িত্ব নিতে হবে নির্বাচন কমিশন, সুপ্রিম কোর্টের মতো সংবিধানের রক্ষকদের।'

এদিন কমিশনকে নিশানা করে শমীক বলেন, 'সমাজের প্রতিষ্ঠিত কিছু ব্যক্তির নামে পরিকল্পিতভাবে ভুল তথ্য আপলোড করে কমিশনকে হেয় করা হচ্ছে। আর সাধারণ মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে। আমরা চাই শুধু বিজেপির নয় সব রাজনৈতিক দলের ফর্ম-৭ জমা নিতে হবে কমিশনকে। না নিলে এসআইআর হওয়ার কোনও অর্থ নেই। তাতে দেরি হলে হবে।' তাঁর হুঁশিয়ারি, 'নির্বিঘ্নে এসআইআর করতে না দিলে রাজ্যে ভোটই হতে দেব না।' কিন্তু 'নো এসআইআর নো ভোট' এটাই বিজেপির দাবি।

এদিন রাজ্যের ৩৩ এসআইআর অবজার্ভারদের সঙ্গে মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল ও রোল অবজার্ভার প্রধান সুব্রত গুপ্তর বৈঠক নিয়ে শমীক বলেন, 'স্পেশাল না সুপার স্পেশাল, ওসব বুঝি না। আবারও বলছি, জ্ঞানেশ কুমার দিল্লিতে না বসে থেকে কলকাতায় আসুন।'

KHOSLA ELECTRONICS

এই প্রথম বার KHOSLA নিয়ে এলো **DOUBLE DISCOUNT,** EMI এর ওপর DISCOUNT এবং PRODUCT এর ওপরেও DISCOUNT

KHOSLA ELECTRONICS
COST TO COST OFFER

প্রতিটি EMI -তে
10% ছাড়!!
গ্যারান্টিড

Upto 80% DISCOUNT

0 DOWN PAYMENT | 1 EMI OFF | 36 MONTHS EMI | ₹500 EMI STARTS

পুরনো AC# -তে
₹10,000
EXCHANGE অফার

Upto ₹45,000 CASH BACK | Upto ₹45,000 EXCHANGE OFFER | BUY GET 1 FREE

LED TV

LG SAMSUNG SONY KGA Haier LLOYD Hisense

UPTO 58% DISCOUNT

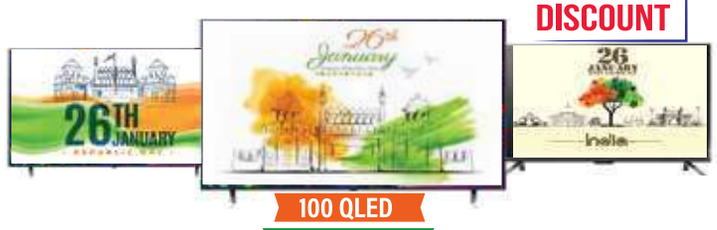

100 QLED
EMI ₹ 4,545

75 QLED EMI ₹ 4,545 | 55 4K UHD EMI ₹ 3,388 | 65 QLED EMI ₹ 3,112 | 43 SMART LED EMI ₹ 1,633

32 LED Starting Price ₹ 8,990*

AIR CONDITIONER

5 YEARS COMPREHENSIVE WARRANTY* | FREE FREE STANDARD INSTALLATION + BRACKET worth ₹ 2,500*

GURANTEED 50% DISCOUNT ON ALL BIG BRANDS

1.5 Ton 3* INV EMI ₹ 2,124 | 1.5 Ton 5* INV EMI ₹ 2,333 | 2 Ton 3* INV EMI ₹ 2,525

REFRIGERATOR

LG SAMSUNG Godrej Whirlpool Haier LLOYD Panasonic IFB BOSCH BLUE STAR

UPTO 41% DISCOUNT

FREE SAFARI Trolley Bag worth ₹ 10,500
600 Ltr. SBS EMI ₹ 2,525

FREE 2 Jar 500 watt Mixi worth ₹ 4,999
330 Ltr. DD EMI ₹ 2,916

FREE 2 Jar 500 watt Mixi worth ₹ 4,999
187 Ltr. SD EMI ₹ 922

WASHING MACHINE

SAMSUNG LG BOSCH IFB Whirlpool LLOYD Godrej Panasonic Haier SIEMENS

UPTO 50% DISCOUNT

8 Kg. Front Load EMI ₹ 2,416 | 7 Kg. Top Load EMI ₹ 1,399
8 Kg. Semi Auto EMI ₹ 958

FREE 1000 Watt Iron Worth ₹ 1,200

MOBILE

FREE BOAT NECKBAND OR CROSS BAGPACK OR REALME EARBUDS

iPhone

iPhone 17 Pro (256GB)
₹ 1,30,900
EMI ₹ 11,242
Cashback ₹ 4,000

Buy any apple product and get an assured gift
Offer valid from 23rd till 26th January

SAMSUNG

S25 Ultra (256GB)
₹ 1,11,990*
EMI ₹ 9,325

vivo

V 60 (12/256GB)
₹ 40,999*
EMI ₹ 9,325
Cashback ₹ 3,000

oppo

RENO 15 (8/256GB)
₹ 42,399*
EMI ₹ 2,611
Cashback ₹ 4,600

realme

16 PRO (8/256GB)
₹ 31,999*
EMI ₹ 1,899
Cashback ₹ 2,000

mi

NOTE 15 (8/256GB)
₹ 21,999*
EMI ₹ 1,667
Cashback ₹ 3,000

LAPTOP

FREE GAMING WIRED KEYBOARED + MOUSE worth ₹ 1,999

DELL Technologies

Core i3 16GB Ram/ 512GB SSD/Win 11+OFC 24
₹ 44,990*
EMI ₹ 3,749

ASUS

Core i3 8GB Ram/ 512GB SSD/Win 11+OFC 24
₹ 39,900*
EMI ₹ 3,325

hp

i5, 16GB RAM, 512GB SSD, 3050A 4GB Graphics Win 11 + MSO 24
₹ 72,900
EMI ₹ 6,083

BUY 1.5 TON 3* INVERTER AC — BUY GET 1 FREE

FREE 32 SMART LED TV worth ₹ 24,999

COST PRICE ₹ 35,990 EMI ₹ 2,999 | DISCOUNT 50%

BUY 240 L FF — BUY GET 1 FREE

FREE 20 Ltr. MICROWAVE OVEN worth ₹ 8,499

COST PRICE ₹ 25,990 EMI ₹ 2,166 | DISCOUNT 42%

BUY 55" QLED GOOGLE TV — BUY GET 1 FREE

FREE SOUND BAR worth ₹ 19,999

COST PRICE ₹ 41,990 EMI ₹ 3,499 | DISCOUNT 60%

BUY 20 Ltr. MICROWAVE OVEN — BUY GET 1 FREE

FREE CHOPPER worth ₹ 695

COST PRICE 20 Ltr. ₹ 5,490 25 Ltr. ₹ 6,990 | DISCOUNT 40%

BUY CHIMNEY — BUY GET 1 FREE

FREE 2BB Glass Cooktop worth ₹ 5,190
1400 Suc, 60 cm Auto Clean with Touch & Motion Sensor

COST PRICE ₹ 14,990 EMI ₹ 1,249 | DISCOUNT 57%

BUY WATER PURIFIER — BUY GET 1 FREE

RO + UV 2X

FREE STAINLESS STEEL BOTTLE worth ₹ 1,399

COST PRICE ₹ 13,999 EMI ₹ 1,167 | DISCOUNT 55%

VOLTAS

VOLTAS · beko

CELEBRATE FREEDOM WITH
Smart Upgrades

Unlock Republic Day savings on Voltas & Voltas Beko appliances
Offers valid till 31st January 2026

Fixed EMI of ₹2950 with multiple advance EMI Options for TVS Credit

Long Tenure Schemes for 18 months across all the major financiers

Low Down Payment Avail finance by paying balance in 9 months

Zero Down Payment Finance at zero down payment with 10, 8 & 6 month tenures.

Fixed EMI of ₹2888/1888/1088 with multiple advance EMI options for Bajaj on all appliances

5 years* Comprehensive Warranty Includes Gas Charging + Labor for Coil & Compressor Replacements

*T&C Apply, *Applicable on Voltas Split & Window ACs, *All Inverter ACs come with a 10 year compressor warranty

ALL BANK DEBIT & CREDIT CARDS ACCEPTED HDFC AXIS BANK SBI HSBC standard chartered citibank ICICI Bank kotak Bank of Baroda

Easy Finance by BAJAJ FINSERV IDFC FIRST Bank HDB FINANCIAL SERVICES kotak

UP TO 15% INSTANT DISCOUNT# SBI card

#Min. Trxn.: ₹20,000; Max. Discount: ₹6,000 per card; Also valid on EMI Trxns.; Validity: 17 Jan - 02 Feb 2026. T&C Apply.

CUSTOMER CARE NO. 95119 43020 enquiry@khoslaelectronics.com | 89 SHOWROOMS

BUY 24 X 7 @ khoslaonline.com

*Terms & Conditions apply. Pictures are mere indicative. Finance at the sole discretion of the financer. Offer is at the sole discretion of Khosla Electronics. **Offer price under Exchange Amount,** Offers are not applicable on Samsung Products. # AC on working condition.

locate your nearest Khosla store

COOCHBEHAR Rail Gumti Ph : 9147417300 | RAIGANJ Mohonbati Bazar Ph : 9147393600 | ALIPURDUAR Shamuktala Road Ph : 9874287232 | SILIGURI Sevoke Road, 2nd Miles Ph: 9874241685 | BALURGHAT Hili More Ph: 98742 33392 | MALDAH 15/1, Pranth Pally Ph : 98742 49132

চোখ থাকবে ঈশানের দিকেও

অভিষেক শোয়ের হাতছানি রায়পুরে

রায়পুর, ২২ জানুয়ারি : হাতে ঠিক চারটি ম্যাচ।

বিশ্বকাপের টিম কম্বিনেশন থেকে যাবতীয় প্রস্তুতি, সেরে নেওয়ার চ্যালেঞ্জ। নিউজিল্যান্ডের শুভসূচনা কাপ-প্রত্যাশাকে উসকে দিয়েছে। শুক্রবার সুযোগ যে পারদ আরও ঊর্ধ্বমুখী করার। গৌতম গম্ভীর ব্রিগেডের যে বিশ্বকাপ ভাবনার মাঝে দর্শকদের চোখ অভিষেক শর্মাতে।

বুধবার প্রথম টি২০ দ্বৈরথে অভিষেক শোয়ের সামনে হার মেনেছে ব্ল্যাক ক্যাপসরা। ডেথ ওভারে তাল ঠুকেছিলেন রিঙ্কু সিংও। শুক্রবার সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে বিশ্বকাপে সাফল্য পেতে প্রয়োজন টিমগেম।

শহিদ বীরনারায়ণ সিং ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সেই প্রত্যাশা মেটানোর তাগিদ থাকবে সঞ্জু, ঈশানের। এরমধ্যেই সুখবর তিলক ভার্মার। 'চোট সারিয়ে দ্রুত ফিরছি,' সামাজিক মাধ্যমে সেই কথা জানিয়ে দিয়ে লিখেছেন তিলক।

দুই শিবিরের জন্যই চলতি সিরিজ বিশ্বকাপের প্রস্তুতির মঞ্চ। সুযোগ ফাঁকফোকর মেরামত করে আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর। ০-১ পিছিয়ে থাকলেও কিউয়ি শিবিরের দাবি, আগামীকালও পরীক্ষানিরীক্ষা

জয়ের ছন্দ নিয়ে রায়পুরের উদ্দেশে হর্ষিত রানা, অভিষেক শর্মারা।

দুইজনের ফর্ম বজায় রাখার সঙ্গে দল তাকিয়ে ঈশান কিষান, সূর্যকুমার যাদব, সঞ্জু স্যামসনদের দিকেও।

বড় রান হাতছাড়া করলেও প্রথম ম্যাচে সূর্যের ইনিংস আশ্বস্ত করেছে। রবিচন্দ্রন অশ্বীনের বিশ্বাস, গত কিছু ম্যাচে ২০-২২-এই আটকে যাচ্ছিল সূর্য। সেখানে তিরিশের কোঠায় পা রাখা ঘুরে দাঁড়ানোর শুরু। বাকি চার ম্যাচে আরও ভালো কিছু অপেক্ষা করবে সূর্যকে নিয়ে বিশ্বাস অশ্বীনের।

ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ ট্রফি ধরে রাখতে সূর্যের ব্যাটে '৩৬০' ডিগ্রি শটের ফুলঝুরির প্রত্যাবর্তন জরুরি। একইসঙ্গে জরুরি, শুরুতে অভিষেক-ঝড় অব্যাহত থাকা। তবে চলবে। ভারতীয় দলে পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম। প্রথম ম্যাচের পুরো দলকে আরও একটা সুযোগ দিতে চাইছেন গৌতম গম্ভীররা। নাগপুর ম্যাচে টসের সময় অধিনায়ক সূর্য বলেও দিয়েছিলেন, যারা বিশ্বকাপ স্কোয়াডে রয়েছেন, তাঁরা অগ্রাধিকার পাবেন। তিলক ও ওয়াশিংটন সুন্দরের চোটে ডাক পেলেও শ্রেয়স আইয়ার, রবি বিষ্ণোইদের প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষা বাড়ছে।

অক্ষর প্যাটেলকে নিয়েও যদি, কিন্তু। গতকাল নিজের বোলিংয়ে ক্যাচ ধরতে গিয়ে হাতে চোট। সঙ্গে সঙ্গে মাঠও ছাড়েন। ঝুঁকি এড়াতে আগামীকাল দলের সহ অধিনায়ককে বিশ্রাম দেওয়া হতে পারে। সেক্ষেত্রে বোলিং কম্বিনেশন কী দাঁড়াবে, সেদিকে চোখ থাকবে অনেকের। নাগপুরে দুরন্ত জয়ের পর রায়পুরে উৎসাহ তুঙ্গে। আবহাওয়াতে ক্রিকেট উৎসবের অনুকূল পরিস্থিতি। পরিষ্কার আকাশ। বৃষ্টির বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। তবে বাইশ গজ নিয়ে সেই নিশ্চয়তা দেওয়া মুশকিল। পিচ প্রস্তুতকারকরা অবশ্য দাবি করেছেন, টি২০সুলভ উইকেট থাকছে। হিসেব মেলে কিনা, সেটাই দেখার।

ব্যাট-বলের টক্করে প্রথম ম্যাচে আধিপত্য দেখালেও ভারতের চিন্তা ফিল্ডিং। গত কয়েক সিরিজে একঝাঁক ক্যাচ পড়েছে। নতুন বছরে প্রথমবার মাঠে নেমেও ভারতীয় ফিল্ডিংয়ের যে ছবিটা বদলায়নি। সূর্য যদিও ফিল্ডারদের আড়াল করছেন। যুক্তি, প্রচুর শিশির পড়েছে রাতের দিকে। ফ্লাডলাইটের আলো নিয়েও কিছুটা সমস্যা ছিল।

রিঙ্কু সিংয়ের গলায় যদিও উলটো সুর। ক্যাচ মিসের জন্য কোনও অজুহাত দিতে নারাজ। সাফ কথা, শিশির বা আলো নিয়ে কোনও সমস্যা হয়নি। তাই ক্যাচ মিস মানতে পারছেন না। খারাপ লাগছে। ক্যাচ মিস নয়, প্রাক্তনরা মুগ্ধ রিঙ্কুর ফিনিশারের ভূমিকায়। দাবি, নিয়মিত প্রথম একাদশে রাখারও।

> **ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড**
> **দ্বিতীয় টি২০ আজ**
> **সময় :** সন্ধ্যা ৭টা
> **স্থান :** রায়পুর
> **সম্প্রচার :** স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

রিঙ্কুর যদিও কোনও আক্ষেপ নেই। বরং দলের বাইরে থাকার সময়টাকে কাজে লাগিয়েছেন নিজেকে প্রস্তুত রাখতে। বিশ্বাস ছিল, সুযোগ আসলে, তা কাজে লাগাতে পারবেন। নাগপুরের পর শুক্রবারের রায়পুরে, রিঙ্কুর ব্যাট ফের জ্বলে ওঠে কিনা, সেটাই দেখার।

বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে জিম সেশনে তিলক ভার্মা। ছবি পোস্ট করে লিখলেন, 'চোট সারিয়ে দ্রুত ফিরছি'।

কোচ সৌরভে মজে পোলক

জোহানেসবার্গ, ২২ জানুয়ারি : কোচের ভূমিকায় অভিষেকেই জয়রথ ছোটাচ্ছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। দক্ষিণ আফ্রিকার টি২০ লিগে (এসএ২০) টগবগিয়ে ছুটছে সৌরভের দল প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসও। প্রথম চেষ্টাতেই দলকে ফাইনালে তুলে দিয়ে স্বস্তির ঢেঁকুর। অপেক্ষা রবিবারের ফাইনাল যুদ্ধের। লক্ষ্য পরিষ্কার আর একটা জয়ে কাপ হাতে ভিকট্রি ল্যাপ।

ফাইনাল যুদ্ধের আগে সৌরভকে সাফল্যের কৃতিত্ব দিয়ে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন সহকারী শন পোলক। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন তারকার মতে, দলের মধ্যে খোলা হাওয়া এনেছেন মহারাজ। প্রত্যেকে নিজেদের মধ্যে সুখ-দুঃখ ভাগ করে নেয়। সাফল্যে যেমন একসঙ্গে খুশিতে ভাসেন, তেমন ব্যর্থতায় হতাশ হন।

পারস্পরিক বিশ্বাস, আস্থা, সম্মান, বোঝাপড়া- একটা দলকে সফল করে তুলতে যা যা দরকার সৌরভ প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের সাজঘরে সেটাই আনার চেষ্টা করছে। বাকি দলও মহারাজের সঙ্গে পায়ে পা মেলাচ্ছে। বাইশ গজে তারই প্রতিফলন। পোলক বলেছেন, 'সাফল্য হোক ব্যর্থতা, নিজেদের মধ্যে আবেগ ভাগ করে নিই। এই রকম একটা দুর্দান্ত দল, দুর্দান্ত কোচিং ইউনিটের সঙ্গে কাজ করা উপভোগ করছি। আমাদের সবার লক্ষ্য এক-- নিজেদের সেরাটা যথাসম্ভব বের করে আনা।'

কাপ আর ঠোঁটের মধ্যে আর একটা ম্যাচ। রবিবার ফাইনাল যুদ্ধ। পোলকদের বিশ্বাস, মহারাজের হাতে কাপ উঠছে এবার।

'অনড়' বাংলাদেশ কঠিন শাস্তির মুখে

বিকল্পের নাম ঘোষণা সময়ের অপেক্ষা

ঢাকা ও দুবাই, ২২ জানুয়ারি : আলোচনা হল। কিন্তু বরফ গলল না। সমাধানসূত্রও মিলল না।

নিট ফল, আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা টি২০ বিশ্বকাপে বাংলাদেশের অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্তে বৃহস্পতিবার কার্যত সিলমোহর পড়ে গেল। যদিও রাত পর্যন্ত ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি-র তরফে বাংলাদেশকে টি২০ বিশ্বকাপ থেকে 'ছাঁটাই' করার বিষয়টি সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়নি। ঠিক যেমন জানানো হয়নি, বাংলাদেশের বিকল্প হিসেবে স্কটল্যান্ড, নাকি অন্য কোনও দেশকে কুড়ির বিশ্বকাপে দেখা যাবে। তবে জানা গিয়েছে, বিকল্পের নাম ঘোষণা সময়ের অপেক্ষা।

গত কয়েকদিনে বারবার বাংলাদেশের তরফে জানানো হয়েছিল, ভারতে তারা বিশ্বকাপ খেলতে যাবে না। ভারতের মাটিতে বাংলাদেশের ক্রিকেটার, সমর্থক, সাংবাদিক- সবারই নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে। আজও সেই কথাই ফের জানিয়েছে বাংলাদেশ। মাঝের সময়ে নতুন দিক বলতে এতদিন আড়ালে রাখা বাংলাদেশ জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের সঙ্গে বোর্ডের শীর্ষকর্তাদের বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে সরকারি প্রতিনিধিত্বও ছিল। জানা গিয়েছে, বাস্তবে সেই বৈঠকও নিষ্ফলা হয়েছে। কারণ, লিটন দাসরা নিজেদের দেশেই নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগে রয়েছেন। ফলে তাঁরা বোর্ড বা সরকার বিরোধী কিছু বললে তার ফল মারাত্মক হতেই পারে। সূত্রের খবর, সেই পথে হাঁটেননি বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা। বরং তাঁরা আজকের বৈঠকে স্পষ্ট করেছিলেন, তাঁরা ক্রিকেট খেলতে চান শুধু।

ক্রিকেটারদের সঙ্গে সেই বৈঠকের পরই ফের বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের তরফে সরকারিভাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে ঘোষণা করা হয়, আইসিসি তাদের দাবি না মানলে ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই। বাংলাদেশের ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল

আজ বিকেলের দিকে সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, 'বাংলাদেশের ক্রিকেটার, বোর্ড কর্তাদের সঙ্গে আমরা আজ বৈঠক করেছি। সবাই বিশ্বকাপ খেলতেই চেয়েছি। কারণ, বিশ্বকাপ খেলার সুযোগ আমরা কষ্ট করে অর্জন করেছিলাম। কিন্তু ভারতে গিয়ে টি২০ বিশ্বকাপে খেলার ব্যাপারে আমাদের নিরাপত্তার ঝুঁকি রয়েছে। আইসিসি-কে আমরা সেটা জানিয়েছিলাম। কিন্তু ছবিটা বদলায়নি। তাই নিরাপত্তার আশঙ্কা নিয়ে আমরা ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়ার কথা ভাবছিই না।' বাংলাদেশের অনড় মনোভাব, ভারতে হাজির হয়ে টি২০ বিশ্বকাপে না খেলার 'স্টান্স' না বদলানোর সিদ্ধান্ত আইসিসি-কেও চাপে ফেলেছে। কারণ, ৭ ফেব্রুয়ারি বিশ্বকাপ শুরু হতে আর দেরি নেই। ফলে নতুন কোনও দলকে কীভাবে প্রতিযোগিতায় যুক্ত করা হবে, তা নিয়ে ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার অন্দরে আলোচনা শুরু হয়েছে।

পাশাপাশি বাংলাদেশের তরফেও আইসিসি'র উপর চাপ বাড়ানো হয়েছে। ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার থেকে তারা 'সুবিচার' পায়নি বলেও আজ সরাসরি অভিযোগ করেছে বাংলাদেশ। ক্রীড়া উপদেষ্টা নজরুল বলেছেন, 'আইসিসি আমাদের প্রতি সুবিচার করল না। শ্রীলঙ্কায় আমাদের বিশ্বকাপ খেলার সুযোগ দিলে এত সমস্যাই হত না। আমরা এখনও শ্রীলঙ্কার মাটিতেই বিশ্বকাপ খেলার অপেক্ষায় রয়েছি।' আইপিএল নিলামের আসরে মুস্তাফিজুর রহমানকে নিয়েছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। ৯.২০ কোটি টাকা দিয়ে মুস্তাফিজুরকে নেওয়া হয়েছিল। যদিও পরবর্তী সময়ে দুই প্রতিবেশী দেশের সম্পর্কের অবনতির কারণে বাংলাদেশের বাঁহাতি পেসারকে আইপিএল থেকে ছেঁটে দেওয়া হয়। আর সেই ঘটনার পরই ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে হাজির না হওয়ার অনড় স্টান্স নেয় বাংলাদেশ। যা এখনও বজায় রয়েছে। বিশাল আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা সত্ত্বেও বাংলাদেশের এমন সিদ্ধান্ত অবাক করেছে ক্রিকেটমহলকে। বাংলাদেশের তরফে আজ এই কথাও বলা হয়েছে, তারা বিশ্বকাপ না খেললে আইসিসি ২০ কোটি দর্শককে হারাবে। যদিও এমন যুক্তিকে পাত্তা দেওয়ার লোক পাওয়া যাচ্ছে না।

মেদিনীপুরকে ৫ গোল বীরভূমের

কলকাতা, ২২ জানুয়ারি : বেঙ্গল সুপার লিগের ম্যাচে বড় জয় পেল কোপা টাইগার্স বীরভূম। বৃহস্পতিবার ঘরের মাঠে তারা ৫-১ গোলে বিধ্বস্ত করেছে এফসি মেদিনীপুরকে। এটি চলতি লিগে বীরভূমের প্রথম জয়। হ্যাটট্রিক

করেন তুরসুনোভ। তাদের বাকি দুইটি গোল ইমরান ও লালরুয়াতসাঙ্গার। মেদিনীপুরের গোলস্কোরার ওয়াট্টারা। এই জয়ের পরও লিগ টেবিলে সবার শেষে বীরভূম। তারা ১৪ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট পেয়েছে। ১৩ ম্যাচে ৮ পয়েন্ট নিয়ে বীরভূমের ঠিক ওপরে মেদিনীপুর।

অলিম্পিকে ক্রিকেটার বোল্ট!

নয়াদিল্লি, ২২ জানুয়ারি : অলিম্পিক ইতিহাসের সর্বকালের অন্যতম সেরা ক্রীড়াবিদ। দীর্ঘদিন বিশ্বের দ্রুততম মানবের শিরোপা ছিল তাঁর মুকুটে। ২০০৮, ২০১২, ২০১৬- টানা তিন অলিম্পিকে ১০০ ও ২০০ মিটারে সোনা জিতেছেন। কিংবদন্তি উসেইন বোল্ট অবসর ভেঙে আবারও ফিরতে চান 'গ্রেটেস্ট শো অন দ্য আর্থে'। তবে ক্রিকেটার হিসেবে!

২০২৮ লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে ক্রিকেটের প্রত্যাবর্তন ঘটছে। ১৯০০-র পর ১২৮ বছরের প্রতীক্ষা অবসানের অপেক্ষা। ফাস্টবোলার হিসেবে ক্রিকেটের অলিম্পিক প্রত্যাবর্তনে শামিল হতে চান জামাইকার বছর উনচল্লিশের কিংবদন্তি দৌড়বিদ বোল্ট। বলেছেন, 'পেশাদার ক্রীড়াকে বিদায় জানিয়ে এখন আমি অবসরে। দীর্ঘদিন ক্রিকেটও খেলিনি। তবে ওরা যদি চায়, তাহলে আমি প্রস্তুত।'

বাংলার সামনে আজ উত্তরাখণ্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ জানুয়ারি : প্রথমত মাঝে একদিনের ব্যবধানে ম্যাচ। তার ওপর দীর্ঘ ৮০ কিলোমিটার যাত্রার ক্লান্তি। শুক্রবার সন্তোষ ট্রফিতে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে উত্তরাখণ্ডের বিপক্ষে নামার আগে যা ভাবাচ্ছে বাংলা ফুটবল দলের কোচ সঞ্জয় সেনকে।

বৃহস্পতিবার সকালে তাই হালকা মেজাজেই অনুশীলন করেছেন রবি হাঁসদা, সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়রা। বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে রিকভারির দিকে। উত্তরাখণ্ড ম্যাচে দলে বেশ কিছু পরিবর্তন করতে পারেন সঞ্জয়।

অনুষ্টুপের মঞ্চে সুদীপের শতরান

বাংলা-৩৪০/৪
(প্রথম দিনের শেষে)

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কল্যাণী, ২২ জানুয়ারি : মঞ্চটা সাজানো ছিল তাঁর জন্য। সতীর্থরা আবেদনও করেছিলেন শতরানের।

অথচ, কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে অনুষ্টুপ মজুমদারের মঞ্চে সারাদিন ধরে ব্যাট হাতে সার্ভিসেস শাসন করলেন সুদীপ চট্টোপাধ্যায়। চোট সারিয়ে ফিট হয়ে রনজি ট্রফিতে প্রত্যাবর্তনের মঞ্চে সুদীপ খেললেন অপরাজিত ১৪০ রানের ইনিংস। প্রথমে বাংলা অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণের (৮১) সঙ্গে ওপেনিং জুটিতে তুললেন ১৫১ রান। পরে মুহূর্তের ভুল বোঝাবুঝিতে বাংলা অধিনায়ক রানআউট হয়ে যাওয়ায় সুদীপ দায়িত্ব নিয়ে সারাদিন ধরে রাজত্ব করলেন কল্যাণীর মাঠে। মূলত সুদীপের অপরাজিত শতরানে ভর করে সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে প্রথম দিনের শেষে বাংলার স্কোর ৩৪০/৪। দিনের শেষে সুদীপের সঙ্গে বাইশ গজে রয়েছেন সুমন্ত গুপ্ত (অপরাজিত ৩১)। শুক্রবার ম্যাচের দ্বিতীয় দিনে দলের স্কোরটা অন্তত ৫৫০-এ নিয়ে যেতে চায় বঙ্গ টিম ম্যানেজমেন্ট। উদ্দেশ্য, দ্বিতীয় ইনিংসে যেন ব্যাটিং করতে না হয়।

সবুজ পিচ। দিনের শুরুতেই টসে হার। এমন কঠিন পরিস্থিতিতে চার পেসারে প্রথম একাদশ সাজানো বাংলা দল ব্যাটিং করতে নেমেছিল। সুদীপ-অভিমন্যুর জন্য কাজটা সহজ ছিল না একেবারেই। শুরু থেকেই অত্যন্ত সতর্কভাবে ব্যাটিং করে সার্ভিসেসের ঘাড়ে চেপে বসে টিম বাংলা। দুই ওপেনার ১৫১ রান তুলে দেওয়ার পর পালটা চাপে পড়ে গিয়েছিল সার্ভিসেস। অধিনায়ক অভিমন্যু ফেরার পর তিন নম্বরে সুদীপকুমার ঘরামি (৩) রান পাননি। চার নম্বরে বাংলার ক্রাইসিস ম্যান অনুষ্টুপও বড় রান পাননি তাঁর সেঞ্চুরি ম্যাচের আঙিনায়। যদিও অনুষ্টুপের (২৭) ক্যাচ নিয়ে বাংলা শিবিরে রয়েছে সংশয়ও। শাহবাজ আহমেদ (৩৮) দারুণভাবে দলকে ভরসা দেওয়ার কাজ করলেও তিনিও বড় রান পেতে ব্যর্থ। একা কুম্ভ হয়ে ওপেনার সুদীপ অবশ্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রথম দিনের শেষে বাংলার নায়ক সুদীপ বলছিলেন, 'উত্তরাখণ্ড ম্যাচে ৯৮ রানে আউট হয়েছিলাম। অল্পের জন্য সেদিন শতরান হাতছাড়া হয়েছিল। তাই আজ একটু বেশিই সতর্ক ছিলাম। যদিও কাজ এখনও শেষ হয়নি। কাল আরও রান করতে হবে আমাদের।'

প্রথম দিনের খেলার শেষে কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লাও সেই কথাই তাঁর দলকে বুঝিয়েছেন। লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'পরিকল্পনামাফিক শৃঙ্খলার ব্যাটিং করতে হবে আমাদের। আরও রানের প্রয়োজন।'

রনজিতে ব্যর্থ গিল-জাদেজা

রাজকোট, ২২ জানুয়ারি : রনজি ট্রফিতে শুভমান গিল বৃহস্পতিবার সৌরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ২ বল খেলে শূন্য রানে ফিরে যান। পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে সৌরাষ্ট্র ১৭২ রানে প্রথম ইনিংসে অল আউট হয়। ৭ রানে আউট হন রবীন্দ্র জাদেজা। জয় গোহিল (৮২) ছাড়া কেউ রান পাননি। জবাবে ১৩৯ রানে শেষ পাঞ্জাবের ইনিংস। পার্থ ভুট ৫টি ও জাদেজা ২টি উইকেট নেন। দ্বিতীয় ইনিংসে সৌরাষ্ট্রের স্কোর ২৪/৩।

জিতল লিভারপুল ও বার্সা

শেষ ষোলোয় বায়ার্ন

মিউনিখ, ২২ জানুয়ারি : উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের নকআউটের ছাড়পত্র পেল বায়ার্ন মিউনিখ। নিজেদের ঘরের মাঠে ইউনিয়ন সেন্ট গিলোইসের বিরুদ্ধে ২-০ গোলে জয় তুলে নিয়েছে ভিনসেন্ট কোম্পানির দল। জোড়া গোল হ্যারি কেনের। ৬৩ মিনিটে কিম মিন লাল কার্ড দেখায় বাকি সময় দশজনে খেলতে হয় বায়ার্নকে।

এই জয়ের সুবাদে ৭ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে নকআউট পর্ব নিশ্চিত করেছে বায়ার্ন। ম্যাচের পর কোচ ভিনসেন্ট কোম্পানি বলেছেন, 'চ্যাম্পিয়ন্স লিগে কোনও ম্যাচ সহজ নয়। এদিন আমরা প্রথমার্ধে সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারিনি। দ্বিতীয়ার্ধে দশজন হওয়ার পরেও ছেলেরা যে ফুটবল খেলেছে, তা প্রশংসনীয়।'

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অপর ম্যাচে বার্সেলোনা ৪-২ গোলে হারিয়েছে স্লাভিয়া প্রাহাকে। হ্যান্সি ফ্লিকের দলের হয়ে জোড়া গোল করেন ফের্মিন লোপেজ। অপর দুইটি গোল আসে ড্যানি ওলমো ও রবার্ট লেওয়ানডস্কির থেকে। স্লাভিয়ার হয়ে একটি গোল ভাসিল কুসেইর। অপর গোলটি লেওয়ানডস্কির আত্মঘাতী। এই ম্যাচ জিতে ৭ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলে নবম স্থানে রয়েছে বার্সা।

পাশাপাশি জয় পেয়েছে লিভারপুলও। ফ্রান্সের মার্সেইকে ৩-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছে তারা। গোল করেছেন ডমিনিক সোবোজলাই ও কোডি গাকপো। অন্যটি জেরোনিমো রুলির আত্মঘাতী। আফকন খেলে

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে
গালাতাসারে ১-১ আটলেটিকো মাদ্রিদ
কারাবাগ এফকে ৩-২ আইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্ট
নিউক্যাসল ইউনাইটেড ৩-০ পিএসভি আইন্দহোভেন
স্লাভিয়া প্রাগ ২-৪ বার্সেলোনা
মার্সেই ০-৩ লিভারপুল
জুভেন্তাস ২-০ বেনফিকা
চেলসি ১-০ পাফোস এফসি
আটালান্টা ২-৩ অ্যাথলেটিক বিলবাও
বায়ার্ন মিউনিখ ২-০ ইউনিয়ন সেন্ট গিলোইসে

আসার পর এই ম্যাচে প্রথমবার লিভারপুলের হয়ে মাঠে নেমেছিলেন মিশরীয় তারকা মহম্মদ সালাহ।

এছাড়াও মোয়েস কাইসেদোর গোলে ১-০ ফলে পাফোসকে হারিয়েছে চেলসি।

প্রয়াত ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন অধিনায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ জানুয়ারি : চার বছর আগের এক ২২ জানুয়ারি, ভারতীয় ফুটবল হারিয়েছিল প্রবাদপ্রতিম সুভাষ ভৌমিককে। সেই একইদিনে আরও একবার শোকের ছায়া নেমে এল কলকাতা ময়দানে। প্রয়াত প্রাক্তন ইস্টবেঙ্গল অধিনায়ক ইলিয়াস পাশা। ৬১-তে থামল জীবনের দৌড়।

উলগানাথন, বাবু মানি, কার্লটন চ্যাপম্যানদের মতো বেঙ্গালুরু থেকে কলকাতায় খেলতে এসেছিলেন ইলিয়াসও। ১৯৮৯ সালে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের জার্সিতে আত্মপ্রকাশ। বছর ঘুরতেই তাঁকে তুলে নেয় ইস্টবেঙ্গল। ডানদিক থেকে তাঁর ওভারল্যাপ অল্প সময়ের মধ্যে দারুণ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। দীর্ঘ প্রায় ৯ বছর ইস্টবেঙ্গল রক্ষণভাগে অন্যতম নির্ভরযোগ্য নাম ছিলেন ইলিয়াস। ১৯৯৩ সালে লাল-হলুদ নেতৃত্বের আর্মব্যান্ড ওঠে তাঁর হাতে। পাশার অধিনায়কত্বেই কাপ উইনার্স কাপে ইরাকের আল জাওরাকে ৬-২ গোলে হারায় ইস্টবেঙ্গল। নেপালে লাল-হলুদের ওয়াই ওয়াই কাপ

বৃহস্পতিবার ৬১ বছর বয়সে চলে গেলেন ইলিয়াস পাশা।

জয়ও তাঁর নেতৃত্বেই। একাধিকবার জিতেছেন কলকাতা লিগ, ডুরান্ড, রোভার্স, আইএফএ শিল্ড।

পেশাদার ফুটবল ছাড়ার পর ফুড কর্পোরেশনের চাকরিতে যোগ দেন। কোনও এক অজ্ঞাত কারণে কিছুদিন পর সেই চাকরি ছেড়ে ফিরে যান বেঙ্গালুরুতে। শোনা যায়, অভাবের তাড়নায় অটো চালিয়ে দিনযাপন করেছেন একটা সময়। কয়েকবছর আগে পাশার শরীরে থাবা বসায় ক্যানসার। দীর্ঘ অসুস্থতার পর বৃহস্পতিবার সকালে প্রয়াত হন লাল-হলুদের এই বর্ষীয়ান ফুটবলার।

ইলিয়াস লাল-হলুদ জনতার মধ্যে এতটাই জনপ্রিয় যে এখনও ইস্টবেঙ্গল মাঠে খেলা হলে তাঁর জার্সি পরে মশাল হাতে ঘুরে বেড়ান এক সমর্থক। ২০১২ সালে ক্লাবের প্রতিষ্ঠা দিবসে ইলিয়াসের হাতে জীবনকৃতি সম্মান তুলে দেওয়া হয়। আর্থিকভাবেও সাহায্য করা হয়েছিল। তাঁর প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমে এসেছে লেসলি ক্লডিয়াস সরণির ক্লাবতাঁবুতে। অর্ধনমিত রাখা হয়েছে লাল-হলুদ পতাকা।

জয়ী হেলথ

কামাখ্যাগুড়ি, ২২ জানুয়ারি : কামাখ্যাগুড়ি কর্পোরেট কাপে বৃহস্পতিবার হেলথ একাদশ ১৭ রানে হারিয়েছে কেজিপি একাদশকে। হেলথ প্রথমে ১৫ ওভারে ৭ উইকেটে ১৪৯ রান তোলে। ম্যাচের সেরা দেবাঞ্জন রায় ৭১ রানে অপরাজিত থাকেন। শানু সাহা ৩২ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে কেজিপি একাদশ ১৩.৩ ওভারে ১৩২ রানে অল আউট হয়। মাসুম রাজা করিম ও টোটন শীল ৩ উইকেট নেন। তাপস ঘোষের অবদান ২৩ রান।

ক্রিকেট নিলাম

আলিপুরদুয়ার, ২২ জানুয়ারি : আলিপুরদুয়ার টাউন ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে ৪ দলীয় আলিপুরদুয়ার ব্যবসায়ী প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেট অনুষ্ঠিত হবে ২৭-২৮ জানুয়ারি। তার জন্য আলিপুরদুয়ারের একটি হোটেলে আইপিএল ধাঁচে নিলাম হয়ে গেল।

মাতৃর ব্যাডমিন্টন

আলিপুরদুয়ার, ২২ জানুয়ারি : মাতৃ মন্দির ক্লাবের ২ দিনের ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে ২৪-২৫ জানুয়ারি। ক্লাব প্রাঙ্গণে অংশ নেবে ১৬টি দল।

অনূর্ধ্ব-১৫ মিক্সড ডাবলসে চ্যাম্পিয়ন হয়ে সায়ন ঘোষ ও খেশেপ ফিপন।

চ্যাম্পিয়ন সায়ন

ফালাকাটা, ২২ জানুয়ারি : উত্তর দিনাজপুর ব্যাডমিন্টন অ্যাকাডেমি আয়োজিত রাজ্য সাব-জুনিয়ার র‍্যাংকিং ব্যাডমিন্টনে অনূর্ধ্ব-১৫ মিক্সড ডাবলসে চ্যাম্পিয়ন হয় ফালাকাটা ডুয়ার্স ব্যাডমিন্টন অ্যাকাডেমির সায়ন ঘোষ ও দার্জিলিংয়ের খেশেপ ফিপন। তারা ২৩-২১, ২১-১৬ পয়েন্টে হারিয়েছে কলকাতার রিসান দাস-ঐশানি দাসকে। এছাড়াও সায়ন অনূর্ধ্ব-১৫ সিঙ্গলসে তৃতীয় হয়েছে।

জয়ী হলিডে, মেরিকো

মাদারিহাট, ২২ জানুয়ারি : সোনালি অতীতের বিনয় চাপা ট্রফি ভেটেরান্স ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার হলিডে হোমস্টে ৬ উইকেটে হারিয়েছে লক্ষ্মী মার্বেলকে। লক্ষ্মী প্রথমে ১২ ওভারে ৩ উইকেটে ৮১ রান তোলে। ম্যাচের সেরা অনুপম রায়ের শিকার ৪ উইকেট। জবাবে হলিডে ৪ উইকেট জয়ের রান তুলে নেয়। প্রকাশ নেওয়ার ৩৭ রান করেন।

পরে মেরিকো অ্যাগ্রো ২১ রানে হারিয়েছে হিমালয় চাক্তি ফ্রেশ আটাকে। মেরিকো প্রথমে ১২ ওভারে ৪ উইকেটে ১০২ রান তোলে। ম্যাচের সেরা সুপেন দাসের অবদান ৬৩ রান। জবাবে হিমালয় ১২ ওভারে ৮১ রানে আটকে যায়। রাজকমল খাখা ৩ উইকেট ও ম্যাচের সেরা পবন কুমার শা ২ উইকেট নেন।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন হুগলী-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, হুগলী - এর একজন বাসিন্দা অনুপ কুন্ডু - কে 26.10.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 92K 31487 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি আমাকে কোটিপতি করে আমার জীবনে নতুন পথ খুলে দিয়েছে। আমার মনে কোনও ধারনা না থাকায় মাত্র কটি দশ টাকা খরচ করেই এটা সম্ভব হয়েছে। এটি নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে এবং আমার জীবনকে সর্বোত্তমভাবে পরিচালনা করার অনুপ্রেরণা দিয়েছে। ডিয়ার লটারিকে এর জন্য ধন্যবাদ।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।